Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية وأدبية و دينية
جلد:٨ عدد:٢، رمضان و شوّال ١٤٢٥هـ/نوفمبر ٢٠٠٤م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ আর-রিফাই জামে মসজিদ, কায়রো, মিছর, ১৯১২ সালে নির্মিত।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৮ম বর্ষঃ	৩য় সংখ্যা
শাওয়াল-যিলক্বাদাহ	১৪২৫ হিঃ
অগ্রহায়ণ-পৌষ	১৪১১ বাং
ডিসেম্বর	২০০৪ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ওয়েবসাইটঃ www.at-tahreek.com
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - আহলেহাদীছ আন্দোলন *(২য় কিস্তি)* ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - তাফসীরুল কুরআনঃ কিছু কথা ০৬
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - গীবত ও গীবতকারীর পরিণতি ১১
    -আখতারুল আমান
  - আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়ের স্বরূপ ১৩
    -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ইলমে নাহুঃ উৎপত্তি ও বিকাশ ১৫
    -নূরুল ইসলাম
- **মনীষী চরিত**
  - ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ১৯
    -মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **অর্থনীতির পাতাঃ**
  - ইসলামী ভোক্তার আচরণ ২১
    -শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- **সাময়িক প্রসঙ্গঃ**
  - বুশের জয় সারা বিশ্বের জন্যই বিভীষিকা ২৪
    -সিরাজুর রহমান
- **দিশারীঃ** ২৬
  - হে হক্ব পিয়াসী মুমিন! প্রতারণা হতে সাবধান
    - মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ** ৩১
  - পাত্রী নির্বাচন *-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
- **চিকিৎসা জগৎঃ**
  - মেছতার চিকিৎসা ৩২
- **কবিতাঃ** ৩৩
- **সোনামণিদের পাতাঃ** ৩৪
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৫
- **মুসলিম জাহান** ৪০
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১
- **সংগঠন সংবাদ** ৪২
- **জনমত কলাম** ৪৭
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

সম্পাদকীয়

আরাফাত চলে গেলেন

ফিলিস্তিনী জনগণের সাহস ও চেতনার প্রতীক, নির্যাতিত মানবতার প্রতিরোধ সংগ্রামের অগ্নিপুরুষ, ফিলিস্তিনীদের প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের কিংবদন্তীতুল্য নেতা ইয়াসির আরাফাত চলে গেলেন। রেখে গেলেন একরাশ প্রশ্নঃ তিনি কি সন্ত্রাসী ছিলেন না শান্তিবাদী ছিলেন? তিনি কি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না ধর্মচেতনা সম্পন্ন ছিলেন? প্রথম কথায় আসা যায়। হিংসুক ও নোংরা মানসিকতা সম্পন্ন কিছু ইহুদী ও খৃষ্টানের কাছে তিনি ছিলেন সন্ত্রাসী। তারা তাঁর মৃত্যুতে খুশী হয়ে আনন্দে নেচেছে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী সাধারণ মানুষ তার জন্য কেঁদেছে। কি ছিল কারণ?

চার বছর বয়স থেকে মাতৃস্নেহহারা শিশু মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ আরাফাত ওরফে ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তীনের হাযার বছরের স্থায়ী বাসিন্দাদেরকে কেবল মুসলিম হওয়ার অপরাধে(?) মুহাজির বেশে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে অপরের দান-ভিক্ষা নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতে দেখেছেন। দেখেছেন গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারী ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তকারীদের মদদে বিভিন্ন দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহুদীদের আমদানী করে ফিলিস্তীনে জোর করে বসাতে। দেখেছেন নির্যাতিত মানুষের ত্রাণকর্তা, সর্বহারাদের আশ্রয় বলে খ্যাত কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার নগ্ন সমর্থনে জাতিসংঘে ফিলিস্তীন বিভক্তির প্রস্তাব পাস হ'তে। দেখেছেন চোখের সামনে ফিলিস্তীনীদের উপর বহিরাগত ইহুদীদের নির্মম হত্যা, লুণ্ঠন ও বিতাড়নের লোমহর্ষক দৃশ্য। ২০ বছরের তরুণ আরাফাতের ভেতরকার জিহাদী চেতনা তাই শানিত হয়ে উঠেছিল সেদিন। গঠন করলেন ফিলিস্তীনী ছাত্র সংগঠন। শুরু করলেন প্রতিরোধ সংগ্রাম। পরবর্তীতে ঐ চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার সারাটি জীবনে কখনো আল-ফাতাহ গেরিলা নেতা হিসাবে, কখনো পিএলও চেয়ারম্যান হিসাবে, কখনো প্রেসিডেন্ট আরাফাত হিসাবে। আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলি তাকে দমন করার জন্য বিভিন্ন বিলাসী প্রস্তাব দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। তাই দেখা গেছে শান্তিবাদী নেতা হিসাবে তাকে নোবেল প্রাইজ নিতে আন্তর্জাতিক কাশিমবাজারের কুঠি হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করতে। আবার কখনো দেখা গেছে সর্বহারাদের স্বর্গ বলে পরিচিত মস্কো-পিকিং-এর নেতাদের সাথে তাদের রাজধানীতে আপ্যায়িত হতে। কিন্তু না! আরাফাত তার নিজস্ব চেতনাতে আবার ফিরে এসেছেন অবশেষে। নির্যাতিত ফিলিস্তিনীদের সাথেই তিনি আমৃত্যু অবস্থান করেছেন রামাল্লায় তার সদর দফতরে। মৃত্যুর পূর্বের তিন বছর সেখানে বাস্তবে গৃহবন্দী থেকেছেন বোমা হামলার মধ্যে সর্বদা জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থানে।

সংখ্যাগুরু ফিলিস্তীনী আরব মুসলিম জনগণকে বিতাড়িত করে বহিরাগত মুষ্টিমেয় ইহুদীরা ফিলিস্তীনের ৮০ ভাগ এলাকা জবর দখল করে সেখানে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল কথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মোড়লদের মদদে। অথচ সর্বোচ্চ ছাড় দিয়েও তিনি ফিলিস্তীনের স্বাধীনতা ফিরে পাননি। ফলে যে হারানোর বেদনায় তরুণ বয়সে তাঁর সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল, সেই হারানোর বেদনা নিয়েই তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় হ'তে হ'ল।

ইয়াসির আরাফাত তাই কখনোই সন্ত্রাসী ছিলেন না। মূল সন্ত্রাসী তারাই, যারা তাকে অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য করেছিল। ১৯৮২ সালে লেবাননের ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু শিবিরে হামলা চালিয়ে তৎকালীন ইসরাঈলী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও আজকের প্রধান মন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণ যখন অন্যূন ৩০০০ ফিলিস্তিনী মুহাজিরকে বোমা মেরে হত্যা করেছিল, তখন তাকে কেউ সন্ত্রাসী বলেনি। আজও যখন সে নিয়মিত প্রতিদিন ফিলিস্তীনে গোলা বর্ষণ করে নিরীহ মুসলিম নরনারী-শিশুকে হত্যা করছে, তখন তাকে কেউ সন্ত্রাসী বলছে না। অথচ ইহুদী কামানের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীরা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করলে সেটা হচ্ছে সন্ত্রাস। এটাই হ'ল আজকের নিষ্ঠুর বাস্তবতা। কিন্তু এটা মূলতঃ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ। যদি এটা স্রেফ আল্লাহ্র জন্য হয়, পরকালীন মুক্তির জন্য হয়, বিপন্ন মানবতার কল্যাণের জন্য হয়, তাহ'লে এটা হবে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। এ পথে মরলে শহীদ, বাঁচলে গাযী। এ পথের সংগ্রামীদের কোন মৃত্যু নেই। তারা অমর। মুসলিম সন্তান ইয়াসির আরাফাতের হৃদয়ের গভীরে যদি উক্ত নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকে, তবে তিনি উক্ত মর্যাদা পাবেন আল্লাহ্র মেহেরবানী হ'লে। যদিও বিশ্ব বাস্তবতার আন্তর্জাতিক চাপে তাকে কখনো দেখা গেছে ধর্মনিরপেক্ষ হ'তে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্র প্রথম ক্বিবলা ও মে'রাজের স্মৃতিধন্য পবিত্র বায়তুল মুক্বাদ্দাস স্বাধীন করে সেখানেই মৃত্যু শয্যা গ্রহণের আগ্রহ পোষণকারী ইয়াসির আরাফাতের চেতনায় যে ইসলামী বিশ্বাস ক্রিয়াশীল ছিল, এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যেমন এখানেই মৃত্যু বরণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যালেম ফেরাঊনের হাত থেকে মযলূম বনু ইস্রাঈলীদের মুক্তিদূত বিশ্বনন্দিত নবী হযরত মূসা (আঃ)। এমনকি হযরত আদম (আঃ) ও হযরত ইউসুফ (আঃ) এখানেই নিজেদের দাফন হওয়ার অছিয়ত করেছিলেন।

কোন সমাজে কোন বিপ্লবী সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটলে তাকে প্রশংসার চেয়ে সমালোচনার বাণে বেশী বিদ্ধ হ'তে হয়। কিন্তু তার মৃত্যুর পরেই মানুষ তাকে চিনতে পারে। ইয়াসির আরাফাতও প্রশংসার চেয়ে সমালোচনার আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন বেশী। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে দেখছি বিশ্বকে কাঁদতে। মুসলিম-অমুসলিম সকল মযলূম মানবতা আজ তার জন্য শূন্যতা অনুভব করছে। এটাই তার বড় পাওয়া। যদিও সে পাওয়া তিনি দেখে যেতে পারেননি। যালেম ও মযলূমের দ্বান্দ্বিক ইতিহাসে চিরকাল আরাফাতরাই স্থান পেয়ে থাকেন। চিরকাল ঘৃণাভরে উচ্চারিত হবে ঘৃণিত বুশ ও শ্যারণদের নাম। কিন্তু আরাফাতরাই থাকবেন চিরদিন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর রেখে যাওয়া ফিলিস্তীন মুক্তি আন্দোলন সফল হৌক সেই প্রার্থনা করছি।

জানা আবশ্যক যে, আল-কুদ্স কেবল আরাফাতের নয়, কেবল ফিলিস্তীনীদের নয়, আল-কুদ্স সকল মুসলমানের। তাই আল-কুদ্সের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বের সকল মুসলমানের শামিল হওয়া কর্তব্য। মুসলিম নেতৃবৃন্দ যদি কখনো বিষয়টি উপলব্ধি করেন এবং 'ওআইসি'কে সক্রিয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক জোটে রূপান্তরিত করেন, তাহ'লে ফিলিস্তীন তো বটেই, আফগানিস্তান, ইরাক, কাশ্মীর, চেচনিয়া, সূদান, সোমালিয়া সহ বিশ্বের সকল স্থান হ'তে মুসলিম নির্যাতন নিমেষে বন্ধ হয়ে যাবে। মযলূম মানবতা ইসলামের সুমহান আদর্শের ছোঁয়া পেয়ে ধন্য হবে। সারা পৃথিবী একদিন ইসলামী শাসনের ছায়াতলে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ (স.স.)।

প্রবন্ধ

আহলেহাদীছ আন্দোলন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২য় কিস্তি)

'নাজী' ফের্কা কোন্‌টি?

১. ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ)-এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হিঃ) বলেন,

هُمْ أَهْلُ الْحَدِيْث وَالَّذِيْنَ يَتَعَاهَدُوْنَ مَذَاهِبَ الرَّسُوْلِ وَ يَذُبُّوْنَ عَنِ الْعِلْمِ، وَ لَوْلاَ هُمْ لَمْ نَجِدْ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَ أَهْلِ الْإِرْجَاءِ وَالرَّأْيِ شَيْئًا مِّنَ السُّنَنِ، فَقَدْ جَعَلَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُوْرَةَ حُرَاسَ الدِّيْنِ وَصَرَفَ عَنْهُمْ كَيْدَ الْمُعَانِدِيْنَ لِتَمَسُّكِهِمْ بِالشَّرْعِ الْمَتِيْنِ وَاقْتِفَائِهِمْ آثَارَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ... أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ –

'উক্ত দল হ'ল 'আহলুল হাদীছ জামা'আত'। যারা রাসূলের বিধান সমূহের হেফাযত করে ও তাঁর ইল্‌ম কুরআন ও হাদীছের পক্ষে প্রতিরোধ করে। নইলে মু'তাযিলা, রাফেযী (শী'আ), জাহ্‌মিয়া, মুরজিয়া ও আহলুর রায়দের নিকট থেকে আমরা সুন্নাতের কিছুই আশা করতে পারি না। বিশ্বপ্রভু এই বিজয়ী দলকে দ্বীনের পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত করেছেন এবং ছাহাবা ও তাবেঈনের সনিষ্ঠ অনুসারী হবার কারণে তাদেরকে হঠকারীদের চক্রান্তসমূহ হ'তে রক্ষা করেছেন। ... এরাই হ'লেন আল্লাহ্‌র সেনাবাহিনী। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সেনাদলই হ'ল সফলকাম' *(শারফ ৫)*।

২. ইয়াযীদ ইবনে হারূণ (১১৮-২১৭ হিঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১হিঃ) বলেন,

إِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِى مَنْ هُمْ؟

'তাঁরা যদি আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা'।[১৮] 'ইমাম বুখারীও এবিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন'। ক্বাযী আয়ায বলেন, أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَمَنْ يَّعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ 'ইমাম আহমাদ (রহঃ) একথা দ্বারা আহলে সুন্নাত এবং যারা আহলুল হাদীছ-এর মাযহাব অনুসরণ করেন, তাদেরকে বুঝিয়েছেন'।[১৯] ইমাম আহমাদ (রহঃ) আরও বলেন, لَيْسَ قَوْمٌ عِنْدِى خَيْرًا مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، لاَ يَعْرِفُوْنَ إِلاَّ الْحَدِيْثَ। 'আহলেহাদীছের চেয়ে উত্তম কোন দল আমার কাছে নেই। তারা হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু চেনে না'।[২০]

৩. ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪হিঃ) বলেন,

اِذَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَكَأَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَيًّا–

'যখন আমি কোন আহলেহাদীছকে দেখি, তখন আমি যেন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-কে জীবন্ত দেখি' *(শারফ ২৬)*।

৪. খ্যাতনামা তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১হিঃ) বলেন,

هُمْ عِنْدِىْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ وَ قَالَ: أَثْبَتُ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ–

'নাজী দল হ'ল আহলেহাদীছ জামা'আত'।... 'লোকদের মধ্যে তারাই ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর উপর সর্বাপেক্ষা দৃঢ়' *(শারফ ১৫, ৩৩)*।

৫. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২হিঃ) একদা তাঁর দরবার সম্মুখে কতিপয় আহলেহাদীছকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলেন, مَا عَلَى الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّنْكُمْ 'ভূপৃষ্ঠে আপনাদের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই' *(শারফ ২৮)*।

৬. আহমাদ ইবনু সারীহ বলতেন,

أَهْلُ الْحَدِيْثِ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الْفُقَهَاءِ لاِعْتِنَائِهِمْ بِضَبْطِ الْأُصُوْلِ– 'দলীলের উপরে কায়েম থাকার কারণে আহলেহাদীছগণের মর্যাদা ফক্বীহগণের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে'।[২১]

৭. ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ) বলেন,

لَوْلاَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لاَنْدَرَسَ الإِسْلاَمُ يَعْنِى أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ –

'আহলেহাদীছ জামা'আত যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহলে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত' *(শারফ ২৯ পৃঃ)*।

৮. ওছমান ইবনু আবী শায়বা একদা কয়েকজন আহলেহাদীছকে হয়রান অবস্থায় দেখে মন্তব্য করেন যে,

---

১৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২৮৩-এর ব্যাখ্যা; ফাৎহুল বারী ১৩/৩০৬ হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; সিলসিলা ছাহীহা হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা; শারফ ১৫।

১৯. ফাৎহুল বারী 'ইল্‌ম' অধ্যায় ১/১৯৮ হা/৭১-এর ব্যাখ্যা।

২০. আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ পৃঃ ২৭।

২১. আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লীঃ ১২৮৬ হিঃ) ১/৬২ পৃঃ।

إِنَّ فَاسِقَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ عَابِدِ غَيْرِهِمْ 'আহলেহাদীছের একজন ফাসিক্ব ব্যক্তি অন্য দলের একজন আবিদের চেয়েও উত্তম' *(শারফ ২৭ পৃঃ)*।

৯. খলীফা হারূনুর রশীদ (মৃঃ ১৯৩ হিঃ) বলতেন,

طَلَبْتُ أَرْبَعَةً فَوَجَدْتُهَا فِيْ أَرْبَعَةٍ، طَلَبْتُ الْكُفْرَ فَوَجَدْتُهُ فِى الْجَهْمِيَةِ وَ طَلَبْتُ الْكَلاَمَ وَالشَّغَبَ فَوَجَدْتُهُ فِى الْمُعْتَزِلَةِ وَ طَلَبْتُ الْكَذِبَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ الرَّافِضَةِ وَطَلَبْتُ الْحَقَّ فَوَجَدْتُهُ مَعَ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ -

'আমি মুসলমানদের চারটি দলের মধ্যে চারটি বস্তু পেয়েছিঃ (ক) কুফরী সন্ধান করে পেয়েছি 'জাহমিয়া' (অদৃষ্টবাদী)-দের মধ্যে (খ) কূটতর্ক ও ঝগড়া পেয়েছি মু'তাযিলাদের মধ্যে (গ) মিথ্যা খুঁজেছি ও সেটি পেয়েছি 'রাফেযী' (শী'আ)-দের মধ্যে (ঘ) আমি 'হক্ব' খুঁজেছি এবং তা পেয়েছি 'আহলেহাদীছ'দের মধ্যে' *(শারফ ৩১ পৃঃ)*।

১০. 'বড় পীর' বলে খ্যাত শায়খ আব্দুল ক্বাদির জীলানী আল-বাগদাদী (৪৭০-৫৬১ হিঃ) 'নাজী' দল হিসাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বর্ণনা দেওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে বিদ'আতীদের ক্রোধ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

إِعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلاَمَاتٌ يُعْرَفُوْنَ بِهَا، فَعَلاَمَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِيْعَةُ فِيْ أَهْلِ الْأَثَرِ... وَ كُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَّ غَيَاظٌ لِّأَهْلِ السُّنَّةِ، وَ لاَ إِسْمَ لَهُمْ إِلاَّ إِسْمٌ وَّاحِدٌ وَّ هُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ... -

'জেনে রাখ যে, বিদ'আতীদের কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা দেখে তাদের চেনা যায়। বিদ'আতীদের লক্ষণ হ'ল আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন বাজে নামে তাদেরকে সম্বোধন করা। এগুলি সুন্নাতপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় গোঁড়ামী ও অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন কিছুই নয়। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ'ল 'আহলুল হাদীছ'। বিদ'আতীদের এই সব গালি প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন মক্কার কাফিরদের জাদুকর, কবি, পাগল, মাথা খারাপ, গায়েবজান্তা প্রভৃতি গালি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য প্রযোজ্য ছিল না'।[২২]

১১. আহমাদ ইবনু সিনান আল-ক্বাত্ত্বান (মৃঃ ২৫৯ হিঃ) বলেন,

لَيْسَ فِى الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلاَّ وَ هُوَ يُبْغِضُ أَهْلَ الْحَدِيْثِ، فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَتْ حَلاَوَةُ الْحَدِيْثِ مِنْ قَلْبِهِ-

'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই, যে আহলেহাদীছের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। যখন কোন ব্যক্তি বিদ'আত করে, তখন তার অন্তর থেকে হাদীছের স্বাদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়'।[২৩]

১২. ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন,

مِنَ الْمَعْلُوْمِ لِكُلِّ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيْثِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ بَحْثًا عَنْ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَطَلَبًا لِّعِلْمِهَا وَ أَرْغَبِ النَّاسِ فِيْ اتِّبَاعِهَا وَ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ اتِّبَاعِ هَوًى يُخَالِفُهَا... فَهُمْ فِيْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ كَأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فِيْ أَهْلِ الْمِلَلِ-

'যার কিছুটা অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার এটা জানা কথা যে, আহলেহাদীছগণ হ'লেন, মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীসমূহের ও তাঁর ইল্‌মের অধিক সন্ধানী ও সে সবের অনুসরণের প্রতি অধিক আগ্রহশীল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ হ'তে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী, যার বিরোধিতা সে করে থাকে।... মুসলমানদের মধ্যে তাদের অবস্থান এমন মর্যাদাপূর্ণ, যেমন সকল জাতির মধ্যে মুসলমানদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান'।[২৪]

১৩. ছহীহ মুসলিম-এর শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনু শারফ নববী আশ-শামী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) বলেন, এই ফের্কা মুমিনদের মধ্যকার বীর মুজাহিদ, ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ, যাহিদ (দুনিয়া থেকে নির্লিপ্ত ইবাদতকারী), নেকীর কাজের আদেশ দানকারী ও অন্যায় কাজের নিষেধকারী বিভিন্ন পর্যায়ের মুমিন হ'তে পারেন, যারা আল্লাহ্র বিধানকে প্রতিষ্ঠা দান করে থাকেন। এদের সবাইকে একস্থানে জমায়েত থাকা আবশ্যক নয়। বরং তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকতে পারেন'।[২৫]

১৪. হাফেয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ 'যেদিন আমরা ডাকব প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা সহ' *(ইসরা ৭১)* আয়াতের ব্যাখ্যায় স্বীয় জগদ্বিখ্যাত তাফসীরে বিগত একজন মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন,

---

২২. *আব্দুল ক্বাদির জীলানী, কিতাবুল গুনিয়াহ ওরফে গুনিয়াতুত ত্বালেবীন (মিসরঃ ১৩৪৬ হিঃ) ১/৯০ পৃঃ।*

২৩. *আব্দুর রহমান ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ (কুয়েতঃ দারুস সালাফিইয়াহ ১৪০৪ হিঃ) পৃঃ ১০২।*

২৪. *আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ, তাবি) ২/১৭৯ পৃঃ।*

২৫. *মুসলিম শরহ নববী (দেউবন্দ ছাপা) ২/১৪৩ পৃঃ; ফাৎহুল বারী ১/১৯৮ হা/৭১-এর ব্যাখ্যা, 'ইল্‌ম' অধ্যায়।*

هَذَا أَكْبَرُ شَرَف لأَصْحَابِ الْحَدِيْثِ لِأَنَّ إِمَامَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،

'আহলেহাদীছদের জন্য এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা যে, তাদের একমাত্র ইমাম হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'।[২৬] তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের ইমামের নামে ডাকা হবে।

নিঃসন্দেহে এই উচ্চ মর্যাদা ক্বিয়ামতের দিন কেবল তাদের জন্যই হবে, যারা দুনিয়াবী জীবনের সকল দিক ও বিভাগে যেকোন মূল্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে কায়েম থেকেছেন এবং অন্য কোন মতবাদ বা রায় ও ক্বিয়াসকে অগ্রাধিকার দেননি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে রাসূলের দেওয়া উপাধিধন্য সত্যিকারের 'আহলেহাদীছ' হওয়ার তাওফীক দাও ও তাদের দলভুক্ত করে নাও- আমীন!!

আহলেহদীছের বাহ্যিক নিদর্শনঃ

আহলেহাদীছদের বাহ্যিক নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আব্দুর রহমান ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ) বলেন, (১) কম হউক বেশী হউক সকল প্রকারের মাদকদ্রব্য ব্যবহার হতে তারা বিরত থাকেন (২) ফরয ছালাত সমূহ আউয়াল ওয়াক্তে আদায়ের জন্য তারা সদা ব্যস্ত থাকেন (৩) ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পড়াকে তারা ওয়াজিব মনে করেন (৪) ছালাতের মধ্যে রুকূ-সুজূদ, ক্বিয়াম-কু'উদ ইত্যাদি আরকানগুলিকে ধীরে-সুস্থে শান্তির সঙ্গে আদায় করাকে তারা অপরিহার্য বলেন এবং এতদ্ব্যতীত ছালাত শুদ্ধ হয় না বলে তারা মনে করেন (৫) তারা সকল কাজে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম), ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের কঠোর অনুসারী হয়ে থাকেন (৬) বিদ'আতীদেরকে তারা ঘৃণা করেন। তারা বিদ'আতীদের সঙ্গে উঠাবসা করেন না বা তাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে অহেতুক ঝগড়া করেন না। তাদের থেকে সর্বদা কান বন্ধ রাখেন, যাতে তাদের বাতিল যুক্তি সমূহ অন্তরে ধোঁকা সৃষ্টি করতে না পারে'।[২৭]

আমরা বলি, আহলেহাদীছের সর্বাপেক্ষা বড় নিদর্শন হ'ল এই যে, তারা হলেন আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীন তাওহীদবাদী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভাবে সুন্নাতপন্থী। তবে এখানে বলা আবশ্যক যে, আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য যেমন আহলেহাদীছ বাপের সন্তান হওয়া শর্ত নয়। তেমনি রক্ত, বর্ণ, ভাষা বা অঞ্চলেরও কোন ভেদাভেদ নেই। বরং যেকোন মুসলমান নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে ও সেই অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হ'লেই কেবল তিনি 'আহলেহাদীছ' নামে অভিহিত হবেন। নিঃসন্দেহে আহলেহাদীছ-এর প্রকৃত পরিচয় তার নির্ভেজাল আক্বীদা ও আমলের মধ্যে নিহিত। তার পিতৃ পরিচয়, বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থ-সম্পদ বা সামাজিক পদ মর্যাদার মধ্যে নয়। [চলবে]

২৬. *ইবনু কাছীর, তাফসীর (বৈরুতঃ ১৪০৮/১৯৮৮) সূরা বণী ইসরাঈল ৭১ আয়াতের ব্যাখ্যা, ৩/৫৬ পৃঃ।*

২৭. *আব্দুর রহমান ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ পৃঃ ৯৯-১০০।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর সার কথা

সকল দিক ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়ার আন্দোলনকেই বলা হয় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও সালাফে ছালেহীন সর্বদা এ পথেরই দাওয়াত দিয়ে গেছেন। 'আহলেহাদীছ' তাই প্রচলিত অর্থে কোন ফের্কা বা মতবাদের নাম নয়, এটি একটি পথের নাম। এ পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় হেদায়াত এপথেই মওজুদ রয়েছে। আহলেহাদীছ আন্দোলন সেই জান্নাতী পথেই মানুষকে আহ্বান জানায়। এ আন্দোলন তাই মুমিনের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র আন্দোলন।

আসুন! এ পথেই আমরা আমাদের জান-মাল, সময়-শ্রম ও মেধা ব্যয় করে আল্লাহ্র অফুরন্ত রহমতের ভাগীদার হই। -ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

॥ রাজশাহী ॥ মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৪ইং

তাফসীরুল কুরআনঃ কিছু কথা

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভূমিকাঃ

ইসলামে উছূলী ফের্কাবন্দীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল কারণ হ'ল 'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত' অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে আক্বীদাগত বিভ্রান্তি। উক্ত বিষয়ে মুসলিম বিদ্বানগণ মূলতঃ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন। একদল আল্লাহ্র নিরেট একত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁকে নাম ও গুণহীন সত্তা মনে করেছেন। এরা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর আকার ও গুণাবলীকে স্বীকার করেন না। ফলে কুরআন-হাদীছে উক্ত বিষয়ে বর্ণিত আয়াত ও হাদীছগুলির দূরতম ব্যাখ্যা বা 'তাবীল' করেন। এঁরা কাল্পনিক যুক্তির মাধ্যমে গায়েবী বিষয়গুলিকে প্রমাণ করতে চান এবং কুরআন-হাদীছের প্রকাশ্য অর্থকে পাশ কাটিয়ে রূপক অর্থ গ্রহণ করেন। এঁদেরকে 'মু'আত্ত্বিলাহ' বা নির্গুণবাদী বলা হয়। এঁরাই প্রথম মুসলমানদের মধ্যে সর্বেশ্বরবাদী ও অদ্বৈতবাদী কুফরী দর্শনের আমদানী করেন। এঁরাই সর্বপ্রথম আল্লাহ্র আরশে অবস্থান, আল্লাহ্র গুণযুক্ত সত্তা হওয়া, কুরআন আল্লাহ্র সনাতন কালাম ইত্যাদি মৌলিক আক্বীদাগত বিষয়ে সন্দেহবাদ আরোপ করেন। জাহমিয়া, মু'তাযিলা, আশা'এরা, মাতুরীদিয়া প্রভৃতি মূলতঃ এ দলেরই শাখা। তবে আশা'এরাগণ আল্লাহ্র মাত্র ৭টি গুণকে স্বীকার করেন। যথাঃ আলীম (সর্বজ্ঞ), ক্বাদীর (সর্ব শক্তিমান), হাই (চিরঞ্জীব), মুরীদ (ইচ্ছাকারী), মুতাকাল্লিম (কথক), সামী' (শ্রবণকারী), বাছীর (দর্শনকারী)। বাকী সকল গুণকে অস্বীকার করেন। মাতুরীদিয়াগণ ৮টি গুণকে স্বীকার করেন। যার মধ্যে উপরোক্ত ৭টি গুণ সহ আরেকটি হ'ল 'তাকভীন' অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ামক।

বিদ্বানগণের দ্বিতীয় দলটি আল্লাহকে নাম ও গুণযুক্ত সত্তা মনে করেন। এই দলের কিছু বিদ্বান বাড়াবাড়ি করে আল্লাহকে মানবদেহের আকৃতি কল্পনা করেন। এঁদের 'মুজাসসিমাহ' (কায়াবাদী) বলা হয়। কিছু বিদ্বান আল্লাহ্র গুণাবলীকে বান্দার গুণাবলীর সদৃশ কল্পনা করেন। এঁদেরকে 'মুশাব্বিহাহ' (সাদৃশ্যবাদী) বলা হয়।

উপরোক্ত দু'টি মতই চরমপন্থী এবং রাসূলের শিক্ষার বিরোধী। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সঠিক পথ এই যে, আল্লাহ নিঃসন্দেহে নাম ও গুণযুক্ত সত্তা। তবে তাঁর সত্তা ও গুণাবলী বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই তার প্রকাশ্য অর্থের উপরে ঈমান আনতে হবে। কোনরূপ তাবীল বা দূরতম ব্যাখ্যা করা চলবে না। রূপক অর্থ গ্রহণ করে মূল অর্থকে পাশ কাটানো যাবে না। কেননা আল্লাহ বলেন, তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*।

এ পথ হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের গৃহীত পথ। এ পথ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের পথ। বিগত যুগে কোন এক বেদুঈন আরবকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তুমি কিভাবে তোমার প্রভুকে চিনলে? লোকটি বলেছিল, গোবর দেখে যেমন উটকে চিনি, স্রোত দেখে নদীকে চিনি, মাটি দেখে পৃথিবীকে চিনি, ঢেউ দেখে সাগরকে চিনি, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্ররাজি সহ নীলাকাশ দেখে আসমানকে চিনি, এগুলোই কি আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও গুণাবলী প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়'?[১]

তাবেঈ বিদ্বান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১হিঃ)-কে একদা প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে আল্লাহ্র নিম্ন আকাশে অবতরণ সম্পর্কে বলা হয় যে, এর ফলে কি আল্লাহ্র আরশ খালি হয়ে যায় না? তিনি ধমক দিয়ে বলেন, রে মূর্খ! তিনি যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন'। অতএব এসব গায়েবী বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। কেবল নির্দ্বিধায় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। কেননা মানুষের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সীমিত। যা আল্লাহ্র জ্ঞান সমুদ্রকে আয়ত্ত করতে পারে না।

আহলেহাদীছ ও অন্যদের সাথে মৌলিক পার্থক্য হ'ল, আহলেহাদীছগণ অহি-র জ্ঞানকে মূল এবং মানবীয় জ্ঞানকে তার অনুগামী ও ব্যাখ্যাকারী মনে করেন। পক্ষান্তরে অন্যেরা মানবীয় জ্ঞান ও যুক্তিকে মূল এবং অহি-র জ্ঞানকে তার অনুগামী মনে করেন। ফলে অন্যেরা যুক্তি দিয়ে অদৃশ্য বিষয় সমূহকে তাবীল করতে গিয়ে ব্যর্থতার আঁধারে হাবুডুবু খেয়েছেন। যেমন (১) 'আল্লাহ্র হাত' অর্থ তাদের কেউ করেছেন 'কুদরত' কেউ করেছেন 'নে'মত' (২) 'আল্লাহ্র চেহারা' অর্থ কেউ করেছেন 'আল্লাহ্র সত্তা' কেউ করেছেন 'ক্বিবলা' কেউ করেছেন 'ছওয়াব ও বদলা' কেউ বলেছেন এটি 'অতিরিক্ত' (৩) 'আরশে অবস্থান' অর্থ কেউ করেছেন 'মালিক হওয়া' কেউ করেছেন 'আরশ সৃষ্টির ইচ্ছা করা'। এইভাবে তারা ২৫ প্রকারের সম্ভাব্য অর্থ ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১হিঃ) এসবের প্রতিবাদে ৪২টি যুক্তি পেশ করেছেন। তিনি 'আল্লাহ্র হাত' ও 'আল্লাহ্র চেহারা'-এর সকল প্রকার গৌণ ও রূপক অর্থের প্রতিবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ২৬টি যুক্তি পেশ করেছেন। হাফেয যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮হিঃ) উপরোক্ত মর্মের আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় ৯৬টি হাদীছ, ২০টি আছার ও আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের ১৬৮টি বক্তব্য সংকলন করেছেন' *(দ্রঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' (ডক্টরেট থিসিস) পৃঃ ১১৫-১১৭ 'আক্বীদা' অধ্যায়)*।

একবার জনৈকা বাঁদীকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, বলত আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ রাসূল। এতেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন,

১. *ডঃ আলে খুমাইয়িস, মানহাজুল মাতুরীদিয়াহ, পৃঃ ৫।*

মহিলাটি ঈমানদার। তাকে আযাদ করে দাও'।[২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যমীনবাসীর উপরে রহম কর, আসমানবাসী তোমাদের উপরে রহম করবেন'।[৩] এখানে আসমানবাসী বলে আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। অথচ এদেশের কথিত ধর্মীয় নেতা ও পীর-আউলিয়াগণ আল্লাহকে নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান মনে করেন। তারা রাসূলকে নূরের তৈরী বলেছেন। ফলে আহমাদ ও আহাদ-এর মধ্যে তারা কোন পার্থক্য খুঁজে পান না কেবল মীমের একটি পর্দা ব্যতিত। নমরূদ ও ফেরাঊন পর্যন্ত আল্লাহকে খুঁজতে আসমানে উঠতে চেষ্টা করেছিল। অথচ এঁরা সর্বত্র আল্লাহ দেখেন। এঁরা সৃষ্টিকে স্রষ্টার অংশ মনে করেন। 'যত কল্লা তত আল্লাহ' বলেন। ফলে একটি নিকৃষ্ট কুত্তাকেও আল্লাহ্র অংশ বলতে এদের জিহ্বা আড়ষ্ট হয় না। তাই এরা ছালাত ও ছিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ্র ইবাদতকে অহেতুক আনুষ্ঠানিকতা মনে করেন। অথচ কথিত জীবিত বা মৃত পীর-বুযর্গদের সন্তুষ্টি লাভে জান-মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। তারা বলেন, পীর-আউলিয়াগণ মরেন না। তারা কবরে গিয়েও বেঁচে থাকেন এবং ভক্তের আহ্বান শোনেন ও তা পূরণ করেন। মুমিনদের আল্লাহ আরশে থাকেন। আর এদের আল্লাহ জলে-স্থলে সর্বত্র বিরাজমান। অথচ তাঁরা বুঝতে চান না যে, চন্দ্র-সূর্য আসমানে থাকলেও তাদের আলো পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। অনুরূপভাবে আল্লাহ আরশে অবস্থান করলেও তাঁর ইল্ম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজমান। 'তিনি সর্বদা আমাদের সাথে আছেন' অর্থ তাঁর সাহায্য ও করুণা সর্বদা আমাদের সাথে আছে। যেমন পিতা দূরে অবস্থান করলেও তাঁর সাহায্য ও স্নেহ সর্বদা সন্তানের সাথে থাকে।

এটুকু কথা সাধারণ ঈমানদারগণ বুঝলেও কথিত পীর-ফকীর ও অতি যুক্তিবাদী দার্শনিক পণ্ডিতদের মাথায় প্রবেশ করে না। আর সেকারণেই আজ ভূপৃষ্ঠের বটগাছ-তুলসীগাছ, ভূগর্ভের মৃত পীর-আউলিয়া ও পানির কচ্ছপ-কুমীরও মানুষের পূজা পাচ্ছে। আর এসব ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচার-প্রসারের অন্যতম প্রধান উৎস হ'ল প্রচলিত তাফসীর সমূহ। অধিকাংশ তাফসীরেই মুফাসসিরের নিজস্ব আক্বীদা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটেছে। সেখানে ছহীহ হাদীছ ও আছার থেকে কমই সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এইসব তাফসীর থেকে আলেম ও বক্তাদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ভ্রান্ত আক্বীদার প্রসার ঘটেছে। এদেশে প্রচলিত বিভিন্ন তাফসীরের কেতাবে কোন কোন স্থানে জাহমিয়া, মু'আত্ত্বিলাহ, মু'তাযিলা, শী'আ, আশা'এরা, মাতুরীদিয়া প্রভৃতি দলের ভ্রান্ত মতবাদ সমূহ প্রবেশ করেছে।

দুর্ভাগ্য আহলেসুন্নাত বিদ্বান হিসাবে খ্যাত অনেকের তাফসীরের মধ্যে যেকোন ভাবেই হৌক ঐসব বাতিল আক্বীদার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আমরা এগুলি থেকে পাঠকদের হুঁশিয়ার করতে চাই। যাতে বাংলাভাষী মুসলমানগণ ভুল আক্বীদা নিয়ে মৃত্যুবরণ না করেন ও আল্লাহ্র নিকটে পাকড়াও না হন। বিনিময়ে চাই কেবল আল্লাহ্র ক্ষমা ও করুণা।

আমরা এমন কোন সত্তার ইবাদত করিনা, যিনি আকারহীন অস্তিত্ব, কর্ণহীন শ্রোতা, চক্ষুহীন দর্শক, হস্তহীন দাতা। বাং নিঃসন্দেহে আমরা এমন এক আল্লাহ্র ইবাদত করি, যিনি নিজ সত্তা নিয়ে আরশে অবস্থান করেন এবং যিনি সকল গুণের আধার। যাঁর আকার ও গুণাবলী মাখলূকের আকার ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। যাঁর তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক ও পরিচালক। আমরা সর্বদা কেবল তাঁরই ইবাদত করি ও কেবলমাত্র তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি।

এক্ষণে প্রথমে আমরা মাদরাসা বোর্ডের পাঠ্যগ্রন্থ তাফসীর জালালায়েন-এর মধ্যকার আক্বীদাগত ভাবে ভ্রান্ত তাফসীরগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।*

১- তাফসীরে জালালায়েনঃ

[প্রণেতাঃ (১) জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মাহাল্লী (৭৯১-৮৬৪হিঃ) (২) জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবুবকর আস-সুয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১হিঃ)। শাফেঈ মাযহাবের এই দু'জন বিখ্যাত মিসরীয় পণ্ডিত পরস্পরে সম্পর্কে শ্বশুর ও জামাই। প্রথমজন সূরা কাহফ থেকে শেষ পর্যন্ত এবং সূরায়ে ফাতিহা সহ সূরা বাক্বারাহ্র কিছু অংশ তাফসীর শেষে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর শেষোক্তজন সেখান থেকে সূরা ইসরার (বনী ইসরাঈল) শেষ পর্যন্ত তাফসীর সমাপ্ত করেন। এ কারণে দুই প্রণেতার নামানুসারে তাফসীরটি 'তাফসীরুল জালালায়েন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।]

আল্লাহ্র গুণাবলী সংক্রান্ত কিছু আয়াতের তাবীলঃ

তাফসীরে জালালায়েন-এর মধ্যে আল্লাহ্র গুণাবলী সংক্রান্ত কিছু কিছু আয়াতের এমনভাবে তাবীল বা দূরতম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা প্রকাশ্য অর্থের বিরোধী এবং প্রথম যুগের নেককার বিদ্বান বা সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার বরখেলাফ। যার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

১. আল্লাহ্র দয়া (صفة الرحمة) গুণঃ

সূরায়ে ফাতিহা ২য় আয়াত (اَلرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ) অর্থঃ করুণাময় কৃপানিধান'। মাননীয় তাফসীরকার এর ব্যাখ্যা করেছেনঃ (اى ذى الرحمة وهى إرادة الخير لأهله)

২. *মুওয়াত্ত্বা, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩০৩ 'বিবাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৩।*
৩. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৬৯ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।*

* এ বিষয়ে বন্ধুবর ডঃ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িসের أنوار الهلالين فى التعقبات على الجلالين এবং আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরীর টীকা সম্বলিত تفسير الجلالين থেকে সাহায্য নিয়েছি। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।- লেখক]

'অনুগ্রহকারী। আর সেটি হ'ল, সৎ ব্যক্তির জন্য মঙ্গল ইচ্ছা পোষণ করা'। আমরা বলি, 'আর-রহমান' ও 'আর-রহীম' দু'টি নাম, যা আল্লাহ্র 'রহমত' বা 'অনুগ্রহ' গুণে আধিক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ তা'আলা মহান ও ব্যাপক রহমতের মালিক, যে রহমত সকল বস্তুর মধ্যে বিস্তৃত ও সকল প্রাণীর উপরে পরিব্যপ্ত। মাননীয় তাফসীরকার (রহঃ) আল্লাহ্র 'রহমত' গুণটি প্রকাশ করেননি বরং রহমতের অন্যতম আবশ্যিক ফলটি (অর্থাৎ মঙ্গল ইচ্ছা) নির্দিষ্ট করেছেন (اقتصر على لازم الرحمة ولم يثبت صفة الرحمة)। অথচ উম্মতের প্রথম যুগের নেককার বিদ্বানগণের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী এবং গুণসমূহের আহকাম-এর উপরে ঈমান রাখা, গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত সমূহের প্রকাশ্য অর্থ মযবুতভাবে ধারণ করা ও কোনরূপ তাবীল বা দূরতম ব্যাখ্যা না করা অপরিহার্য, যা তার প্রকৃত অর্থ থেকে বের করে নিয়ে যায়। কেননা এমন তাবীল যা আল্লাহ্র গুণাবলীর মূল অর্থ বিনষ্ট করে দেয়, যা (تعطيل) বা নির্গুণবাদিতার শামিল, বরং তা এক প্রকার ইল্হাদ বা নাস্তিক্যবাদ বটে। এমনিভাবে 'রহমত' গুণের ব্যাখ্যা সমগ্র কুরআনে অনেক স্থানে তিনি রূপক অর্থে করেছেন, যা আল্লাহ্র অনুগ্রহের ব্যাপকতাকে সীমিত করে এবং মূল অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। যেমন সূরা বাক্বারাহ ১৫৭, ২১৮; আলে ইমরান ৮, ১০৭, আন'আম ১৬, হূদ ১১৯ প্রভৃতি।

২. আল্লাহ্র উচ্চতা (العلو) গুণঃ

(১) রা'দ-৯ (الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ) অর্থঃ 'মহোত্তম ও সর্বোচ্চ'। মাননীয় তাফসীরকার বলেন, (المتعال على خلقه بالقهر) 'স্বীয় সৃষ্টির উপরে প্রতিপত্তির দ্বারা তিনি সর্বোচ্চ'। আমরা বলি, এটি আল্লাহ্র (العلو) বা উচ্চতা গুণের অন্যতম অর্থ। বরং তিনি শুধু স্বীয় সৃষ্টির উপরে নয় বরং সবকিছুর উপরে স্বীয় প্রতাপের দ্বারা সর্বোচ্চ। তিনি সকল মন্দ হ'তে ও ত্রুটি হ'তে সর্বোচ্চ এবং নিজ সত্তা সহ তাঁর সৃষ্টির উপরে সর্বোচ্চ। উপরোক্ত তিনটি বিষয়েই তিনি সর্বোচ্চ। অতএব তাঁর উচ্চতাকে কেবলমাত্র একটি বিষয়ে সীমায়িত করা অন্যায়। এমনিভাবে কুরআনের যেখানেই 'উচ্চতা' (العلو) গুণ এসেছে, সেখানেই এ ধরনের রূপক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন হজ্জ ৬২; সাবা ২৩।

(২) মূল্ক-১৬ (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُوْرُ) 'তোমরা কি নিশ্চিত হয়েছ যে, আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরসহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দিবেন না? অতঃপর তা থর থর করে কাঁপতে থাকবে'।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা মাননীয় তাফসীরকার করেছেন এভাবে, (من فى السماء: سلطانه وقدرته) 'যিনি আসমানে আছেন অর্থঃ তাঁর রাজত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে'।

এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহ্র (علو) বা 'উচ্চতা' গুণকে বাতিল করতে চেয়েছেন এবং প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরে গিয়েছেন। যে বিষয়টি নিয়ে রাসূলগণ আগমন করেছেন, যে বিষয়ে কিতাবসমূহ নাযিল হয়েছে, যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে গিয়েছেন, যে বিষয়ে সকল উম্মত বিশেষ করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ভ্রান্ত ফের্কা জাহ্মিয়া দলের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত একমত ছিল যে, আল্লাহ বান্দাদের উপরে আসমানে স্বীয় আরশের উপরে অবস্থান করেন। ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'আসমানে যিনি অবস্থান করেন অর্থঃ 'আল্লাহ'। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ পাক আরশে অবস্থান করেন এবং তাঁর ইল্ম সর্বত্র বিরাজমান'। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, (من أنكر أنّ الله فى السماء فقد كفر) 'আল্লাহ আসমানে আছেন, একথা যে অস্বীকার করে সে কাফের'।

৩. আল্লাহ্র সমুন্নত হওয়া (صفة الاستواء) গুণঃ

বাক্বারাহ ২৯ (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ) 'অতঃপর তিনি আসমানের দিকে সমুন্নত হ'লেন'। মাননীয় তাফসীরকার ব্যাখ্যা করেছেন (اى قصد) 'তিনি মনোযোগ দিলেন আসমানের দিকে'। অথচ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর কিতাবুত তাফসীরে তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ ও আবুল 'আলিয়াহ থেকে ব্যাখ্যা এসেছে (استوى: اى علا و ارتفع) 'ইস্তাওয়া' অর্থ উচ্চ হওয়া ও সমুন্নত হওয়া'। ইবনু জারীর ত্বাবারী (২২৪-৩১০হিঃ) একে পসন্দ করেছেন এবং অন্যদেরকে আরবী ভাষার মূল অর্থের বিরোধিতা করার জন্য প্রতিবাদ করেছেন'।

এর মাধ্যমে মাননীয় তাফসীরকার আল্লাহ্র (علو) বা 'উচ্চতা' গুণকে বাতিল করেছেন, যা সর্বেশ্বরবাদী হুলূলিয়াদের কুফরী আক্বীদার সঙ্গে মিলে যায়। এভাবে কুরআনের সর্বত্র 'ইস্তাওয়া'-র বিভিন্ন রূপক অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

[ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সরকারীভাবে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ 'আল-কুরআনুল কারীম' *(৭ম মুদ্রণ ১৯৮৩, পৃঃ ৯)* অনুবাদ করেছে 'তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনঃসংযোগ করেন'। যা একটি মারাত্মক ভ্রান্তি।]

৪. আল্লাহ্র সমাসীন হওয়া (الاستواء) গুণঃ

আ'রাফ ৫৪ (... ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) 'অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমাসীন হ'লেন'। মাননীয় তাফসীরকার এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন (استواء يليق به) 'এমন সমাসীন যার তিনি যোগ্য'।

আমরা বলি- এর দ্বারা যদি সম্মানিত তাফসীরকার আল্লাহ্র আরশে সমাসীন হওয়ার অবস্থাটি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে প্রকাশ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে থাকেন, তাহ'লে তাঁর ব্যাখ্যা ঠিক আছে। কেননা আল্লাহ্র আরশে সমাসীন হওয়ার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ব্যতীত কারুরই জানা নেই। কিন্তু যদি তিনি এর দ্বারা খোদ আরশে সমাসীন হওয়াকেই অজ্ঞাত মনে করে থাকেন, তাহ'লে তা অবশ্যই আল্লাহ্র (علو) বা উপরে অবস্থানের গুণকে এবং (استواء) বা আরশে সমাসীন হওয়াকে প্রমাণিত করা হ'তে পালিয়ে যাবার নামান্তর হবে। সালাফে ছালেহীন এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, 'ইস্তাওয়া' অর্থ সমুন্নত হওয়া, উচ্চ হওয়া, সমাসীন হওয়া, স্থিত হওয়া। কিন্তু মাননীয় তাফসীরকারের ব্যাখ্যা দ্ব্যর্থবোধক। অথচ সালাফে ছালেহীন 'ইস্তাওয়া'-র অর্থে কোন অস্পষ্টতা রাখেননি।

যেমন ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হিঃ) প্রমুখ বলেছেন (الاستواء معلوم والكيف مجهول والسوال عنه بدعة) 'ইস্তাওয়া'-র অর্থ পরিজ্ঞাত। তার প্রকৃতি অজ্ঞাত এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত'।

মাননীয় তাফসীরকার সর্বত্র 'ইস্তাওয়া'-র ব্যাখ্যা এভাবেই দ্ব্যর্থবোধক করেছেন। যেমন সূরা ইউনুস ৩; রা'দ ২; ত্বা-হা ৫; ফুরক্বান ৫৯; সাজদাহ ৪; হাদীদ ৪ প্রভৃতি।

[ই,ফা,বা, প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ কুরআন শরীফে (পৃঃ ২৩৪ টীকা ৪৬১) 'আরশ' শব্দের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুহু ও ইমাম রাযী প্রদত্ত ব্যাখ্যার আলোকে। যেখানে বলা হয়েছে, 'আরশ' অর্থ 'সৃষ্টির বিষয়াদি পরিচালনার কেন্দ্র' এবং 'আল্লাহ্র অসীমত্বের ধারণা দেওয়ার জন্য 'আরশ' এই রূপকটি ব্যবহৃত হয়'। এই ব্যাখ্যা কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বিরোধী।]

৫. আল্লাহ্র নিকটে উত্থিত হওয়া (العروج) গুণঃ

সাজদাহ-৫ (يَعْرُجُ إِلَيْهِ) 'তাঁর সমীপে সমুত্থিত হবে'। মাননীয় তাফসীরকার এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন (يرجع الأمر والتدبير) 'পরিচালিত বিষয় ও পরিচালনা সবই তাঁর নিকটে প্রত্যাবর্তিত হবে'।

অথচ এই আয়াতের তাফসীরে সালাফে ছালেহীনের সমুদয় ব্যাখ্যার সারবস্তু এই যে, عروج অর্থ صعود বা 'আরোহন করা'। ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র হুকুম নিয়ে যমীনে অবতরণ করেন। অতঃপর তাঁর হুকুমে পুনরায় আরোহন করে আসমানে ফিরে যান। এটি সৃষ্টির উপরে সৃষ্টিকর্তার (علو) বা 'উচ্চতা' গুণের প্রমাণ। ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, ... 'এ বিষয়ে যারা যত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মধ্যে আমার কাছে সঠিক-এর নিকটবর্তী হ'ল ঐ ব্যক্তির ব্যাখ্যা যিনি বলেছেন যে, আল্লাহ পাক আসমান হ'তে যমীন পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন। অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁর সমীপে সমুত্থিত হবে। সেদিনের সময়কাল হবে তোমাদের গণনা মতে অবতরণের জন্য ৫০০ শত বছর ও উর্ধ্বারোহনের জন্য ৫০০ শত বছর, সর্বমোট এক হাযার বছর'। এটাই পবিত্র কুরআনের সর্বাধিক স্পষ্ট ও প্রকাশ্য অর্থের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল ব্যাখ্যা।

৬. আল্লাহ্র দিকে উন্নীত হওয়া (الصعود) গুণঃ

ফাত্বির ১০ঃ (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) 'তাঁরই দিকে আরোহন করে পবিত্র বাক্যসমূহ এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে'। মাননীয় তাফসীরকার এখানে (يَصْعَدُ) অর্থাৎ 'আরোহণ করার' ব্যাখ্যা করেছেন (يَعْلَمُهُ) 'তিনি তা জানেন' বলে এবং (يَرْفَعُهُ) 'তাকে উন্নীত করে' এর তাফসীর করেছেন (يَقْبَلُهُ) 'তিনি তা কবুল করেন' বলে।

বস্তুতঃপক্ষে উপরোক্ত তাফসীর কুরআনের প্রকাশ্য অর্থকে অস্পষ্ট অর্থের দিকে ফিরিয়ে নিয়েছে এবং এতে আল্লাহ্র (علو) বা 'উচ্চতা' গুণকে অস্বীকার করা হয়েছে। বরং আয়াতের প্রকৃত অর্থ হ'লঃ বান্দার তাসবীহ, তাহলীল, তেলাওয়াত ও যাবতীয় সুন্দর কথা আল্লাহ্র দিকে উন্নীত হয় ও তাঁর নিকটে পেশ করা হয়। আল্লাহ পাক উচ্চতর ফেরেশতা মণ্ডলীর নিকটে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করে থাকেন। অমনিভাবে আত্মিক ও বাহ্যিক যাবতীয় নেক আমলকে পবিত্র বাক্যের ন্যায় আল্লাহ্র দিকে উন্নীত করা হয়।

মোট কথা 'নেক আমল পবিত্র বাক্যকে আল্লাহ্র দিকে উন্নীত করে। কেননা বান্দার যবান থেকে যে পবিত্র বাক্য সমূহ উচ্চারিত হয়, তার সত্যতা প্রমাণিত হয় তার নেক আমল দ্বারা। ফলে যখন তার কোন নেক আমল থাকে না, তখন তার পবিত্র বাক্যও আল্লাহ্র দিকে উন্নীত হয় না'।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র (علو) বা 'উচ্চতা' গুণকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে আহলে সুন্নাতের জন্য অত্র আয়াতটি হ'ল অন্যতম প্রধান দলীল।

৭. আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য ও গুপ্ত (الظاهر والباطن) গুণঃ

হাদীদ-৩ (والظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ) 'তিনি প্রকাশ্য, তিনি গুপ্ত'। মাননীয় তাফসীরকার ব্যাখ্যা করেছেন, (الظاهر بالأدلة عليه والباطن عن إدراك الحواس) 'তাঁর অস্তিত্বের উপরে প্রাপ্ত প্রমাণ সমূহের ভিত্তিতে তিনি সদা প্রকাশমান এবং অনুভূতির পাকড়াও হ'তে তিনি গুপ্ত'।

আমরা বলি এ দু'টি শব্দের সর্বোত্তম তাফসীর হ'তে পারে সেটাই যেটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেছেন ছহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীছে। তিনি এরশাদ করেন, 'তুমি প্রকাশ্য অতএব তোমার উপরে কিছু নেই। তুমি গুপ্ত অতএব তোমার নীচে আর কিছু নেই'। সুতরাং আল্লাহ্‌র 'যাহের' (প্রকাশ্য) নামটি তাঁর সৃষ্টির উপরে উচ্চতার প্রমাণ বহন করে। তাঁর 'বাত্বেন' (গুপ্ত) নামটি তাঁর জ্ঞানের সর্ব ব্যাপকতার প্রমাণ বহন করে। তাঁকে কোন কিছুই বাধা দিতে পারে না। তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় সকল শব্দের জন্য প্রশস্ত। তাঁর দর্শনেন্দ্রিয় সকল সৃষ্টির প্রতি ধাবমান।

৮. আল্লাহ্‌র আগমন (صفة الاتيان) গুণঃ

(১) বাক্বারাহ ২১০ঃ (هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا أَنْ يَّأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰئِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ) 'তারা কি এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের নিকটে আগমন করবেন। অতঃপর সবকিছু ফায়ছালা হয়ে যাবে?' মাননীয় তাফসীরকার এখানে يأتيهم الله 'আল্লাহ তাদের নিকটে আগমন করবেন' এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন (اى أَمْرُهُ) 'তাঁর নির্দেশ আগমন করবে'। এর ফলে তিনি আল্লাহ্‌র 'আগমন' গুণকে অস্বীকার করেছেন। অথচ আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের স্পষ্ট আক্বীদা হ'ল, আল্লাহ নিজ সত্তাসহ আগমন করেন যেভাবে তাঁর মহান সত্তার যোগ্য বিবেচিত হয়। কেমন ভাবে তিনি আগমন করবেন, তার প্রকৃতি জানার ক্ষমতা মানুষের নেই।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে থাকেন ফেরেশতাগণ এবং তারাই আল্লাহ্‌র আদেশ নিয়ে আগমন করে থাকেন। কিন্তু অত্র আয়াতে আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে একত্রে আগমনের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ ও ফেরেশতা দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা। একজন সৃষ্টিকর্তা, অপরজন সৃষ্ট।

এমনিভাবে কুরআনের যেসকল স্থানে 'আল্লাহ্‌র আগমন' সম্পর্কিত আয়াত এসেছে, সেখানে রূপক অর্থ করা হয়েছে। যেমন আন'আম ১৫৮; ফজর ২২ প্রভৃতি।

(২) আন'আম ১৫৮ঃ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰئِكَةُ اَوْيَأْتِيَ رَبُّكَ، 'তারা কি (ঈমান আনার ব্যাপারে) এজন্য অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে (মৃত্যুর) ফেরেশ্‌তা আগমন করবে অথবা (হাশরের ময়দানে স্বয়ং) আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন?'

মাননীয় তাফসীরকার (يَأْتِيَ رَبُّكَ) 'আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন' এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন (اى أمره بمعنى عذابه) 'তাঁর নির্দেশ অর্থাৎ তাঁর আযাব আগমন করবে'।

আমরা বলি যে, এই ব্যাখ্যার দ্বারা শব্দের প্রকাশ্য অর্থ পরিবর্তন করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র বা 'আগমন' গুণকে বাতিল গণ্য করা হয়েছে। ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'আল্লাহ পাক বলেন, ঐসব আল্লাহ বিরোধী মূর্তিপূজারীরা কি অপেক্ষা করছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের কাছে আগমন করুক ও তাদের রূহ সমূহ কবয করুক অথবা হে মুহাম্মাদ! হাশরের ময়দানে আপনার প্রভু স্বীয় মাখলূক্বাতের মাঝে এসে উপস্থিত হউন'।

৯. আল্লাহ্‌র আদেশ (صفة الأمر) গুণঃ

আ'রাফ ৫৪ঃ (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ) 'তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজিকে স্বীয় আদেশের অনুবর্তী করে...)। মাননীয় তাফসীরকার 'স্বীয় আদেশের' (بِأَمْرِهِ) অর্থ করেছেন 'স্বীয় কুদরতের' (بقدرته)। আমরা বলি, এখানেও প্রকাশ্য অর্থ হ'তে সরে গিয়ে 'আল্লাহ্‌র আদেশ গুণকে বাতিল গণ্য করা হয়েছে। ইবনু জারীর (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীর করেছেন এভাবে, 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ যিনি আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি সবকিছুকে স্বীয় নির্দেশের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং সেই নির্দেশকে অকাট্য করেছেন। অতএব আল্লাহ্‌র জন্যই সকল সৃষ্টি ও আদেশ যার বিরোধিতা করা চলেনা এবং যা রদ হয় না। আল্লাহ্‌র আদেশ অন্য সকল বস্তু এবং অন্য সকল দেব-দেবী ও মূর্তি সমূহের বিরোধী যা কোনরূপ ক্ষতি, উপকার বা আদেশ দিতে পারে না'। এক্ষণে প্রকৃত অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহ্‌র আদেশ অর্থঃ তাঁর কথা ও নির্দেশ, যা কুদরত নয়।

[চলবে]

গীবত ও গীবতকারীর পরিণতি

*আখতারুল আমান**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যে সকল ক্ষেত্রে গীবত করা বৈধঃ

গীবত করা সাধারণভাবে হারাম হ'লেও এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যাতে গীবত করা কোন সময় বৈধ, আবার কোন সময় ওয়াজিবও হয়ে যায়। গীবত করা যেসব স্থানে বৈধ সে স্থানগুলি নিম্নে ইষৎ ব্যাখ্যাসহ পরিবেশিত হ'লঃ

কোন এক আরবী কবি বলেন,

اَلْقَدْحُ لَيْسَ بِغِيْبَةٍ فِىْ سِتَّةٍ × مُتَظَلِّمٍ، مُعَرِّفٍ مُحَذِّرٍ

وَمُجَاهِرٍ فِسْقًا وَمُسْتَفْتٍ × وَمَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِىْ إِزَالَةِ مُنْكَرٍ-

'ছয় জনের ক্ষেত্রে সমালোচনা করা গীবত নয়- যে মযলূম, যে পরিচয়দানকারী, যে সতর্ককারী, যে প্রকাশ্য ফাসেকীতে লিপ্ত, যে ফৎওয়া তলব করে, যে সাহায্য চায় গর্হিত কাজ দূরীভূত করার জন্য'।[২২]

১- মযলূম ব্যক্তির জন্য গীবত করা বৈধঃ এটা কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَايُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا-

'কারো ব্যাপারে কোন মন্দ কথা প্রকাশ করা আল্লাহ পসন্দ করেন না, তবে যে নির্যাতিত তার কথা ভিন্ন। আর আল্লাহ হ'লেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' *(নিসা ১৪৮)*।

২- পরিচয় দানকারীঃ অনেক সময় পরিচয় দিতে গিয়ে ব্যক্তির দোষ-গুণ বলতে হয়। যেমন বলা হয় অমুক অন্ধ হাফেয, অমুক খোঁড়া মানুষ। প্রয়োজনের তাকীদে পরিচয়ের নিমিত্তে এ ধরনের দোষ-গুণ বলা জায়েয আছে। তবে শুধু পরিচয়ের জন্যই বলা যাবে। এর সাথে তাকে খাট করা উদ্দেশ্য জড়িত হ'লে, তা হারাম বলে পরিগণিত হবে।

হাদীছে এসেছে, ছাহাবী ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি একজন অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছালাতের আযান দিতেন না যতক্ষণ না তাকে বলা হ'ত, আপনি সকাল (ফজর) করে ফেলেছেন। আপনি সকাল (ফজর) করে ফেলেছেন।[২৩]

মুসলিম শরীফে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ)-এর দু'জন মুওয়ায্যিন ছিল; বেলাল এবং অন্ধ ছাহাবী ইবনু উম্মে মাকতূম।[২৪] অত্র হাদীছে ইবনু উম্মে মাকতূমকে নিছক পরিচিতির জন্য অন্ধ বলা হয়েছে।

৩- নছীহত করাঃ মানুষের কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে বখাটে ও মন্দ লোকদের অনিষ্ট থেকে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ককরণ কল্পে তাদের দোষ-গুণ বলা বৈধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ-

'দ্বীন ইসলাম উপদেশের উপর ভিত্তিশীল। (রাবী তামীম দারী বলেন) আমরা বললাম, কাদের জন্য (এই উপদেশ)? তদুত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের ইমামদের জন্য এবং তাদের সাধারণ লোকদের জন্য'।[২৫] মুহাদ্দেছীনে কেরামের বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে সমালোচনা এই প্রকার বৈধ গীবতেরই অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকার গীবত করা ওয়াজিবও বটে। এজন্য কোন কোন মুহাদ্দিছ বলতেন, আসুন আমরা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিছুক্ষণ গীবত করি *(হাদীছ শাস্ত্রের গ্রন্থাদি দ্রঃ)*। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, এই ধরনের সমালোচনা করা ওয়াজিব *(দ্রঃ রফউর রীবাহ ফীমা ইয়াজূযু ওয়ামা লা ইয়াজূযু মিনাল গীবাহ)*।

নবী করীম (ছাঃ) নিজেই এই প্রকার সমালোচনা করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ের কয়েকটি হাদীছ পরিবেশিত হ'ল,

নবী করীম (ছাঃ) কতিপয় লোক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفُ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا-

'আমার মনে হয় না যে, অমুক অমুক আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানে'।[২৬]

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট একজন ব্যক্তি আসার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, তাকে অনুমতি দাও। এ লোকটি তার গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ভাই বা সন্তান। সে প্রবেশ করলে নবী করীম (ছাঃ) তার সাথে খুব নরম ভাষা ব্যবহার করলেন। তিনি বললেন, আয়েশা! নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেই, যাকে মানুষ পরিত্যাগ করেছে তার ফাহেশী কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য'।[২৭]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, বিদ'আতী নেতৃবৃন্দের মতই কুরআন হাদীছ বিরোধী কথা ও ইবাদতকারীগণের অবস্থা বর্ণনা করা ও তাদের থেকে উম্মতকে সতর্ক করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। এমনকি ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একজন ব্যক্তি ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে, ই'তেকাফ

২২. *শরহুল আক্বীদা আত-ত্বাহাবিয়া, আলবানীর ভূমিকা দ্রঃ; আমসিক আলাইকা লিসানাকা, পৃঃ ৫১।*
২৩. *বুখারী হা/৬১৭।*
২৪. *ছহীহ মুসলিম, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/ ৩৮।*
২৫. *মুসলিম, হা/১২।*
২৬. *বুখারী, 'আদব' অধ্যায়, হা/৬০৬৭।*
২৭. *ছহীহ বুখারী, 'আদব' অধ্যায়, হা/৬০৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৯১।*

করে। তার থেকে এ কাজটি আপনার নিকট বেশী প্রিয়, নাকি এটা বেশী প্রিয় যে, সে বিদ'আতীদের সম্পর্কে কথা বলবে (ও মানুষকে সতর্ক করবে)? উত্তরে তিনি বলেন, যদি সে ছালাত, ই'তেকাফ প্রভৃতি করে, তবে সেটা তার জন্যই করে থাকে। কিন্তু যদি সে বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে কথা বলে, তবে তা সমস্ত মুসলিমদের স্বার্থে হবে। সুতরাং এটাই তদপেক্ষা উত্তম...।[২৮]

৪. প্রকাশ্য ফাসেকীতে লিপ্ত ব্যক্তির সমালোচনা করা বৈধঃ এটা হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন প্রকাশ্য মদখোর, ডাকাত, গুণ্ডা এদের সমালোচনা করাতে কোন দোষ নেই। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলতেন, ফাসেকের ক্ষেত্রে কোন গীবত নেই অর্থাৎ তাদের গীবত করা দোষের কিছু নয়।

হাসান বছরী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, বিদ'আতীর যেমন কোন গীবত নেই, অনুরূপভাবে প্রকাশ্য ফাসেকীতে লিপ্ত ব্যক্তিরও কোন গীবত নেই।[২৯]

৫. ফৎওয়া তলবকারী ও সুপরামর্শ দানকারীঃ ফৎওয়া তলব করতে গিয়ে কারো দোষ, গুণ আলোচনা করার প্রয়োজন দেখা দিলে, তার জন্য তা বলা বৈধ। তবে নিয়ত বিশুদ্ধ থাকতে হবে। বুখারী ও মুসলিমে আছে, হিন্দা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে এসে অভিযোগ করে বলেন, 'নিশ্চয়ই আবু সুফইয়ান (স্বীয় স্বামী) একজন কৃপণ ব্যক্তি, সে আমার ও আমার সন্তানের জন্য যা যথেষ্ট তা দেয় না। এমতাবস্থায় আমি যদি তার অজান্তে কোন কিছু নিয়ে ফেলি, তাতে কি আমার কোন গুনাহ হবে? নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার ও তোমার ছেলে-মেয়ের জন্য যা যথেষ্ট হয় তা নিয়ে নিবে পরিমিতভাবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ কারো কাছে কারো সম্পর্কে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে কি-না এ সম্পর্কে সুপরামর্শ চায়, তবে তাকে অবশ্যই তার দোষ-গুণ বলে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ 'যার নিকট পরামর্শ তলব করা হয়, সে একজন আমানতদার'।[৩০]

নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে ফাতেমা বিনতু ক্বায়েস (রাঃ) বললেন, তাকে মু'আবিয়া ও আবু জাহাম বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'মু'আবিয়া হ'ল ফক্বীর। তার কোন সম্পদ নেই। আর আবু জাহাম এর বৈশিষ্ট্য হ'ল, সে কাঁধ থেকে লাঠি (মাটিতে) রাখে না অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে অধিক মার-ধর করে। বরং তুমি উসামাকে বিবাহ কর'।[৩১]

৬. যে ব্যক্তি গর্হিত কাজ অপসারণের জন্য ক্ষমতাসীন মহল থেকে সাহায্য তলব করে-তার জন্য প্রয়োজনে গীবত করা বৈধ। যেমন কেউ কোন মহল্লার কোন মাস্তানের উৎপাতে অতিষ্ট্য। এমতাবস্থায় ঐ এলাকায় মাস্তানদের তৎপরতা বন্ধের জন্য থানায় তাদের পরিচয় ব্যক্ত করা বৈধ। মোটকথা স্বাভাবিকভাবে গীবত করা হারাম হ'লেও উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে গীবত করা জায়েয আছে।

তবে একথা সকলের জেনে রাখা উচিত যে, উল্লিখিত বৈধ গীবতের জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। তাহ'ল নিয়ত ঠিক থাকা আর প্রয়োজন দেখা দেওয়া।[৩২] অর্থাৎ নিয়তের মধ্যে যদি কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য হয়, তবে তা গীবতই হবে। বিনা প্রয়োজনে সমালোচনার আশ্রয় নিলে তাও গীবতের মধ্যে গণ্য হবে। সুতরাং আমাদের সকলের অপরিহার্য কর্তব্য জিহ্বাকে সংযত রাখা।

গীবতকারীর তওবাঃ

গীবতকারীর তওবার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছেঃ

১) কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া।

২) ঐ কর্ম পুনরায় সম্পাদন না করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা।

৩) ঐ গুনাহ হ'তে বিরত থাকা।

৪) যার গীবত করা হয়েছে তার নিকটে ক্ষমা চাওয়া। যেমন, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) এবং তাদের খাদেমের ঘটনা যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ক্ষমা তলব করতে গিয়ে যদি ফিৎনা হয়, তবে সরাসরি ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই; বরং তার জন্য ক্ষমার দো'আ করবে এবং তার কুৎসা রটানোর পরিবর্তে তার প্রশংসা করবে। তাহ'লে ইনশাআল্লাহ তার তওবা আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবে।[৩৩]

গীবত সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের কিছু উক্তিঃ

১. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র যিকির করবে কারণ তা আরোগ্য স্বরূপ। মানুষের দোষ-গুণ উল্লেখ করা হ'তে বিরত থাকবে। কারণ সেটা ব্যাধি স্বরূপ'।

২. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যখন তুমি তোমার সাথীর দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করার ইচ্ছা কর, তখন তুমি তোমার দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করবে'।

৩. আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি একদা একটি মৃত খচ্চরের পার্শ্ব অতিক্রমকালে তার কিছু সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কোন ব্যক্তির জন্য অপর মুসলিম ভায়ের গোশত ভক্ষণ অপেক্ষা এই গাধাটির গোশত খেয়ে উদর ভর্তি করাই উত্তম'।

---

২৮. মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮/২২১।
২৯. ইমাম লালকাঈ, শারহু উছূলে ই'তেক্বাদে আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ১/১৪০ পৃঃ; দ্রঃ মাওক্বেফু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ মিন আহলিল আহওয়া ওয়াল বিদ'আহ ২/৪৯৬ পৃঃ।
৩০. সুনান চতুষ্টয়, আহমাদ, হাকেম, তাহাবী, দারেমী, ইবনু হিব্বান, ছহীহুল জামে' হা/৬৭০০।
৩১. মুসলিম, 'তালাক' অধ্যায়, হা/১৪৮০।
৩২. আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, পৃঃ ২৯০।
৩৩. আমসিক আলায়কা লিসানাকা, পৃঃ ৫৭।

৫. হাসান বছরী (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তাকে জনৈক ব্যক্তি বলল, আপনি আমার গীবত করছেন। তদুত্তরে তিনি বললেন, 'তোমার মর্যাদা আমার নিকটে এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, আমি তোমাকে আমার নেকী সমূহের হাকিম বানাব। (অর্থাৎ তোমাকে স্বাধীনতা দিব আমার নেকী নিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে, আমার নিকটে তুমি এমন মর্যাদায় উপনীত হওনি)'।

৬. কথিত আছে, কোন এক বিদ্বানকে বলা হ'ল, অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে। তখন তার নিকটে তিনি তাজা খেজুর ভর্তি একটি প্লেট পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার নিকটে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি আমাকে আপনার নেকীগুলি হাদিয়া দিয়েছেন। সুতরাং আমিও তার কিছু বদলা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমাকে ক্ষমা করুন। কারণ আমি আপনার ঐ নেকীগুলির বদলা পূর্ণাঙ্গরূপে দিতে অক্ষম।

৭. ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলতেন, যদি আমি কারো গীবত করতাম তবে অবশ্যই আমি আমার পিতা-মাতারই গীবত করতাম। কারণ তারাই আমার নেকী পাওয়ার বেশী হকদার'।[৩৪]

পরনিন্দাসহ যেকোন গর্হিত কথা হ'তে যবানকে আয়ত্বে রাখার ফযীলতঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান ও যবানকে আয়ত্বে রাখার যামিন হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

عن عبد الله بن عمرو قال قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ، صُدُوْقِ اللِّسَانِ، قَالُوْا صُدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ؟ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الَّذِيْ لاَ إِثْمَ فِيْهِ وَلاَغِلَّ وَلاَحَسَدَ –

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, 'যে মাখমূমুল ক্বালব এবং সত্যভাষী জিহ্বা। তারা বললেন, আমরাতো জানি সত্যভাষী কাকে বলে? এবার বলুন, 'মাখমূমুল ক্বালব' কাকে বলে? তিনি বললেন, সে হ'ল পূত-পবিত্র পরহেযগার ব্যক্তি, যার মধ্যে কোন পাপ নেই, খেয়ানত নেই, হিংসা-বিদ্বেষ নেই'।[৩৫]

অত্র হাদীছ থেকে আমরা জানতে পারলাম, গীবত বা পরনিন্দা না করার কি ফযীলত। সুতরাং আসুন অহেতুক কারো গীবত না করি এবং সালাফে ছালেহীনের ন্যায় আমরাও স্বীয় অন্তরকে পরিষ্কার রাখি। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দিন।- আমীন! [সমাপ্ত]

৩৪. *আমসিক আলায়কা লিসানাকা, পৃঃ ৫৮-৫৯।*
৩৫. *ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬; হাদীছ ছহীহ, ২/৪১১ পৃঃ।*

আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়ের স্বরূপ

মূলঃ ডঃ নাছের বিন সুলাইমান আল-ওমর

*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

ভূমিকাঃ

আধুনিক যুগে ইসলামী দা'ওয়াত বা প্রচারকার্যের বাস্তব অবস্থা এবং তা করতে গিয়ে যে ঝুঁকি ও বিপদ-আপদের মুখোমুখি হ'তে হয় তা আমি ভেবে দেখেছি। আমি লক্ষ্য করেছি, মুসলিম জাতি এখন যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছে। তাদের মাঝে রেনেসাঁর অভ্যুদয় ঘটেছে, ইসলাম প্রচারকগণ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়াচ্ছেন। দেশে দেশে ইসলামী দলসমূহ বিস্তার লাভ করছে। এমনকি তারা ইউরোপ আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অনেক মুসলিম দেশে জিহাদী আন্দোলন চলছে। যেমন- আফগানিস্তান, ফিলিস্তীন, ইরিত্রিয়া, ফিলিপাইন ইত্যাদি। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, এখানে মুসলমানদের মাঝে অনেক বিষয়ে সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনে শূন্যতা রয়েছে। যদিও কুরআন তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এমনকি বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করেছে। আমার মনে হয়েছে, প্রচার কাজ ও প্রচারকদের মধ্যে বিদ্যমান এই ত্রুটি-বিচ্যুতির বেশির ভাগ কারণ উক্ত বিষয়গুলির তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থতা।

'বিজয় লাভের তাৎপর্য' এমনি একটি বিষয়। এ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা এক বড় গ্যাঁড়াকলে ফেলে দিয়েছে। যেমন প্রচারকগণের প্রচার কাজে তড়িৎফল প্রত্যাশা, প্রচার কাজে অবনতি, প্রচার কাজে হতাশা ও নৈরাশ্য ঘিরে ধরা এবং সর্বশেষে প্রচারকার্য থেকে সরে দাঁড়ান। এ জাতীয় মানসিকতার একটা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া যেমন প্রচার কার্যক্রমের উপর পড়ছে, তেমনি পড়ছে মুসলিম জাতির উপর।

তাই আমি এই অজ্ঞাত তাৎপর্য ও উহার শিক্ষা কুরআনুল কারীমের আলোকে তুলে ধরতে সঙ্কল্পবদ্ধ। সহায়তা, সঠিকতা ও সাহায্যের মিনতি আল্লাহ্‌র দরবারে করছি।

বিষয়ের গুরুত্বঃ

বিজয় লাভ কথাটির তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষের মাঝে একটি ভুল ধারণা রয়েছে। তারা প্রচারকের বিজয় এবং দা'ওয়াত ও দ্বীনের বিজয়কে গুলিয়ে ফেলে। আর তা থেকে সৃষ্টি হয় ভুল ধারণা। এ জাতীয় ভুল বুঝাবুঝি ও গুলিয়ে ফেলা থেকে এমন কতকগুলি নেতিবাচক বিষয় জন্ম লাভ করেছে, যার কুপ্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দ্বীন ও উম্মাহ উভয়ের উপর পড়ছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হ'লঃ

* *সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

কর্মপদ্ধতি নিয়ে সন্দেহঃ

দ্বীনের একজন নিবেদিতপ্রাণ প্রচারক সম্পর্কে অনেক সময় বহু লোকের ধারণা জন্মে যে, সে তার প্রচার কাজে বিজয় ও সাফল্য লাভ করতে পারেনি। কেননা যে লক্ষ্যের দিকে সে আহ্বান জানাচ্ছে এবং যা বাস্তবায়ন করতে সে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এত করেও সে তা অর্জনে সক্ষম হয়নি। ফলে প্রচারকের কর্মপদ্ধতি নিয়ে তারা সন্দেহের চোরাবালিতে আটকে যায় এবং অনেককেই তাঁর পেছন থেকে সটকে পড়তে দেখা যায়।

দ্রুত প্রচার ফল ও লক্ষ্য অর্জনের প্রত্যাশাঃ

দ্রুত প্রচার ফল ও লক্ষ্য অর্জনের প্রত্যাশা আরেকটি নেতিবাচক দিক। অনেক প্রচারককেই এরূপ অবস্থার শিকার হ'তে দেখা যায়। একজন প্রচারক যখন প্রচার কাজ শুরু করেন তখন তিনি একটি উত্তম কর্মপদ্ধতি এঁকে নেন। অতঃপর তদানুসারে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু যখন সময় পেরিয়ে যায় অথচ লক্ষ্যের কিছুই অর্জিত হয় না, কিংবা সামান্য যা অর্জিত হয় তা তার শ্রম অনুপাতে মোটেও মনঃপূত হয় না, তখন তিনি তার সঠিক কর্মপদ্ধতিকে ভুল কর্মপদ্ধতি দ্বারা বদলে ফেলেন যার মাধ্যমে তিনি দ্রুত ফল প্রত্যাশা করেন। তার উপর অর্পিত দায়িত্বের তাৎপর্য অনুধাবনে ভ্রান্তি এবং তিনি আল্লাহ্র অর্পিত দায়িত্ব পালন না করার ফলেই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। এমন একটি ভুল ধারণা সৃষ্টির প্রেক্ষিতে এমনটা দেখা দেয়। দায়িত্ব পালন ও সাফল্য লাভের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান আছে তা এই শ্রেণীর প্রচারকগণের খেয়াল থাকে না কিংবা তারা তা মোটেও জানেন না।

কর্মপদ্ধতি হ'তে বিচ্যুতিঃ

এই উম্মতের প্রথম যামানার লোকদের সংস্কার যে রূপরেখার আলোকে সাধিত হয়েছে তার অনুসরণ ব্যতীত শেষ যামানার লোকদের সংস্কার কখনই সাধিত হবে না। সুতরাং একজন প্রচারক অবশ্যই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবেন। আর তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি। ছহীহ হাদীছে এ কথাই বলা হয়েছে-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِىْ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ-

'তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নাত ও আমার পরবর্তী সৎপথ প্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাতকে মেনে চলা। তোমরা উহা আকড়ে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে পড়ে থাকবে' *(আহমাদ ৪/১২৬, ১২৭ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪৩; তিরমিযী হা/২৬৭, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছটি হাসান ছহীহ)*।

আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতেও আমরা এ কথা বুঝতে পারি-

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَاتَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ-

'এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, নতুবা উহা তোমাদেরকে তাঁর পথ হ'তে বিচ্ছিন্ন করে দেবে' *(আন'আম ১৫৩)*।

এরূপ আরও অনেক আয়াত ও হাদীছ রয়েছে যা কুরআন ও হাদীছে উল্লিখিত কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের অপরিহার্যতাকে ফরয হিসাবে তুলে ধরে।

কোন কোন জামা'আত ও প্রচারকের একান্ত কামনা-দ্বীনের বিজয় হোক। তাদের ধারণায়, দ্বীনের বিজয় ও কুফরের পরাজয় তাদের দা'ওয়াতী কাজের সফলতার মাপকাঠি। তারা একদিকে যালেমদের অত্যাচার ও দর কষাকষির সামনে দাঁড়িয়ে এবং অন্যদিকে অনুসারীদের তড়িৎ ফল প্রত্যাশা ও অসহিষ্ণুতার কারণে এমন কিছু পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করে যাতে তাদের ধারণা মতে দ্বীন বিজয়ী হবে এবং তার সুরক্ষার ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু এভাবে কাজ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের কিছু মৌলিক নীতিমালা থেকে সরে আসতে হয় এবং প্রচারককে সঠিক ও বেঠিক নীতিমালার মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করতে দেখা যায়। এভাবে তারা নিজের অজান্তেই প্রচারের সঠিক কর্মপদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং ইসলামের শত্রুদের দর কষাকষি ও খেল-তামাশার সামনে মাথা নত করে বসে।

হতাশা, নৈরাশ্য, তারপর নিষ্কর্মাঃ

দ্বীন প্রচারের রাস্তা দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য। এটা নানা চড়াই-উতরাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। তাই কম প্রচারককেই দেখা যায়, তারা স্বীয় প্রচার কাজে অবিচল ও দা'ওয়াতী কর্মপদ্ধতিকে আঁকড়ে থেকে এই রাস্তা অতিক্রম করতে পেরেছেন।

দেখা যায়, একজন প্রচারক প্রচার কাজে লিপ্ত হয়ে কয়েক বছর পার হওয়ার পরও সে যখন তার প্রচার কাজের সামান্য একটু অগ্রগতিও দেখতে না পায় এবং একের পর এক কৌশল অবলম্বন করেও কোন ফল অর্জিত না হয়, তখন সে সন্দেহের চোরাবালিতে নিপতিত হয়। এমতাবস্থায় কখনও সে নিজকে দোষারোপ করে, কখনও

তার জাতিকে, আবার কখনও নিজের অনুসারী ও সহযোগীদের। পরিশেষে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এসব লোকের জন্য দা'ওয়াত কোন কাজে আসবে না, তারা কোন প্রচারকের দা'ওয়াতে সাড়াও দেবে না। সে নিজের মনকে এই বলে প্রবোধ দিতে থাকে যে, 'তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, তোমাকে শুধু নিজের ভাবনাই ভাবতে হবে, সুতরাং অন্যদের সালাম জানাও। সে আল্লাহ্র বাণী,

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ

'তাদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব আপনার উপর নয়' *(বাক্বারাহ ২৭২)*-এর অর্থ অনুধাবনে ভুলের শিকার হয় এবং আল্লাহ্র বাণী لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ- 'তোমরা সৎ পথে পরিচালিত হ'লে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না' *(মায়েদাহ ১০৫)*-কে যথাস্থানে প্রয়োগ না করে অপপ্রয়োগ করে।

এভাবে ঐ প্রচারক তার জাতি সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহ যে তাদের হেদায়াত করবেন, এমন আশা আর তার মনে জাগে না। ফলশ্রুতিতে সে প্রচারকার্য থেকে হাত ধুয়ে বসে থাকে এবং স্বজাতি ও তাদের কর্মকাণ্ডকে এড়িয়ে চলতে থাকে।

সাহায্য ও বিজয়ের তাৎপর্য উপলব্ধিতে ব্যর্থতাই তার এই পরিণামের মূল কারণ। সে বুঝতে পারে না যে, তার জাতি তার আহ্বানে সাড়া না দেওয়া সত্ত্বেও সে তাদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে ধৈর্য ধারণ করলে তা তার চাহিদা মত তাদের ঈমান আনয়ন ও তার অনুগামী হওয়া থেকে তার জন্য অনেক বেশি দামী পারিতোষিক, সঞ্চয় ও সাহায্য বলে বিবেচিত হ'তে পারে।

উল্লেখিত বিষয়গুলি ছাড়াও আরো অনেক বিষয় আছে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'প্রচার কাজে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়' সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকে জন্মলাভ করেছে। অনেক প্রচারকই দ্বীনের বিজয় ও প্রচারকের বিজয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

বর্ণিত আলোচনা হ'তে উপযুক্ত বিষয়ের গুরুত্ব, প্রচারক ও জ্ঞান পিপাসুদের জন্য উহাকে ফুটিয়ে তোলা ও বিশদ বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে কুরআন মজীদে এমন বহু আয়াত রয়েছে, যা বিজয় ও সাহায্যের অর্থ, প্রচারকের করণীয় এবং সেই করণীয় কাজ আর তার ফলাফল ও প্রভাবের মধ্যকার পার্থক্যকে তুলে ধরেছে।

[চলবে]

ইলমে নাহুঃ উৎপত্তি ও বিকাশ

· *নূরুল ইসলাম**

উপক্রমণিকাঃ

আরবী ভাষা শুদ্ধরূপে লিখা, পড়া ও বলার জন্য আরবী ব্যাকরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকার 'ইলমে নাহু' (عِلْمُ النَّحْوِ) বা বাক্য প্রকরণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অন্যথায় একদিকে যেমন স্বরচিহ্নের (إعراب) ভুল-ভ্রান্তির ফলে বাক্যের অর্থ বিকৃত হয়ে যায়, অন্যদিকে অভীষ্ট লক্ষ্য সাধন ব্যাহত হয়। 'ইলমে নাহু'র আবশ্যকতা বর্ণনা করে বৈয়াকরণ আল-কিসাঈ যথার্থই বলেছেন,

إِنَّمَا النَّحْوُ قِيَاسٌ يُتَّبَعُ × وَبِهِ فِيْ كُلِّ عِلْمٍ يُنْتَفَعْ
وَإِذَا مَا أَتْقَنَ النَّحْوَ الْفَتَى × مَرَّ فِي الْمَنْطِقِ مَرًّا فَاتَّسَعْ
فَاتَّقَاهُ كُلُّ مَنْ جَالَسَهُ × مِنْ جَلِيْسٍ نَاطِقٍ أَوْمُسْتَمِعْ
وَإِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَالْفَتَى × هَابَ أَنْ يَنْطِقَ جُبْنًا فَانْقَطَعْ
فَتَرَاهُ يَنْصِبُ الرَّفْعَ وَمَا × كَانَ مِنْ نَصْبٍ وَمِنْ خَفْضٍ رَفَعْ
أَهُمَا فِيْهِ سَوَاءٌ عِنْدَكُمْ × لَيْسَتِ السُّنَّةُ كَالْبِدَعْ-

অর্থঃ 'নাহু হচ্ছে অনুসৃত নীতিমালা। এর দ্বারা প্রত্যেক জ্ঞানের শাখায় উপকৃত হওয়া যায়। যখন কোন যুবক নাহু ভালভাবে আয়ত্ত করবে, তখন সে অনায়াসে বাকরীতি প্রয়োগ করতে পারবে। ফলে তার সাথে উপবিষ্ট কথোপকথনকারী অথবা শ্রবণকারী সবাই তাকে ভয় করবে। আর যদি যুবক নাহু না জানে, তাহ'লে দুর্বলতা হেতু কথা বলতে ভয় করবে। তখন তুমি তাকে দেখবে, সে পেশকে যবর এবং যেখানে যবর ও যের কিছুই হবে না সেখানে পেশ দিয়ে পড়ছে। তোমাদের নিকট কি (উল্লেখিত) দু'জন এ বিষয়ে সমান? (কখনো না)। কেননা সুন্নাত বিদ'আতের মত নয়'।[১]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

مَنْ تَبَحَّرَفِي النَّحْوِ اهْتَدَى إِلَى جَمِيْعِ الْعُلُوْمِ

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *জামালুদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন ইউসুফ আল-কিফতী, ইনবাহুর রুওয়াত আলা আমবাহিন নুহাত, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ আবুল ফযল ইবরাহীম (কায়রোঃ মাতবা'আহ দারুল কুতুব আল-মিছরিইয়াহ, ১৩৭১হিঃ/ ১৯৫২ খৃঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৭; তাশ কুবরা যাদাহ, মিফতাহুস সা'আদাহ ওয়া মিছবাহুস সিয়াদাহ ফী মাওযূ'আতিল উলূম (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৯।*

অর্থাৎ 'যে নাহু শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করবে, সে সকল জ্ঞানের পথে পরিচালিত হবে'।[২]

নাহু শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থঃ

আভিধানিকভাবে اَلنَّحْوُ শব্দটি ইচ্ছা করা, সাদৃশ্য, পরিমাপ, প্রান্তভাগ, প্রকার, দিক, রাস্তা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৩] ইমাম দাউদী নাহু শব্দের শাব্দিক অর্থ কাব্যিক ছন্দে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

لِلنَّحْوِ سَبْعُ مَعَانٍ قَدْأَتَتْ لُغَةً × جَمَعْتُهَا ضِمْنَ بَيْتٍ مُفْرَدٍ كَمُلا

قَصْدٌ، وَمِثْلٌ، وَمِقْدَارٌ، وَنَاحِيَةٌ × نَوْعٌ، وَبَعْضٌ، وَحَرْفٌ، فَاحْفَظِ الْمَثَلا-[৪]

পরিভাষায় নাহু ঐ শাস্ত্রকে বলা হয় যার দ্বারা معرب (স্বরচিহ্ন পরিবর্তনশীল) ও مبنى (স্বরচিহ্ন অপরিবর্তনশীল) হওয়ার দিক দিয়ে তিনটি পদ (ইসম, ফে'ল ও হরফ)-এর শেষের অবস্থা জানা যায় এবং বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলিকে পরস্পরের সাথে সংযোজন করার পদ্ধতি অবহিত হওয়া যায়।[৫]

নামকরণঃ

আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী আরবী ব্যাকরণের কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করে আলী (রাঃ)-এর কাছে পেশ করলে তিনি বলেন, مَا أَحْسَنَ هٰذَا النَّحْوَ الَّذِيْ نَحَوْتَ অর্থাৎ 'কতই না সুন্দর এই নিয়ম-নীতি যা তুমি রচনা করেছ'। এজন্য এ শাস্ত্রের নামকরণ করা হয়েছে 'নাহু'।[৬]

প্রফেসর ইবরাহীম মোস্তফার মতে, যখন নাহবীগণ লক্ষ্য করলেন যে, বক্তা তার মুখনিঃসৃত কতিপয় নিয়ম-নীতির আলোকে বাক্য প্রয়োগ করছে এবং এর ব্যতিক্রম করছে না, তখন তারা এসব নিয়ম-নীতি উদঘাটন এবং সংকলন করা আরম্ভ করলেন। আর এসব নিয়ম-নীতির নামকরণ করলেন 'ইলালুন নাহু' (عِلَلُ النَّحْوِ)। অতঃপর সংক্ষিপ্ততা এর উপর প্রাধান্য লাভ করার ফলে নামকরণ করা হয় নাহু (اَلنَّحْوُ)।[৭]

২. *ইবনুল ঈমাদ হাম্বলী, শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারে মান যাহাব (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশঃ ১৩৯৯ হিঃ/ ১৯৭৯ খৃঃ), ১ম জুয, পৃঃ ৩২১।*

৩. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব (নয়া দিল্লীঃ দার ইশা'আতে ইসলামিয়াহ, তাবি), পৃঃ ৯০৮।*

৪. *ইওয়ায হামদ আল-কূযী, আল-মুছত্বালাহ আন-নাহবী (রিয়াদ ইউনিভার্সিটিঃ ইমাদাতু শুটনিল মাকতাবাত, প্রথম প্রকাশঃ ১৪০১ হিঃ/ ১৯৮১ খৃঃ), পৃঃ ৭। গৃহীতঃ তাহযীবুল লুগাহ ৫/২৫২; মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আব্দুল হামীদ, আত-তুহফাতুস সানিইয়াহ বিশারহিল মুক্বাদ্দামাতিল আজুররূমিইয়াহ (দিমাশকঃ মাকতাবা দারুল ফীহা, ১৪১৪ হিঃ/ ১৯৯৪), পৃঃ ৪।*

৫. *সিরাজুদ্দীন ওছমান, হেদায়াতুন-নাহু (চট্টগ্রামঃ ইদারাহ ইশা'আতে দীনিয়াত, তাবি), পৃঃ ১৯; আত-তুহফাতুস সানিইয়াহ, পৃঃ ৪।*

৬. *ডঃ সাইয়েদ রিযকুত তবীল, আল-খেলাফু বায়নান নাইবিইয়ীন (মক্কা মুকাররামাঃ আল-মাকতাবাতুল ফায়ছালিইয়াহ, ১৪০৫ হিঃ/ ১৯৮৪ খৃঃ), ১৬।*

৭. *আল-মুছত্বালাহ আন-নাহবী, পৃঃ ২৫।*

উৎপত্তিঃ

ক্রমান্বয়ে ইসলামের প্রচার-প্রসার আরব উপদ্বীপের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। অনারবরা ইসলাম গ্রহণ করে কুরআনের ভাষা তথা আরবী ভাষা শিক্ষা করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। অন্যদিকে আরব-অনারবের মেলামেশা এবং ভাবের আদান-প্রদানের ফলে ভাষার বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া ও বুঝার জন্য ব্যাকরণের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।[৮] ফলে কুরআন মাজীদের সূক্ষ্মমর্ম উপলব্ধির অনিবার্য তাকীদই আরবদেরকে 'ইলমে নাহু' রচনায় উদ্বুদ্ধ করে।[৯]

'নাহু' রচনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুপ্রেরণাও ছিল। একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট অশুদ্ধ বাক্যে কথা বললে তিনি উপস্থিত ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, أَرْشِدُوْا أَخَاكُمْ فَقَدْ ضَلَّ অর্থাৎ 'তোমাদের ভাইকে শুধরিয়ে দাও। কেননা সে পথ হারিয়ে ফেলেছে'।[১০]

আরবী ভাষায় সর্বপ্রথম কে 'নাহু' প্রবর্তন করেন এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে আলী (রাঃ), কারো মতে আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী (মৃঃ ৬৯হিঃ), কারো মতে আব্দুর রহমান বিন হুরমুয (মৃঃ ১১৭ হিঃ), কারো মতে নাছর বিন আছিম সর্বপ্রথম 'নাহু' প্রবর্তন করেন।[১১] জুরজী যায়দান বলেন, সর্বসম্মত মতে আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী-ই সর্বপ্রথম 'নাহু'র গোড়াপত্তন করেন।[১২]

'নাহু'র গোড়াপত্তন সম্পর্কে নিম্নে কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হ'লঃ

১. আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী বলেন, একদা আমি আলী (রাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে তাকে চিন্তিত এবং মাথা নোয়ানো অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললাম, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি কোন বিষয়ে চিন্তামগ্ন? আলী (রাঃ) বললেন, আমি তোমাদের দেশে ভাষাগত ভুল-ত্রুটি শুনেছি। সেকারণ আমি আরবী ব্যাকরণ সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছা করছি। আমি তাঁকে বললাম, আপনি যদি তা করেন তাহ'লে আমাদের মাঝে আরবী ভাষাকে অক্ষত রেখে যেতে পারবেন। কিছুদিন পর আমি তাঁর

৮. *আল-খেলাফু বায়নান নাইবিইয়ীন, পৃঃ ১৩; আতম মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় প্রকাশঃ জুন ১৯৯৫), পৃঃ ১৮৩।*

৯. *জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিইয়াহ (কায়রোঃ দারুল হেলাল, ১৯৫৭ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫১।*

১০. *ঐ; আল-খেলাফু বায়নান নাইবিইয়ীন, পৃঃ ১৩।*

১১. *ডঃ আহমাদ আমীন, যুহাল ইসলাম (কায়রোঃ মাকতাবাতুন নাহযাহ আল-মিছরিইয়াহ, ৮ম প্রকাশঃ ১৯৭৪ খৃঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৬; ইমবাহুর রুওয়াত (কায়রোঃ দারুল কুতুব আল-মিছরিইয়াহ, ১৩৬৯ হিঃ/১৯৫০ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪; আল-মুছত্বালাহ আন-নাহবী, পৃঃ ২৬-২৭।*

১২. *জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ১/২৫১ পৃঃ।*

নিকটে আসলে তিনি আমার দিকে একটি কাগজের টুকরা নিক্ষেপ করলেন যাতে লিখা ছিল-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَلْكَلَامُ كُلُّهُ اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ، فَالْاِسْمُ مَا أَنْبَأَ عَنِ الْمُسَمَّى، وَالْفِعْلُ مَا أَنْبَأَ عَنْ حَرَكَةِ الْمُسَمَّى، وَالْحَرْفُ مَا أَنْبَأَ عَنْ مَعْنًى لَيْسَ بِاِسْمٍ وَلَافِعْلٍ-

অর্থাৎ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম। সমস্ত কালাম বা বাক্য বিশেষ্য, ক্রিয়া ও অব্যয় দ্বারা পরিপূর্ণ। সুতরাং إسم বা বিশেষ্য ঐ শব্দকে বলা হয় যা তার مسمى সম্পর্কে খবর দেয় এবং فعل বা ক্রিয়া ঐ শব্দকে বলা হয় যা مسمى এর কাজ-কর্ম সম্পর্কে খবর দেয়। আর حرف বা অব্যয় উহাকে বলা হয় যা এমন অর্থ সম্পর্কে খবর দেয় যা إسم ও فعل -এর মাঝে পাওয়া যায় না।

এরপর তিনি বললেন, এ পদ্ধতি অনুসরণ করে এর সাথে তোমার জ্ঞাতি অনুযায়ী সংযোজন কর। আর জেনে রাখ, বিশেষ্যসমূহ ৩ প্রকার। যথা (১) ظاهر (২) مضمر (৩) যা ظاهرও নয় এবং مضمرও নয়। নিশ্চয়ই যা ظاهرও নয় এবং مضمرও নয় সে বিষয়ে আলেমগণের জ্ঞাতি সম্পর্কে একের উপর অন্যের প্রাধান্য রয়েছে।

আবুল আসওয়াদ বলেন, এর ফলে আমি কতিপয় নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করে তাঁর কাছে পেশ করি। সে নিয়ম-নীতির মধ্যে حُرُوْفُ النَّصْبِ বা যবর প্রদানকারী অব্যয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি তন্মধ্যে كَأَنَّ، لَعَلَّ، لَيْتَ، أَنَّ، إِنَّ উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু لَكِنَّ উল্লেখ করিনি। তিনি আমাকে বললেন, কেন এটিকে ছেড়ে দিয়েছ? আমি বললাম, আমি এটিকে حُرُوْفُ النَّصْبِ বা যবর প্রদানকারী অব্যয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত মনে করিনি। তখন তিনি বললেন, বরং এটি উহার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটিকে উহার অন্তর্ভুক্ত কর।[১৩]

আল-কিফতী বলেন, هٰذَا هُوَ الْأَشْهَرُ مِنْ أَمْرِ ابْتِدَاءِ النَّحْوِ। অর্থাৎ 'নাহুর গোড়াপত্তনের এটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ঘটনা'।[১৪]

২. একদা আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী কূফা ও বছরার (العراقين) গভর্ণর যিয়াদ বিন আবীহে-এর দরবারে এসে বললেন, আল্লাহ আমীরকে সংশোধন করুন! আমি দেখছি যে, আরবীয়রা অনারবীয়দের সাথে মেলামেশার ফলে তাদের ভাষা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আপনি কি আমাকে আরবদের জন্য এমন কিছু নীতিমালা তৈরী করার অনুমতি দিবেন, যার দ্বারা আরবরা তাদের ভাষা বুঝতে পারবে? যিয়াদ বললেন, না। আবুল আসওয়াদ বলেন, এরপর একজন লোক যিয়াদের কাছে এসে বলল- أَصْلَحَ اللّٰهُ الْأَمِيْرَ، تُوُفِّيَ أَبَانَا وَتَرَكَ بَنُوْنَ- অর্থাৎ 'আল্লাহ আমীরকে সংশোধন করুন। আমাদের বাবা মারা গেছেন এবং অনেক সন্তান-সন্ততি রেখে গেছেন'। এ বাক্য শুনে যিয়াদ অত্যাশ্চর্য হয়ে বললেন, تُوُفِّيَ أَبَانَا وَتَرَكَ بَنُوْنَ! তোমরা আবুল আসওয়াদকে ডাকো। তিনি উপস্থিত হ'লে যিয়াদ তাকে বললেন, 'তোমাকে মানুষদের জন্য যে নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করতে নিষেধ করেছিলাম তা প্রণয়ন করো'।[১৫] উল্লেখ্য, বাক্যটির শুদ্ধরূপ হচ্ছে تُوُفِّيَ أَبُوْنَا وَتَرَكَ بَنِيْنَ-

৩. একদা রাতে আবুল আসওয়াদের মেয়ে তাকে বলল, يَا أَبَةِ مَا أَحْسَنُ السَّمَاءِ অর্থাৎ 'বাবা! আকাশের কোন জিনিস সবচাইতে সুন্দর'। উত্তরে তিনি বললেন, 'উহার তারকারাজি'। মেয়ে বলল, 'আকাশের কোন জিনিস সুন্দর সে সম্পর্কে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। বরং আকাশের সৌন্দর্য দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি'। আবুল আসওয়াদ বললেন, তাহ'লে বল مَا أَحْسَنَ السَّمَاءَ অর্থাৎ 'আহ! কতই না সুন্দর আকাশ'। এ কারণেই তিনি 'নাহু'র প্রথম নিয়ম بَابُ التَّعَجُّبِ বা বিস্ময়সূচক অব্যয়ের অনুচ্ছেদ রচনা করেন।[১৬]

৪. একদা ইসলাম ধর্মে নবদীক্ষিত সা'দ নামক এক ব্যক্তি তার ঘোড়া নিয়ে আবুল আসওয়াদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, হে সা'দ! তুমি কেন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করছ না? উত্তরে সে বলল, إِنَّ فَرَسِيْ ضَالِعٌ 'আমার ঘোড়া সুঠাম'। একথা শুনে কতিপয় উপস্থিতি তাকে ঠাট্টা করল। কেননা আসলে সে বলতে চাচ্ছিল إِنَّ فَرَسِيْ ظَالِعٌ 'আমার ঘোড়া খুঁড়িয়ে হাঁটছে'। আবুল আসওয়াদ বললেন, এ সমস্ত আযাদকৃত দাস ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের ভাই হয়ে গেছে। যদি আমরা তাদের জন্য কিছু নিয়ম-নীতি তৈরী করি তাহ'লে

১৩. ইমবাহুর রুওয়াত ১/৪ পৃঃ।
১৪. ঐ, ১/৫ পৃঃ।

১৫. ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'য়ান ফী আমবাই আবনাইয যামান (কুমঃ মানশূরাতুশ শরীফ আর-রিযা, ২য় প্রকাশঃ ১৩৬৪), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৬-৫৩৭।
১৬. আবুল ফেদা হাফেয ইবনু কাছীর, আলে-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ (কায়রোঃ দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪০৮ হিঃ/ ১৯৮৮ খৃঃ), ৮ম জুয, পৃঃ ৩১৫।

কতই না ভাল হবে! এর ফলে তিনি بَابُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ বা কর্তা ও কর্মের অনুচ্ছেদ রচনা করেন।[১৭]

৫. ওমর ফারূক (রাঃ)-এর শাসনামলে এক বুদ্দু লোকদেরকে বলল, এমন কেউ আছে যে আমাকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ বাণী তথা কুরআন মাজীদের কিছু অংশ পড়ে শুনাবে? এ আবেদনের প্রেক্ষিতে এক ব্যক্তি তাকে সূরা তওবার কিছু আয়াত পড়ে শুনায় এবং أَنَّ اللهَ بَرِئٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ -এ আয়াতে رَسُوْلُهُ -এর লাম অক্ষরকে যের দিয়ে পড়ে। ফলে বুদ্দু বলল, আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ) থেকে বিমুখ? যদি তাই হয় তাহ'লে তো আমিও তার থেকে বিমুখ। এ ঘটনা ওমর ফারূক (রাঃ)-কে জানালে তিনি বুদ্দুকে ডেকে বললেন, আয়াতটি ওভাবে নয় বরং এভাবে পড়তে হবে- أَنَّ اللهَ بَرِئٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ । এরপর তিনি আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালীকে 'নাহু' প্রণয়নের জন্য আদেশ দেন। ফলে আবুল আসওয়াদ 'নাহু'র নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেন।[১৮]

উপরিউক্ত ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী-ই 'ইলমে নাহু'র গোড়াপত্তন করেন।

[চলবে]

১৭. ইবনুন নাদীম, আল-ফিহরিস্ত (বৈরুতঃ মাকতাবাহ খাইয়াত, তাবি), পৃঃ ৪০।
১৮. মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ গাংগূহী, কুররাতুল উয়ূন ফী তাযকিরাতিল ফুনূন (দেওবন্দঃ হানীফ বুক ডিপো, তাবি), পৃঃ ১২২।

ঝলক জুয়েলার্স
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।
সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

মনীষী চরিত

ইমাম তিরমিযী (রহঃ)

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

উপক্রমণিকাঃ

ইসলামী শরী'আতের অন্যতম মূল ভিত্তি হাদীছ সংকলনে যে সমস্ত মনীষীবৃন্দ তাঁদের সময়, শ্রম ব্যয় করেছেন ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং হাদীছ সংকলনের মাধ্যমে মিল্লাতে মুসলিমার ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন ও বিধি-বিধান পালন সহজতর করে দিয়েছেন ইমাম তিরমিযী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হাদীছ সংকলন করে তিনি ইসলামী বিশ্বে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। এ নিবন্ধে এই মহামনীষীর জীবনী ও তাঁর ভুবন বিখ্যাত গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সহ হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অবদান সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হ'ল।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম মুহাম্মাদ, আবু ঈসা উপনাম, পিতার নাম ঈসা। পূর্ণ বংশক্রম এরূপ- আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনে সাওরা বিন মূসা বিন যাহ্হাক আস-সুলামী আয-যারীর আল-বুগী আত-তিরমিযী।[১] 'বনী সালিমে'র প্রতি নেসবত করে সুলামী, 'বুগ' গ্রামের প্রতি সম্বন্ধিত করে 'বুগী'[২] এবং তিরমিয শহরের প্রতি নেসবাত করে তাঁকে 'তিরমিযী' বলা হয়।[৩] 'সাওয়াহ' তাঁর দাদার নাম।[৪] কোন কোন বর্ণনায় 'সাওরাহ'-এর পিতার নাম 'শাদ্দাদ' এবং কোন কোন রিওয়ায়াতে 'আসফান' উল্লেখিত হয়েছে।[৫]

* এম, ফিল গবেষক, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনু ইমাদ হাম্বলী (মৃত্যুঃ ১০৮৯হিঃ) শাযারাতুয যাহাব, ২য় খণ্ড (মিছরঃ মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫১হিঃ), পৃঃ ১৭৪; আবদুর রহমান মুবারকপুরী, মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯০/১৪১০হিঃ), পৃঃ ২৬৭; কেউ কেউ তাঁর নসবনামা এভাবে উল্লেখ করেছেন, Abu Isa Muhammad Ibn Sawrah Ibn Shaddad At-tirmidhi. See: The new Encyclopaedia Britanica, V-11, P. 795.
২. ইবনু খাল্লিকান, (৬০৮-৬৮১হিঃ) অফায়াতুল আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড (কুমঃ মানশুরাতুশ শরীফ আরাবী ১৩৬৪হিঃ), পৃঃ ৬১৩; হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ গাংগোহী, যাফরুল মুহাচ্ছিলীন (দেওবন্দঃ হানীফ বুক ডিপো, তা.বি.), পৃঃ ১৬৭।
৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২/১৪১৩হিঃ), ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫২৭; কেউ কেউ বলেন, The nisba al-Tiamidhi connects him with tirmidh. See: The Encyclopaedia of Islam. (London: Luzac & Co. 1924). V.-6, P-796.
৪. যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৬৭।
৫. আল-জামিউছ ছহীহ, তাহকীক ও শরাহ, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, (মিছরঃ মুছতফা আল-বাবী আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহ, ১৯৭৮/১৩৯৮হিঃ), ১/৭৭ পৃঃ; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২/৫২৭ পৃঃ।

জন্মস্থান ও কালঃ

তিনি আমুদরিয়ার বেলাভূমিতে অবস্থিত ট্রান্স অক্সিয়ানার 'তিরমিয' নামক স্থানে ২০৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৬] কেউ কেউ বলেন, তিনি 'বুগ' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] এটি তিরমিযের একটি গ্রাম। তিরমিয হ'তে এর দুরত্ব ৬ ফারসাখ।[৮] তাঁর পূর্বপুরুষ মারভ হ'তে তিরমিযে এসে বসতি স্থাপন করেন।[৯]

শিক্ষাজীবনঃ

তিনি নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। অতঃপর হেজায, মিছর, সিরিয়া, কূফা, বছরা, খোরাসান ও বাগদাদের শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে সমকালীন খ্যাতনামা বিদ্বানগণের নিকট উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। বিশেষ করে ইলমে হাদীছে তিনি ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন।[১০]

দেশ ভ্রমণঃ

হাদীছ সংকলন ও সংগ্রহের জন্য তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। বিশেষ করে তিনি খোরাসান, ইরাক, হেজায, কূফা, বছরা প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করে হাদীছ সংগ্রহ করেন।[১১] এ সম্পর্কে ইবনু হাজার বলেন, طَافَ الْبِلاَدَ وَسَمِعَ خَلْقًا مِّنَ الْخُرَاسَانِيِّيْنَ وَالْحِجَازِيِّيْنَ 'তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং খোরাসান ও হেজাযের অনেক লোকের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন'।[১২] ড. মুছতফা আস-সাবাঈ বলেন, رَحَلَ إِلَى الْأَفَاقِ وَأَخَذَ عَنِ الْخُرَاسَانِيِّيْنَ وَالْعِرَاقِيِّيْنَ وَالْحِجَازِيِّيْنَ حَتَّى غَدَا إِمَامًا فِى الْحَدِيْثِ 'তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেছেন এবং খোরাসানী, ইরাকী ও হিজাযীদের নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। এমনকি হাদীছ শাস্ত্রে একজন ইমাম হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন'।[১৩]

৬. ড. *শায়খ মুছতফা আস-সাবাঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফী তাশরীয়িল ইসলামী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫হিঃ) পৃঃ ৪৫৩; মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৬৭।*

৭. *আল্লামা শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দেছ দেহলভী, বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন, উর্দু অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুস সামী' (করাচীঃ আছাহহুল মাতাবি' ওয়া কারখানায়ে তিজারাতে কুতুব, তা.বি.) পৃঃ ১৮৪।*

৮. *মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৭০।*

৯. *আল-জামে আত-তিরমিযী, অনুবাদ ও সম্পাদনা, মুহাম্মাদ মূসা (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪/১৪১৪হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬।*

১০. *ঐ, পৃঃ ২৬-২৭।*

১১. *বস্তানুল মুহাদ্দেছীন, পৃঃ ১৮৪; The new Encyclopaedia Britanica, V-11, P. 795; The Encyclopaedia of Islam, V-6. P-796.*

১২. *ইবনু হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৪/১৪১৫হিঃ), ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫।*

১৩. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৪৫৩।*

শিক্ষক মণ্ডলীঃ

ইমাম তিরমিযী অগণিত শিক্ষকের নিকট হ'তে হাদীছ শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। তাঁর যুগে ইলমে হাদীছে এক বিরাট বিপ্লব চলছিল। এ বিপ্লবের প্রভাব সমকালীন যুগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এ বিপ্লব যাদের হাতে সাধিত হয়েছিল তন্মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ), ইমাম মুসলিম (২০৪-২৬১ হিঃ) আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ) প্রমুখ। ইমাম তিরমিযী তাঁদের ওস্তাদগণের নিকট থেকেও হাদীছ গ্রহণ করেন।[১৪] তবে ইমাম তিরমিযীর শিক্ষকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জন হ'লেন, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ), ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবুদাঊদ আস-সিজিস্তানী, আলী ইবনু হুজর মারূযী, হান্না ইবনু সিররী, কুতাইবা ইবনু সাঈদ, মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার বুন্দার, মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না আবু মূসা, যিয়াদ ইবনু ইয়াইয়া আল-হাসসানী, আব্বাস ইবনু আব্দুল আযীম আল-আম্বরী, আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ, আবু হাফছ আমর, ইয়াকূব ইবনু ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইবনু মা'মার আল-কাইসী, নাছর ইবনুল-জাহযমী, আবদুল্লাহ ইবনু মু'আবিয়া আল-জামহী, আবু মুছ'আব আহমাদ ইবনু আবি বকর আয-যুহরী, ইসামাইল ইবনু মূসা আল-ফাযারী আস-সুদ্দী প্রমুখ।[১৫]

ছাত্রবৃন্দঃ

তাঁর নিকট থেকে অনেকে হাদীছ শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হ'লেন, আবু হামিদ আহমাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে দাঊদ আল-মারূযী, আল-হাইছাম ইবনু কুলাইব আশ-শাশী, মুহাম্মাদ ইবনু মাহবূব আবুল আব্বাস আল-মাহবূবী আল-মারূযী, আহমাদ ইবনু ইউসুফ আন-নাসাফী, আবুল হারিছ, আসাদ ইবনু হামদুবিয়াহ, দাঊদ ইবনু নাছর ইবনে সুহাইল আল-বারযুবী, আবদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে মাহমূদ আন-নাসাফী, মাহমূদ ইবনু নুমাইর, মুহাম্মাদ ইবনু মাহমূদ, মুহাম্মাদ ইবনু মাক্কী ইবনে নূহ, আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু সুফিয়ান ইবনিন-নাযর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনযির ইবনে সাঈদ আল-হারূবী প্রমুখ।[১৬]

স্মৃতিশক্তিঃ

ইমাম তিরমিযী অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কয়েকটা প্রসিদ্ধ ঘটনা উল্লেখ করা হলোঃ ইমাম তিরমিযী

১৪. *অফায়তুল আ'ইয়ান, ৪/৬১৩ পৃঃ; বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন, পৃঃ ১৮৪।*

১৫. *শাযারাতুয যাহাব, ২/১৭৫ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৫ পৃঃ; The Encyclopaedia of Islam, V-6. P-796; The new Encyclopaedia Britanica, V-11, P. 795.*

১৬. *তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৫ পৃঃ; মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৬৭।*

তাঁর কোন এক শিক্ষকের নিকট হ'তে অনেক হাদীছ শ্রবণ করেন এবং লিখে রাখেন, যা দু'খণ্ড বিশিষ্ট পাণ্ডুলিপি হয়েছিল। কিন্তু তিনি সে হাদীছ সমূহ তাঁর ঐ শিক্ষককে শুনানোর সুযোগ পাননি। হঠাৎ করে মক্কা মুকাররামা যাওয়ার পথে ঐ শিক্ষকের সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি তাকে হাদীছ শুনানোর আবেদন করলে শিক্ষক তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে হাদীছ শুনতে রাযী হয়ে যান। তিনি ইমাম তিরমিযীকে স্বীয় পাণ্ডুলিপি বের করে মিলিয়ে নিতে বলে হাদীছ পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইমাম তিরমিযীর নিকটে তখন ঐ পাণ্ডুলিপি দু'টি ছিল না। তিনি তখন দু'টি সাদা কাগজ বের করে তাতে হাত বুলাতে লাগলেন এবং শিক্ষকের পঠিত হাদীছ সমূহ শুনতে থাকলেন। হঠাৎ শিক্ষকের দৃষ্টি তাঁর উপর পতিত হওয়ায় তাঁকে সাদা কাগজের উপর হাত বুলাতে দেখে শিক্ষক রেগে যান এবং বললেন, তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? ইমাম তিরমিযী বিনীতভাবে শিক্ষকের নিকট ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেন যদিও আমার কাছে লিখিত পাণ্ডুলিপি নেই কিন্তু ঐ সমস্ত হাদীছ আমার মুখস্থ আছে। শিক্ষক বললেন, ঠিক আছে তাহ'লে আমাকে পড়ে শুনাও! ইমাম তিরমিযী সমস্ত হাদীছ মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। শিক্ষক বললেন, মাত্র একবার পড়ায় সমস্ত হাদীছ তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে, এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। ইমাম তিরমিযী বললেন, আপনার বিশ্বাস না হ'লে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। শিক্ষক তখন আরো ৪০টি নতুন হাদীছ বর্ণনা করলেন। ইমাম তিরমিযী তৎক্ষণাৎ বিশুদ্ধ ও নির্ভুলভাবে সমস্ত হাদীছ শুনিয়ে দিলেন। তখন শিক্ষক বলতে বাধ্য হ'লেন, 'আমি তোমার মত স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন অন্য কাউকে দেখিনি'।[১৭]

ইমাম আশশুযী বর্ণনা করেন, একদা ইমাম তিরমিযী হজ্জ সফরকালে রাস্তায় কিছু মুহাদ্দিছীনের সাক্ষাৎ লাভ করে হাদীছ শুনতে চাইলে তাঁরা বললেন, কলম ও দোয়াত নিয়ে এস। ইমাম তিরমিযী দোয়াত-কলম পেলেন না। তখন তিনি শিক্ষকের সামনে বসে সাদা কাগজের উপর আঙ্গুল চালাতে লাগলেন। শিক্ষক হাদীছ বর্ণনা করতে লাগলেন। ৬০টির মত হাদীছ বর্ণনার পর শিক্ষকের দৃষ্টি কাগজের উপর পড়ায় তিনি কাগজ সাদা ও পরিষ্কার দেখতে পেয়ে রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'তুমি আমার সময় নষ্ট করলে'? ইমাম তিরমিযী বললেন, আমি সমস্ত হাদীছ মুখস্থ করেছি। তিনি শ্রুত সমস্ত হাদীছ শিক্ষককে শুনিয়ে দিলেন।[১৮]

আবু সাঈদ আল-ইদরীসী বলেন, স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে আবু ঈসাকে দিয়ে উদাহরণ দেওয়া যায়।[১৯]

১৭. *বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন, পৃঃ ১৮৫; আল-জামেউছ ছহীহ, ১/৮৪০ পৃঃ; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তা.বি.), পৃঃ ৬৩৪-৩৫; তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৫-৩৬ পৃঃ।*

১৮. *মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৬৯।*

১৯. *যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৬৯; মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী পৃঃ ২৬৮।*

সুউচ্চ মর্যাদাঃ

ইমাম তিরমিযী উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর উচ্চ মর্যাদা প্রমাণে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইমাম তিরমিযীর শিক্ষক ইমাম বুখারীও তিরমিযীর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। এমর্মে বুখারী বলেছেন, مَا انْتَفَعْتُ بِكَ أَكْثَرَ مِمَّا انْتَفَعْتَ بِيْ 'তুমি আমার নিকট থেকে যতটুকু উপকার পেয়েছ, আমি তোমার দ্বারা তার চেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি'।[২০] মুহাদ্দিছগণ তাঁকে ইমাম বুখারীর খলীফা বলতেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি বুখারীর মাধ্যমে হাদীছ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। ইমাম হাকীম মূসা ইবনু 'আলাক হ'তে বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারীর ইন্তেকালের পরে খোরাসানে ইলম, স্মৃতিশক্তি, আল্লাহভীতি ও কৃচ্ছতা সাধনে এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত আবু ঈসার মত অন্য কাউকে রেখে যাননি।[২১]

আল্লাহভীতিঃ

ইমাম তিরমিযী অত্যন্ত আল্লাহভীতু ছিলেন। আল্লাহ্‌র ভয় তাঁর মধ্যে এতই প্রবল ছিল যে, তিনি শেষ বয়সে কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন।[২২] কেউ কেউ বলেন, তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। ইবনু হাজার আসকালানী ইউসুফ ইবন আহমাদ আল-বাগদাদী হ'তে বর্ণনা করেন, আবু ঈসা শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।[২৩] মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এতে কোন মতদ্বৈততা নেই।[২৪] শাহ্ আব্দুল আযীয বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম তিরমিযীর কৃচ্ছতা ও আল্লাহভীতি এতই উচ্চ স্তরে পৌঁছে ছিল যে, তার অধিক কল্পনা করা যায় না। আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে এক পর্যায়ে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিসর্জন দেন।[২৫]

[চলবে]

২০. *তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৫ পৃঃ।*

২১. *শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, (বৈরুতঃ মুআস-সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬/১৪১৭হিঃ), পৃঃ ২৭৩; তাযকিরাতুল হুফফায, ২/২৩৪ পৃঃ।*

২২. *যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৬৯।*

২৩. *তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৬ পৃঃ; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/২৭১ পৃঃ।*

২৪. *মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৭২।*

২৫. *বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন, পৃঃ ১৮৫; যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৬৯।*

প্রতিজন পাঠক প্রতিমাসে একজন করে পাঠক তৈরী করুন। শিরকমুক্ত সমাজ গঠনে সহযোগিতা করুন।

অর্থনীতির পাতা

ইসলামী ভোক্তার আচরণ

*শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

'আমি তাদের পর তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কি প্রকার আচরণ কর তা পরীক্ষা করার জন্য' *(ইউনুস ১৪)*।

এই আয়াতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করে অন্য একটি জাতিকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, মূলতঃ তাদের আচরণ পরীক্ষা করার জন্য এবং আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালনের দায়বদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্য।

পার্থিব জীবনে মানুষের যত ধরনের আচরণ রয়েছে, ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আচরণ সেসবের মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেককেই কিছু না কিছু ভোগ করতে হয় তার জীবন যাপনের জন্য। আবার তার পরিবার পরিজন রয়েছে, রয়েছে আত্মীয়-স্বজন। তাদের প্রতিও তার দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। সব মিলিয়ে তার সামষ্টিক ভোগের পরিধি বেশ বড়ই। এক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আতের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে, রয়েছে শরী'আতের আহকাম। সেসব মেনে চলা একজন মুমিনের জীবনের জন্যে মৌলিক পরীক্ষা।

ভোগ হয়ে থাকে রিযিক বা সাধারণ অর্থে খাদ্যবস্তু, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র ইত্যাদি ব্যয় ও ব্যবহারের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধি-বিধান মেনে চলার জন্য জোর তাকীদ রয়েছে ইসলামী শরী'আতে। রাসূলে করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দো'আ কবুলের অন্যতম শর্ত হ'ল হালাল রুযীর উপর বহাল থাকা *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

আজকের দিনে মুসলমানরা সাধারণভাবে হালাল রুযী বা রিযিকের তথা ভোগের উৎসের ব্যাপারে কতখানি মনোযোগী বা সতর্ক সে প্রশ্নে না গিয়ে ছাহাবায়ে কেরাম বা মশহূর ইমামগণ কেমন আমল করতেন, কতটা সতর্ক ছিলেন এ ব্যাপারে দু'একটা উদাহরণ এখানে পেশ করা যেতে পারে।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَتْ لِأَبِيْ بَكْرٍ رضى الله عنه غُلاَمٌ يُخَرِّجُ لَهُ الْخَرَاجَ، فَكَانَ أَبُوْبَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُوْبَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ: تَدْرِيْ مَاهَذَا؟ فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلاَّ أَنِّيْ خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِيْ فَأَعْطَانِيْ بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِيْ أَكَلْتَ مِنْهُ، قَالَتْ: فَأَدْخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلَّ فِيْ بَطْنِهِ-

'আবূবকর (রাঃ)-এর একটি গোলাম ছিল; সে তাঁর জন্য রোযগার করত এবং তিনি তার উপার্জন হ'তে খেতে থাকতেন। একদা সে কোন বস্তু নিয়ে আসলে আবূবকর (রাঃ) তা খেলেন। গোলাম তাঁকে বলল, আপনি কি জানেন এটা কিভাবে উপার্জিত? আবূবকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কিভাবে উপার্জিত? সে বলল, জাহেলী যুগে আমি এক ব্যক্তির জন্য গণক ঠাকুরের ন্যায় গণনা করেছিলাম, অথচ আমি গণনার কাজও জানতাম না। আমি তা জানার ভান করে ঐ ব্যক্তিকে ঠকিয়ে ছিলাম মাত্র। ঐ ব্যক্তির সাথে আজ আমার সাক্ষাৎ হ'লে সে আমাকে সেই গণনা কাজের বিনিময়ে এই বস্তু দান করেছেন। আপনি তাই খেয়েছেন।

একথা শুনামাত্র আবূবকর (রাঃ) গলার ভিতরে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে পেটের সমুদয় বস্তু বমি করে ফেলে দিলেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৭৮৬ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'উপার্জন করা এবং হালাল রোযগারের উপায় অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৬৬)*।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) একজন বড় মাপের বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর দোকানের কর্মচারীদের একটা কাপড় দেখিয়ে বললেন, সেটাতে একটা খুঁত রয়েছে। বিক্রির সময়ে সেটা যেন অবশ্যই ক্রেতাকে দেখানো হয়। দিনশেষে হিসাব নেবার সময়ে তিনি কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করলেন ঐ খুঁতযুক্ত কাপড়টিও বিক্রি হয়ে গেছে কি-না? তারা হাঁ-সূচক উত্তর দিল। তখন তিনি জানতে চাইলেন তারা খুঁতটার কথা উল্লেখ করেছিল কি না? তারা নিরুত্তর রইল। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সেদিনের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ দান করে দিলেন। তাঁর মনে প্রশ্ন- খুঁতযুক্ত কাপড়টার জন্য যে উচিৎমূল্য আদায় করা হয়েছে সেই দিরহাম বা দিনার কোনগুলি? যেহেতু সেগুলি চিহ্নিত করার সুযোগ নেই, তাই সন্দেহযুক্ত আয় পারিবারিক কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের ঈমান ও আমল বরবাদ করতে চাননি। আমাদের দেশের মুসলমান ব্যবসায়ীদের কতজন এই ঘটনা জানেন? সত্যিকার ইসলামী ভোক্তার স্বরূপ তো এটাই।

প্রকৃত মুসলমান সচেতনভাবেই তার সকল আচরণের দ্বারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে। এজন্যে আপাত বা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন কিছু বর্জন বা ত্যাগ করায় ক্ষতি মনে হ'লেও সে তা হৃষ্টচিত্তে মেনে নেবে। সে হালাল রিযিক অর্জনের জন্য যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে, তেমনি হারাম বর্জনের জন্যও তার মধ্যে বিরাজ করবে জেহাদী জযবা। শুধু মদ, শুকর ও সূদ বর্জনেই তার দায়িত্ব শেষ নয়, বরং মজুতদারী,

* *প্রফেসর অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী; সদস্য শরী'আহ কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।*

মুনাফাখোরী, চোরাকারবারী, কালোবাজারী, ভেজাল দেওয়া, নকল করা, ওযনে কারচুপি ইত্যাকার সব হারাম কাজই সে স্বেচ্ছায় বর্জন করবে। অতীতে শয়তানের ফেরেবে পড়ে করলেও সেজন্য সে করবে 'তাওবাতুন নাছূহ'। দুনিয়ার এই নশ্বর জীবনে ক্ষণিকের সুখভোগের জন্য সে কোনক্রমেই অনন্ত আখিরাতের জীবনকে বরবাদ করবে না। একমাত্র মরদুদ শয়তানের কুহকে পড়লেই সে এটা করতে পারে। মনে রাখতে হবে, একজন মুসলমানের তথা ইসলামী ভোক্তার আচরণ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এর কোন ব্যত্যয় হ'লে এবং তওবা করে তা থেকে ফিরে না আসলে কঠিন শাস্তিময় দোযখ তার জন্য অপেক্ষা করছে।

বাস্তবিকই একজন ইসলামী ভোক্তার মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল, সে তার ভোগ সম্পর্কিত আচরণের মাধ্যমে সব সময়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা চালায়। অন্যভাবে দেখলে ভোগ আচরণকে সে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটা পন্থা হিসাবে গণ্য করে। তার এই লক্ষ্য অর্জনে ভোগ আচরণ ইসলামী যুক্তিশীলতা দ্বারা পরিচালিত বা ইসলামী শরী'আত দ্বারা নির্দেশিত। প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ মনযের কাহফ ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণে ভোক্তার মূল্যবোধকেই সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়েছেন। যথাঃ

(১) শেষ বিচারের দিনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস (২) ইসলামী সাফল্যের উপর বিশ্বাস এবং (৩) ইসলামী ধন-সম্পদের প্রতি বিশ্বাস।

শেষ বিচারের দিনের তথা আখিরাতের প্রতি একজন ভোক্তা যখন পূর্ণ বিশ্বাস রাখে অর্থাৎ পরকালের অনন্ত শান্তি ও পুরস্কার প্রাপ্তি অথবা ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে, তখন তার আর শরী'আতের নির্দেশ লঙ্ঘন করার সুযোগ থাকে না। ইসলামী সাফল্যের উপর বিশ্বাসের অর্থ হ'ল ইসলামী সাফল্য আসে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে, নিছক ধন-সম্পদ অর্জনের মধ্য দিয়ে নয়। তাই ইসলামী ভোক্তার মূল লক্ষ্যই থাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়াস। ইসলামী ধন-সম্পদের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ হ'ল ইসলামে ধন-সম্পদের পৃথক কিন্তু সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। হাদীছেই তার উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি যা খাও তা নিঃশেষ করে ফেল, যে পোশাক পরিধান কর তা ব্যবহার করে ফুরিয়ে ফেল, আর যা দান করো তা তোমার পরকালের জন্য সঞ্চয়। এছাড়া তুমি প্রকৃতপক্ষে আর কোন ধন-সম্পদের অধিকারী নও' *(মুসলিম)*।

এজন্যই প্রকৃত ইসলামী ভোক্তা তার ব্যয়কে মোট দুই অংশে ভাগ করে- পার্থিব ব্যয় ও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়। পার্থিব ব্যয় বলতে নিজের ও পরিবার-পরিজনদের জন্য ব্যয়কে বুঝানো হয়েছে। আর আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় বলতে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ব্যয় এবং গরীব-মিসকীন ও অসহায় দুঃস্থজনদের জন্য ব্যয়কে বুঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

'তাদের (সম্পদশালীদের) ধন-সম্পদে হক রয়েছে বঞ্চিত ও যাঞ্ছাকারীদের' *(জারিয়াহ ১৯)*। আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আত্মীয়-স্বজনদেরকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত মুসাফিরকেও' *(বনী ইসরাঈল ২৬)*। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শুরুতেই মুমিন হওয়ার যে শর্তাবলী আল্লাহ উল্লেখ করেছেন সেখানেও আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক হ'তে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়ের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(বাক্বারাহ ৩)*।

এর বিপরীতে একজন অমুসলিম ভোক্তার লক্ষ্য হচ্ছে, "Eat, Drink and be Merry" অর্থাৎ 'খাও দাও পান করো আর ফূর্তি করো'। কারণ তার বোধ-বিশ্বাসে পরকালীন জীবনে জবাবদিহিতার প্রসঙ্গই নেই। নশ্বর এই জীবনে সে ভোগ করবে চূড়ান্তভাবে এবং সেখানে হালাল-হারাম বা বৈধাবৈধতার প্রশ্ন নেই। পাশ্চাত্যের এই জীবন দর্শনের সাথে ভারতীয় জীবন দর্শনের খুব একটা অমিল নেই। সেখানেও জীবনকে আকণ্ঠ ভোগ করতে বলা হয়েছে। এমনকি প্রয়োজনে ঋণ করে হ'লেও। ভারতীয় দার্শনিক চনর্বাক বলেন-

'চক্রাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ॥'

অর্থাৎ যতদিন বাঁচো, সুখেই বাঁচো, আর ঋণ করে হ'লেও ঘি খাও।

সনাতন অর্থাৎ অনৈসলামী ভোক্তার আচরণে ধরে নেওয়া হয়, মানুষের অভাব অসীম এবং সকল ভোক্তাই তাদের সকল অভাব মেটাবার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। অভাবই ভোক্তার আচরণের প্রেরণা বা শক্তি যোগায়। এটা আবার উপযোগের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কোন দ্রব্যের উপযোগ থাকলে মানুষ তা ভোগ বা অর্জন করার চেষ্টা করে। ইসলামী অর্থনীতিতে কিন্তু অভাব ও উপযোগের এরকম ধারণা গ্রহণ করা হয়নি। এখানে প্রয়োজন অভাবের এবং মাছলাহা উপযোগের স্থান দখল করেছে। প্রয়োজন ও অভাবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ'ল- প্রয়োজন সসীম কিন্তু অভাব অসীম। প্রয়োজন মাছলাহা দ্বারা নির্ধারিত আর অভাব উপযোগ দ্বারা নির্ধারিত। মাছলাহা শব্দটি আরবী। এর অর্থ কল্যাণ। কল্যাণ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কল্যাণের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে পার্থিব ও আখিরাতের কল্যাণ। সনাতন অর্থনীতিতে কোন দ্রব্যের উপযোগ থাকলে ভোক্তা তার প্রয়োজন অনুভব করে। পক্ষান্তরে একজন প্রকৃত মুসলমান ভোক্তা কোন দ্রব্যের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ অর্থাৎ মাছলাহা থাকলে তার প্রয়োজন অনুভব করে।

ইমাম শাতেবী ইসলামী শরী'আতের পুংখানুপুংখ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা-

(ক) যরূরিয়াত বা অত্যাবশ্যকীয়

(খ) হাজিয়াত বা পরিপূরক এবং

(গ) তাহসানিয়াত বা উন্নতিমূলক।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে যে বস্তুগুলি যরূরিয়াত বা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত সেগুলি হ'ল-

১. জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ। অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার দাবী মেটানো।

২. সম্পত্তি সংরক্ষণ, সম্পদের অপচয়রোধ ও অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করা থেকে বিরত রাখা।

৩. যাবতীয় নেশার সামগ্রী এবং বিচারশক্তিকে কলুষিত করে এমন সব দ্রব্যের উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণ।

৪. যাকাত আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা করা।

হাজিয়াতের মধ্যে ঐসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত যেগুলির সরবরাহ বা ব্যবহার ব্যক্তি মানুষের জীবনকে কঠোরতা হ'তে কিছুটা আরাম বা স্বস্তির দিকে নিয়ে যায়। তাহসানিয়াত তার চেয়ে আরও একধাপ উপরে। এখানে যেসব দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করা হয়, ব্যবহার করা হয় অথবা সেবা পাওয়া যায় তা জীবন যাপনের গুণগত মান বৃদ্ধি করে। বিশেষতঃ পেশাদারী জীবন বা বিশেষজ্ঞদের জন্য যা হাজিয়াত বলে বিবেচ্য, তা সাধারণ লোকের জন্য তাহসানিয়াত বলে বিবেচ্য হ'তে পারে। উদাহরণস্বরূপ একটা মোটর গাড়ী একজন প্রকৌশলীর জন্য হাজিয়াত অথচ তা কলেজের একজন অধ্যাপকের জন্য তাহসানিয়াত হিসাবেই গণ্য হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, একজন ইসলামী ভোক্তা ভোগের ক্ষেত্রে অবশ্যই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। তার আচরণ কৃপণের মতও হবে না, আবার সে অমিতব্যয়ীও হবে না। আল্লাহ নিজেই এ সম্বন্ধে বলেন, 'তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এ দু'য়ের মধ্যবর্তী' *(ফুরক্বান ৬৭)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই' *(বনী ইসরাঈল ২৭)*। এর অন্যবিধ তাৎপর্য হ'ল একজন ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন হ'তেও অপব্যয় করার অধিকার রাখে না। একই রকম নির্দেশ এসেছে অপচয় বা ইছরাফ সম্বন্ধে। অথচ দেশ-বিদেশের বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যের বিত্তশালী মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করলে কি ভিন্ন চিত্রই না ভেসে ওঠে আমাদের দৃশ্যপটে।

বস্তুতঃ প্রকৃত ইসলামী ভোক্তার আচরণ-ইসলামী জীবনেরই বাস্তব রূপ। আমাদের চরিত্রে ও বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন যত বেশী ঘটবে ততই আমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হব। হালাল-হারামের কাছে বিত্তহীন প্রকট লোভ-লালসার ভোগ-বাসনার পুঁজিবাদী জীবনের বিপরীতে হালাল রুযী উপার্জন ও মাছলাহা প্রাপ্তির মাধ্যমে আমাদের নশ্বর জীবন হোক কল্যাণময় এবং আখিরাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি প্রাপ্তির মাধ্যমে হোক চরম সফলতাময়। আমাদের জীবন-যাপনে তথা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ফুটে উঠুক ইসলামী ভোক্তার সঠিক আচরণ-আমীন!

সাময়িক প্রসঙ্গ

বুশের জয় সারা বিশ্বের জন্যই বিভীষিকা

*সিরাজুর রহমান**

নেতৃস্থানীয় উদারপন্থী মার্কিন রাজনীতিক সিনেটার জে উইলিয়াম ফুলব্রাইট ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় বলেছিলেন, 'আসলে দু'টো আমেরিকা আছে। প্রথমটি মহৎ ও দয়ালু, দ্বিতীয়টি সংকীর্ণ আত্মশ্লাঘাপূর্ণ; প্রথমটি আত্ম-সমালোচক, দ্বিতীয়টি নিজেকে সাধুসন্ত ভাবে; প্রথমটি বিচক্ষণ, দ্বিতীয়টি রোমান্টিক; প্রথমটি খোশমেযাজী, দ্বিতীয়টি ভীতি উদ্দীপক; প্রথমটি অনুসন্ধানী, দ্বিতীয়টি উপদেশদাতা; প্রথমটি নম্র, দ্বিতীয়টি তীব্র আবেগপূর্ণ; প্রথমটি বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, দ্বিতীয়টি তার সীমাতীত শক্তি ব্যবহারের বেলায় একরোখা। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং তার পেছনের চালিকাশক্তিগুলি সিনেটর ফুলব্রাইটের বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। সে কারণে ২ নভেম্বরের নির্বাচনে মিঃ বুশের দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা লাভ শুধু যুক্তরাষ্ট্রের জন্যই নয়, সারাবিশ্বের জন্যই গভীর উদ্বেগের কারণ ঘটাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে সাড়ে তিন থেকে চার কোটি ধর্মান্ধ মৌলবাদী খৃষ্টান আছে, যাদের মতে বাইবেলের প্রতিটি উক্তি আক্ষরিক অর্থেই সত্য এবং অবশ্য পালনীয়। জর্জ ডব্লিউ বুশ এই তথাকথিত বাইবেল বেল্টের সমর্থনের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। বস্তুত তিনি এই মৌলবাদীদের সঙ্গে অভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন।

অপর একটি চালিকাশক্তি নিওকনসারভেটিভরা (নিওকন, নব্যরক্ষণশীল) বিশ্বাস করে, বিশ্বের নেতৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রের অবিসংবাদিত নিয়তি। জর্জ ডব্লিউ বুশ সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন যে, তিনি ঈশ্বরের আরোপিত কর্তব্যই পালন করে যাচ্ছেন।

সিনেটর ফুলব্রাইট এ অবস্থারও বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ক্ষমতা প্রায়শই নিজেকে পুণ্য বলে ভাবতে শুরু করে। কোন মহান জাতির পক্ষে এ ধারণায় জড়িয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক যে, তার শক্তি বিধাতার অনুগ্রহ'। ক্ষমতার প্রথম চার বছরে জর্জ ডব্লিউ বুশের বিদেশনীতির লক্ষ্যগুলি আর যাই হোক, তিনি সম্ভবত সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন যে, তিনি ঈশ্বরের অনুজ্ঞাই পালন করছেন। বুশ বিশ্বাস করেন, পৃথিবীকে গণতন্ত্র দান করা তার মহান ব্রত। মার্কিন সামরিক আক্রমণে এক লাখ ইরাকী মারা গেছে। কিন্তু বুশ এই বলে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন যে, তিনি প্রকৃতই ইরাকীদের মুক্ত করেছেন, তাদের গণতন্ত্র দিচ্ছেন।

তার পিতা জর্জ বুশ প্রথম ইরাক যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'তে

** বিবিসিখ্যাত সাংবাদিক, বিশিষ্ট কলামিষ্ট; সাবেক মন্ত্রী ও বর্তমানে লন্ডন প্রবাসী।*

পারেননি। পুত্র জর্জ ডব্লিউ বুশ শুধু যে দ্বিতীয় মেয়াদে জয়ী হয়ে পারিবারিক অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছেন তাই নয়, প্রথমবার বিতর্কিত পন্থায় জয়ী হ'লেও এবারে তার বিজয় নিরঙ্কুশ হয়েছে। রাজ্যগুলির ডেলিগেট ভোটে তো বটেই, 'পপুলার ভোটেও' (সর্বসাধারণের মাথাপিছু ভোট) তিনি বিপুল গরিষ্ঠতায় জয়ী হয়েছেন। তার ওপরও কংগ্রেসের উভয় পরিষদে বৃহত্তর গরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন তিনি।

জর্জ ডব্লিউ বুশ সঙ্গতভাবেই দাবী করতে পারেন, তার প্রথম চার বছর মেয়াদে আলোচনা-সমালোচনা এবং বিরোধিতা যাই হোক এবারে তিনি দেশবাসীর অবিসংবাদিত ম্যান্ডেট পেয়েছেন। তাছাড়া কংগ্রেস তার কোন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে বলে আশা করা যায় না। সুতরাং প্রথম মেয়াদে আরব্ধ কাজগুলি নতুন উদ্যমে চালিয়ে যেতে তার পক্ষে আর কোন বাধা রইল না।

সবচেয়ে বড় কথা মার্কিন সংবিধানে তৃতীয় দফা প্রেসিডেন্ট হওয়ার বিধান নেই। সুতরাং ব্যক্তিগত নির্বাচনী জয়-পরাজয়ের পরোয়া করার তাকীদ আর তার জন্য অবশিষ্ট রইল না।

তার ডেমোক্র্যাট প্রতিদ্বন্দ্বী জন এফ কেরি মস্তভুল করছেন। তিনি স্বদেশে অর্থনীতির সঙ্কট এবং বেকার সমস্যাকে অপেক্ষাকৃত গৌণ ইস্যু করেছিলেন। নির্বাচন হয়েছে প্রধানত বুশের সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ এবং ইরাক আক্রমণের ভিত্তিতে। সুতরাং এখন অবাধ্য কোন দেশে তথাকথিত ইসলামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যেখানে খুশী আক্রমণ চালাতে প্রেসিডেন্ট বুশের আর কোন অসুবিধা রইল না।

প্রথমবার ক্ষমতা পাওয়ার প্রায় পরপরই তিনি ইরান, ইরাক ও উত্তর কোরিয়াকে 'অ্যাক্সিস অব ইভিল' (অশুভ চক্র) বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সিরিয়ার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের সাহায্য দান এবং ইরাকে সন্ত্রাসী পাঠানোর অভিযোগ এনেছেন তিনি।

বিগত কিছুদিনে সূদানের দারফূর অঞ্চলে গণহত্যার অভিযোগ এসেছে ওয়াশিংটন থেকে। নির্বাচনে ফ্লোরিডায় নির্বাসিত কিউবানদের ভোট সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বুশ কিউবাকে স্বৈরতন্ত্রী 'টাইর‍্যান্ট' ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কবল থেকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বুশ যদি দ্বিতীয় মেয়াদে তার মনোভাব ও আচরণ সংযত না করেন তাহ'লে এই দেশগুলির যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট এমন চরিত্রের মানুষ নন যারা বিজয়ের ঔদার্য্য ও মহানুভবতা অবলম্বনের তাড়না অনুভব করেন। নির্বাচনী বিজয় উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট জাতির কাছ থেকে তার 'র‍্যাডিক্যাল' (কট্টর) কনসারভেটিভ নীতগুলি আরো জোরেশোরে কার্যকর করার ম্যান্ডেট পেয়েছেন।

ইরানের বিরুদ্ধে আক্রমণ আসন্ন?

বিগত কয়েক মাসে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের হুঙ্কার খুবই সোচ্চার ছিল। বুশ প্রশাসন কার্যত দাবী করছেন যে, ইরানকে তার পারমাণবিক গবেষণা বন্ধ করতে হবে। তেহরান পারমাণবিক বোমা তৈরী করতে পারে সে সম্ভাবনা ওয়াশিংটন ভাবতেও রাযী নয়, বিশেষ করে ইসরাঈলের তাকীদে। মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র ইসরাঈলই পারমাণবিক শক্তিধর। তার ভাণ্ডারে অন্তত ৫শ' পারমাণবিক বোমা আছে।

এতদঞ্চলে তেলআবীবের পারমাণবিক একাধিপত্য বজায় রাখা যুক্তরাষ্ট্রের নীতি। ইসরাঈল হুমকি দিচ্ছে প্রয়োজনবোধে সে নিজেই ইরানের পারমাণবিক গবেষণাগুলিতে বিমান আক্রমণ চালাবে, যেমন করে সে ১৯৮১ সালে ইরাকের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে আক্রমণ করেছিল।

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রোশ পুরাতন, ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের সময় থেকে।

ইসরাঈল এবং যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করে যে, তেহরান ফিলিস্তীনে ইসরাঈলী দখলকারের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসীদের' সাহায্য দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং বাগদাদে ইয়াদ আলাভির পুতুল সরকার অভিযোগ করে যে, ইরাকের মার্কিন দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বন্ধ করা যাচ্ছে না, ইরানের হস্তক্ষেপের কারণে।

তবে বর্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ইরানে স্থল সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নাও নিতে পারে। বিশাল জনসংখ্যার অধিকারী ইরান একটানা আট বছর ধরে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তার স্থল সৈন্যরা খুবই দক্ষ এবং রণপটু। এদিকে ইরাকে এবং আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিয়োজিত আছে। আরো বিরাটসংখ্যক স্থল সৈন্যের প্রয়োজন হ'লে যুক্তরাষ্ট্রে 'কনস্ক্রিশন' (বাধ্যতামূলক নিযুক্তি) চালু করতে হবে। বুশ হয়তো এখুনি সেটা চাইবেন না। কিন্তু বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি এবং 'শাস্তি হিসাবে' আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বিনষ্ট করা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে খুবই সহজ হবে।

জর্জ বুশ সন্ত্রাস দমনের নাম করে ইরাক আক্রমণ করেছিলেন। প্রায় সকলেই এখন স্বীকার করছেন যে, সন্ত্রাসবাদ ইরাকে এসেছে সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর। বুশের পরিকল্পনা হচ্ছে ইরাকে স্থায়ীভাবে সামরিক ঘাঁটি রাখা। চৌদ্দটি স্থায়ী ঘাঁটি নির্মাণের কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কিন্তু সেটা কোন ইরাকীরই কাম্য নয়। তারা ক্রমেই বেশী হিংস্রতার সঙ্গে মার্কিন দখলকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

ইরাকী প্রতিরোধের প্রতীক হচ্ছে ফালূজা। এ শহরটি কখনো মার্কিন দখলদার বাহিনীর কাছে নতি স্বীকার করেনি। বুশ প্রশাসন এ সমস্যার সামরিক সমাধান চান। বিগত প্রায় দু'মাস ধরে প্রতিরাতেই মার্কিন বিমানবাহিনী গাযায় ইরাকী আক্রমণের অনুকরণে ফালূজায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছে। ফালূজা জয়ের জন্য পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনীকেও প্রস্তুত করা হয়েছে।

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

সকলেই বলছেন যে, মার্কিনীরা শুধু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছিল। এখন সে সামগ্রিক আক্রমণ যে কোনদিন আসতে পারে। ফালূজায় প্রাণ ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি যে বিরাট হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং তার পরে অন্য যেসব শহর-নগরে এখনো প্রতিরোধ চলছে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সামরিক অভিযান হবে।

ফিলিস্তীন সঙ্কট

জর্জ ডব্লিউ বুশের মতে, সন্ত্রাসের হুমকি যেখান থেকেই আসছে বলে তিনি মনে করেন, সেখানেই আক্রমণ করার অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু আরব ও ইসলামী 'সন্ত্রাসের' মূল কারণটি দূর করাকে তিনি তাঁর প্রথম মেয়াদে একপাশে ঠেলে রেখেছিলেন। বুশ ও ব্লেয়ার ইরাক যুদ্ধের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সাদ্দামকে অপসারণের পর আরব-ইসরাঈলী বিরোধের মীমাংসা তাঁদের প্রধান কর্তব্য হবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী আরো অনেক প্রতিশ্রুতির মতো এ প্রতিশ্রুতিটিও রক্ষা করেননি। বরং জর্জ বুশ এরিয়েল শ্যারনকে ফিলিস্তীনী নির্যাতন এবং আরব ভূমি গ্রাস করার অবাধ সুযোগ দিয়েছেন। শ্যারন ও বুশ পাল্টা অভিযোগ করছেন যে, ফিলিস্তীনীদের দিকে কথা বলার কেউ নেই বলেই সমাধান করা যাচ্ছে না। কিন্তু মতলববাজেরা ছাড়া অন্য সবাই জানে যে, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইসরাঈলী দখলকারের অবসান চান না বলেই বুশ ও শ্যারন চোখ বুঁজে ফিলিস্তীনীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অস্বীকার করে যাচ্ছেন। একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৬৭ সালে দখলীকৃত ফিলিস্তীনী ভূমি থেকে সরে যেতে ইসরাঈলকে বাধ্য করা। সে সাহস জর্জ বুশ আগে দেখাতে পারেননি। নির্বাচনে বিরাট জয়ের ফলে তাঁর অবস্থান অনেক দৃঢ় হয়েছে। এবার কি সে সৎসাহস তাঁর হবে?

প্রেসিডেন্ট বুশকে অভিনন্দিত করে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার আশা প্রকাশ করেছেন যে, জর্জ বুশ আফগানিস্তানে ও ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও আরব-ইসরাঈল বিরোধ মীমাংসার দিকেই বেশী মনোযোগ দেবেন। বুশ এতদিন ব্লেয়ারের সমর্থনের অপসুযোগ নিয়েছেন মাত্র, তাঁর পরামর্শে কান দেননি। এবারে ব্লেয়ারের আশাবাদে তিনি কতখানি কান দেবেন দেখার বিষয়।

ইউরোপের সঙ্গে ফাটল

প্রায় ৫০ বছর ধরে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ 'ঠাণ্ডাযুদ্ধে' যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অস্ত্র ছিল বিশ্বব্যাপী বন্ধু সৃষ্টি করা। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি ন্যাটোর অধীনে সংগঠিত হয়ে সোভিয়েত উচ্চাভিলাষকে সংযত রাখতে পেরেছিল। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে জয় সেজন্যই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ইরাক আক্রমণ করতে গিয়ে জর্জ বুশ ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্কে বিরাট ফাটল সৃষ্টি করেছেন।

ইউরোপের প্রধান দু'টি শক্তি ফ্রান্স ও জার্মানী এ যুদ্ধের প্রবল বিরোধী ছিল। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন জর্জ বুশের উৎসাহী সমর্থক। কিন্তু তিনিও ইরাক আক্রমণের বিরোধী ছিলেন। টনি ব্লেয়ার সে যুদ্ধে সক্রিয় অংশীদার ছিলেন কিন্তু বৃটিশ জাতি, এমনকি তাঁর নিজ দলেও অনেকে ইরাক যুদ্ধের তীব্র বিরোধী ছিলেন। এ যুদ্ধের কারণে ব্লেয়ারের লেবার পার্টির রাজনৈতিক সমর্থন অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে।

লেবার পার্টি ও দলীয় সাংসদরা আন্তরিকভাবে আশা করছিলেন যে, মার্কিন নির্বাচনে জন কেরি জয়ী হবেন। তাহ'লে ব্লেয়ার বুশের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ত্যাগ করে নতুন প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করতে বাধ্য হ'তেন এবং ভোটদাতাদের অনেকে আবার লেবার দলে ফিরে আসতেন। পরবর্তী চার বছরের জন্যও বুশ প্রেসিডেন্ট হওয়ায় লেবার পার্টি খুবই হতাশ হয়েছে, যদিও পুরাতন মিত্রের বিরাট জয়লাভে টনি ব্লেয়ার হয়তো সত্যি সত্যি খুশি হয়েছেন। বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন হবে খুব সম্ভবত মে মাসে। বুশের জন্য সমর্থনের কারণে সে নির্বাচনে ব্লেয়ারকে অনেক খেসারত দিতে হবে।

ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন করতে হ'লে প্রেসিডেন্ট বুশকে আন্তরিক উদ্যোগ নিতে হবে, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। তেমন ঔদার্য ও মহানুভবতা কি জর্জ ডব্লিউ বুশ দেখাতে পারবেন?

জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রথম মেয়াদেই যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথেষ্ট দুর্বল করে ফেলেছে। জাতিসংঘের প্রতি অবজ্ঞা আগের যে কোন প্রশাসনের চাইতেই বেশী ছিল। জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে ইরাক আক্রমণ করা হয়েছে। মহাসচিব কফি আনান প্রকাশ্যেই ইরাক যুদ্ধকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' হ্রাসের লক্ষ্যে সম্পাদিত কিয়োতো চুক্তির প্রতি বুশ প্রশাসনের মনোভাব রীতিমতো কলঙ্কজনক ছিল। বুশ প্রশাসন আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন। বিশ্ব শান্তির জন্য সেটা হতাশার কথা।

এই সিদ্ধান্তগুলি থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, জর্জ বুশের আমলে যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে চলার পরিবর্তে 'একলা চলো'র নীতি অনুসরণ করতে চায়। বাকী বিশ্বকে সে আর অংশীদার বিবেচনা করতে রাযী নয়। মার্কিন একাধিপত্যই নিওকন মন্ত্রের মূল কথা। বিশ্বের ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রেরই তাতে শঙ্কিত বোধ করার কারণ আছে।

বিভক্ত মার্কিন জাতি

বুশ প্রশাসনের গোড়া থেকে মার্কিন সমাজ লক্ষণীয়ভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছিল। প্রশাসনের একেবারে গোড়ার দিকেই উচ্চবিত্তদের আয়কর মোটা রকম হ্রাস করা হয়। এ প্রশাসনের আমলে আট লাখের বেশী চাকরি হ্রাস পেয়েছে। দরিদ্রদের স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ ভাতা হ্রাস পেয়েছে। এরি মধ্যে জানা গেছে যে, নতুন সরকার ওপরের স্তরে আয়কর

আরও হ্রাস করবেন। তাতে বেকারের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে, দরিদ্রদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদির আরও কাটছাঁট হবে। বাজেট ঘাটতির বর্তমান পরিমাণ হাযার হাযার কোটি ডলার। সেটা আরও বেড়ে যাবে। বিশ্ব অর্থনীতির ওপরও তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। জর্জ বুশ স্বয়ং নারীর গর্ভপাতের অধিকার এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'স্টেম সেল' গবেষণাসহ বহু প্রগতিপন্থী ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন। নতুন প্রশাসন এ সবের কোন কোনটি নিষিদ্ধ করে সংবিধান সংশোধনের চেষ্টা করবেন বলেও মনে হয়।

মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বয়োবৃদ্ধ প্রধান বিচারপতি গুরুতর অসুস্থ। আসছে বছর দুয়েকের মধ্যে এ আদালতের আরও তিনটি বিচারপতির পদ শূন্য হবার সম্ভাবনা। এই পদগুলিতে নিয়োগ প্রেসিডেন্টের এখতিয়ার। মৌলবাদী খৃষ্টান মনোভাবের অধিকারী জর্জ বুশ এ পদগুলির কোনটিতেই কোন উদারপন্থী কিংবা সংস্কারবাদী বিচারপতি নিয়োগ করবেন বলে আশা করা যায় না। তাতে সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে।

এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে মূলত একদিকে ধর্মীয় মৌলবাদ ও প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলতা আর অন্যদিকে উদারপন্থী সংস্কারবাদীদের মধ্যে। এ প্রতিযোগিতায় উদারপন্থীরা বড় রকমের মার খেয়েছেন। মার্কিন সমাজ এখন দু'পক্ষের মধ্যে সমানে সমানে বিভক্ত হয়ে গেছে। বুশ প্রশাসন সে বিভক্তি দূর করতে পারবেন কি? অথবা দূর করা আদৌ বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করবেন কি?

॥ সংকলিত ॥

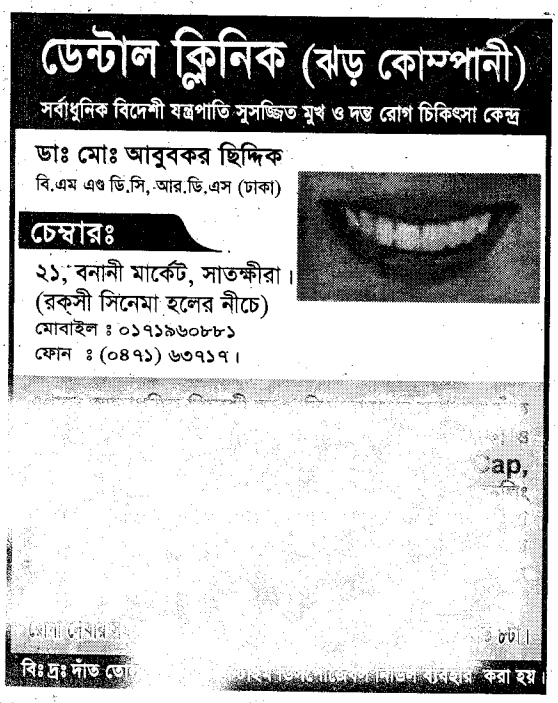

ডেন্টাল ক্লিনিক (ঝড় কোম্পানী)
সর্বাধুনিক বিদেশী যন্ত্রপাতি সুসজ্জিত মুখ ও দন্ত রোগ চিকিৎসা কেন্দ্র
ডাঃ মোঃ আবুবকর ছিদ্দিক
বি.এম এণ্ড ডি.সি, আর.ডি.এস (ঢাকা)
চেম্বারঃ
২১, বনানী মার্কেট, সাতক্ষীরা।
(রক্সী সিনেমা হলের নীচে)
মোবাইল ঃ ০১৭১৯৬০৮৮১
ফোন ঃ (০৪৭১) ৬৩৭১৭।

...ap, ...
বিঃদ্রঃ দাঁত ... করা হয়।

দিশারী

হে হক্ব পিয়াসী মুমিন! প্রতারণা হ'তে সাবধান

মুযাফফর বিন মুহসিন

প্রসঙ্গঃ

'ছালাতুত তারাবীহ' একটি গুরুত্বপূর্ণ নফল ছালাত, যা 'ক্বিয়ামুল লায়ল' হিসাবে রামাযানের রাত্রিতে নিয়মিতভাবে আদায় করা হয়ে থাকে। অতীব নেকীপূর্ণ এই ছালাতের মাধ্যমে তামাম রাত্রি ইবাদতের ছওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু ছহীহ হাদীছ সমূহ প্রত্যাখ্যান করে জাল, যঈফ, মুনকার বর্ণনার আলোকে পালন করলে তা কি কখনো গ্রহণযোগ্য হবে? সূত্র ঠিক না রেখে দীর্ঘ সময় ধরে বারংবার অংক করলে যেমন লাভ হয় না, তেমনি যেকোন ইবাদত বিশুদ্ধ দলীলের আলোকে রাসূলের তরীক্বা অনুযায়ী না হ'লে সারা জীবন আদায় করলেও কোন লাভ হবে না। সম্প্রতি মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা ৭৯/১ এ, উত্তর যাত্রাবাড়ী কর্তৃক 'হাদীস ও সুন্নাহ্‌র আলোকে তারাবীহ ৮ রাকআত নয়, ২০ রাকআত', দশ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ সম্বলিত লিফলেট; পিরোজপুর ছারছিনা দারুচ্ছুন্নত আলিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিছ শাইখুল হাদিস মুস্তফা হামিদি, ডঃ সৈয়দ এরশাদ আহমদ আল-বুখারী (দিনাজপুর) প্রমুখ কর্তৃক 'তারাবীর নামায ২০ রাক'আত' মর্মে 'দশ লক্ষ' টাকার চ্যালেঞ্জ-এর লিফলেট; 'মাসিক আদর্শ নারী' অক্টোবর'০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হাফেজ মাওলানা রেজাউল করীম রচিত প্রবন্ধ 'তারাবীহ নামায ৮ রাক'আত না ২০ রাক'আত?'; নরসিংদী দারুল উলূম দত্তপাড়া-এর উস্তাদুল বুখারী মোহাম্মদ বশির উদ্দিন রচিত 'তারাবীহ নামায আট রাকাত নাকি বিশ রাকাত?' এছাড়া আরো অন্যান্য বই, লিফলেট বের হয়েছে ও হচ্ছে এবং আমাদের নিকটে পাঠানো হচ্ছে। এগুলি আসলে সাধারণ মুসলমানের সাথে প্রতারণা মাত্র এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করার নামান্তর। দুর্ভাগ্য হ'ল, বিশ রাক'আতের প্রবক্তারা ছহীহ হাদীছ সমূহের উপর নির্ভরশীল না হয়ে, দলীয় সংকীর্ণতা, আত্ম অহংকার ও মাযহাবী মোহে পড়ে জাল, যঈফ, মুনকার বর্ণনা দিয়ে বিশ রাক'আত প্রমাণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করতে মোটেও কসূর করেননি। আফসোস! তারা যদি কুরআন-সুন্নাহ্‌র প্রতি সুদৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন, তাহ'লে এরূপ মহা ভ্রমে পতিত হ'তেন না। চ্যালেঞ্জদাতাদের জানা উচিত ছিল যে, ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করে জান্নাত পাবার বিনিময়ে একজন প্রকৃত মুমিন ১০ লাখ টাকা কেন তার জীবনের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে। আমরা সেই আক্বীদায় বিশ্বাসী এবং যেকোন মূল্যে ছহীহ তরীক্বার সন্ধান পাওয়ার জন্য ও তার উপরে কায়েম থাকার জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র

তাওফীক্ব প্রার্থনা করি। আমরা আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর'০৩ সংখ্যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিভ্রান্তি নিরসণের জন্য আবার সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল। নিম্নে তাদের দাবী সমূহ উল্লেখপূর্বক তার যথার্থতা বিচার করা হ'লঃ

তাদের উদ্ভট ও বিভ্রান্তিকর দাবী সমূহঃ

একঃ ২০ রাক'আতের হাদীছটি শক্তিশালী ও অধিক নির্ভরযোগ্য বা ছহীহ লি-গাইরিহী। কোন একজন হাদীছের ইমাম বা মুহাদ্দিছও হাদীছটিকে জাল-যঈফ বলেননি।

পর্যালোচনাঃ বিশ (২০) রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে যতগুলি বর্ণনা পাওয়া যায় তন্মধ্যে মাত্র একটি বর্ণনা রাসূল (ছাঃ) থেকে পাওয়া যায়। যা রিজালশাস্ত্রবিদগণ ও মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমতে যঈফ এবং মওযূ বা জাল। নিম্নে যথাযথ প্রমাণসহ আলোচনা উত্থাপন করা হ'লঃ

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ-

(১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং বিতর পড়তেন।[১]

হাদীছটি একটিই মাত্র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, قد تتبعت مصادره فلم أجد إلا من طريقة 'আমি যথাযথভাবে এর সূত্র অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু একটি মাত্র সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্র পাইনি'। মুহাদ্দিছ তাবারাণীও অনুরূপ কথা বলেন।[২] তাছাড়া ৮ রাক'আত সংক্রান্ত বর্ণিত সমস্ত ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী।

(ক) শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, إنه موضوع 'হাদীছটি জাল'।[৩]

(খ) স্বয়ং ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ) তাঁর 'সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করে বলেন, تفرد به أبو شيبة وهو ضعيف 'আবু শায়বাহ (ইবরাহীম ইবনু ওছমান) হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছে। সে যঈফ রাবী'।[৪]

(গ) হানাফী মাযহাবের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব 'হেদায়া'র প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম (মৃঃ ৬৮১ হিঃ) হানাফী উক্ত হাদীছটি সম্পর্কে বলেন, ضعيف بأبى شيبة إبراهيم بن عثمان جد الإمام أبى بكر بن أبى شيبة متفق على ضعفه مع مخالفته للصحيح- 'সকলের (মুহাদ্দিছগণের) ঐক্যমতে যঈফ সাব্যস্ত রাবী আবু শায়বাহ ইবরাহীম ইবনু ওছমান উক্ত হাদীছের সনদে থাকায় হাদীছটি যঈফ; তা সত্ত্বেও ছহীহ হাদীছের বিরোধী'।[৫]

(ঘ) উক্ত হেদায়া কিতাবের হাদীছসমূহের যাচাইকারী প্রখ্যাত হানাফী আলেম আল্লামা যায়লাঈ (মৃঃ ৭৬২ হিঃ) উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন,

وهو معلول بأبى شيبة إبراهيم ابن عثمان جد الإمام أبى بكر بن أبى شيبة وهو متفق على ضعفه ولينه ابن عدى فى الكامل ثم إنه مخالف للحديث الصحيح عن أبى سلمة عبد الرحمن أنه سأل عائشة...

'ইবরাহীম ইবনু ওছমানের কারণে হাদীছটি ত্রুটিপূর্ণ। সে সর্বসম্মতিক্রমে যঈফ। ইবনু আদী তাঁর 'কামেল' গ্রন্থে এ হাদীছকে দুর্বল বলেছেন। এতদসত্ত্বেও আবু সালামাহ জিজ্ঞাসিত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত (৮ রাক'আতের) ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী'।[৬]

(ঙ) জগদ্বিখ্যাত রিজালশাস্ত্রবিদ আল্লামা যাহাবী (রহঃ) বলেন, من مناكير أبى شيبة 'আবু শায়বাহ ছহীহ রেওয়ায়াতের বিরোধী হাদীছ বর্ণনাকারী হিসাবে মুনকার 'রাবী'। সবচেয়ে অনুধাবনযোগ্য হ'ল, তিনি এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে উক্ত ২০ রাক'আতের বর্ণনাটিই সেখানে উদ্ধৃত করেছেন।[৭] ফালিল্লাহিল হাম্দ।

(চ) ছহীহ বুখারীর বিশাল ভাষ্যগ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারী' প্রণেতা আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ) হানাফী উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন,

جد أبى بكر ابن أبى شيبة كذبه شعبة وضعفه أحمد وابن معين والبخارى والنسائى وغيرهم-

১. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২/২৮৬ পৃঃ; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৫, ২/৬৯৮ পৃঃ; তাবরানী, মু'জামুল কাবীর ৩/১৪৮ পৃঃ।*
২. *ঐ, ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ১৯।*
৩. *আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪০৮ হিঃ), হা/৫৫৯, ২/৩৫-৩৭ পৃঃ।*
৪. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/৪৬১৫, ২/৬৯৮ পৃঃ দ্রঃ।*
৫. *ইবনুল হুমাম, ফাৎহুল ক্বাদীর শরহে হেদায়াহ (পাকিস্তানঃ আল-মাকতাবাতুল হাবীবিয়াহ, তাবি), ১/৪০৭ পৃঃ।*
৬. *আল্লামা হাফেয যায়লাঈ, নাছবুর রায়ইয়াহ (রিয়াযঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, ১৯৭৩ খৃঃ/১৩৯৩ হিঃ), ২/১৫৩ পৃঃ।*
৭. *মীযানুল ই'তেদাল ১/৪৭-৪৮ পৃঃ, রাবী নং ১৪৫।*

আবু শায়বাহকে ইমাম শু'বাহ (রহঃ) মিথ্যুক বলেছেন এবং ইমাম আহমাদ, ইবনু মুঈন, ইমাম বুখারী, নাসাঈ (রহঃ) সহ অন্যান্যরাও তাকে যঈফ বলেছেন'।[৮]

(ছ) আল্লামা মুয্যী (রহঃ) আবু শায়বাহ ইবরাহীম ইবনু ওছমানকে মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী আখ্যায়িত করার পর তিনিও দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই ২০ রাক'আতের হাদীছটিই পেশ করেছেন। অতঃপর বলেছেন, قد ضعفه أحمد وابن معين والبخارى والنسائى وأبوحاتم الرازى وابن عدى وأبو داود والترمذى وقال فيه منكر الحديث-

'ইমাম আহমাদ, ইবনু মুঈন, বুখারী, নাসাঈ, আবু হাতিম রাযী, ইবনু আদী, আবুদাঊদ এবং তিরমিযী (রহঃ) হাদীছটিকে যঈফ বরেছেন। ইমাম তিরমিযী কখনো তাকে মুনকারও বলেছেন'।[৯] ইমাম নাসাঈ অন্যত্র متروك الحديث 'হাদীছের পরিত্যক্ত রাবী' বলেছেন।[১০]

(জ) ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, إسناده ضعيف 'এই হাদীছের সনদ যঈফ'।[১১] অন্যত্র উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন, متروك الحديث 'হাদীছের পরিত্যক্ত রাবী'।[১২]

(ঝ) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী বলেন, هذا الحديث ضعيف جدًا لاتقوم به حجة 'এই হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ; এর দ্বারা কখনো দলীল সাব্যস্ত হবে না'।[১৩]

(ঞ) আহমাদ ইবনু হাজার আল-হায়ছামী (রহঃ) বলেন, إنه شديد الضعف 'হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ'। অতঃপর তিনি মুওযূ বা জাল বলে উল্লেখ করেন।[১৪]

সম্মানিত পাঠক! রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত ২০ রাক'আত তারাবীহ্র একটি মাত্র বর্ণনা সম্পর্কে রিজালশাস্ত্রবিদ, মুহাদ্দিছ ও জগদ্বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামের বলিষ্ঠ উক্তি সমূহ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হ'ল, যাদের অধিকাংশই হানাফী আলেম। তবে যৎসামান্যই পেশ করা হ'ল। এরূপ উক্তি অনেক আছে যা এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।[১৫] তাতে নিঃসঙ্কোচে এবং নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, এটি একটি মিথ্যা, জাল ও বানাওয়াট হাদীছ। এরূপ বাজে বর্ণনা দ্বারা কি কখনও ইবাদত সাব্যস্ত হয়?

অতএব প্রমাণিত হ'ল যে, রাসূল (ছাঃ) থেকে ২০ রাক'আত তারাবীহ্র কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা পৃথিবীতে নেই। যেমন আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) ২০ রাক'আতের হাদীছকে দলীলের অযোগ্য ঘোষণা করার পর বলেন, فالحاصل أن العشرين ركعة لم تثبت من فعله صلى الله عليه وسلم 'প্রমাণিত হ'ল যে, বিশ (২০) রাক'আত তারাবীহ রাসূল (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়নি'। তিনি আরো বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় কোন দিনই ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি। কারণ তিনি কোন আমল করলে নিয়মিত করতেন। সুতরাং لو فعل العشرين ولو مرة لم يتركها أبدًا 'তিনি যদি জীবনে একবারও ২০ রাক'আত পড়তেন তাহ'লে কখনো তা বর্জন করতেন না'।[১৬]

সুধী পাঠক! চ্যালেঞ্জদাতাদের দাবী যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ তা কি তাদেরই আলেমগণের দ্বারা প্রমাণিত হয়নি?

দুইঃ চার খলীফা সহ সকল ছাহাবীর আমল ছিল ২০ রাক'আত। তাদের অনেকেই বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৮ রাক'আতই পড়েছেন, তবে ২০ রাক'আত পড়া চার খলীফার সুন্নাত। ২০ রাক'আতের পক্ষে ৩০০-এর অধিক দলীল রয়েছে। এর প্রতি ছাহাবীদের ঐক্যমত রয়েছে এবং পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে ইজমা হয়েছে।

পর্যালোচনাঃ তাদের উক্ত দাবীও মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর। ৩০০ কেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত হিসাবে একটি মাত্র ছহীহ হাদীছই মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট। ২০ রাক'আত তারাবীহ চার খলীফার সুন্নাত নয় এবং এ বিষয়ে ছাহাবীগণের ইজমাও নেই। এগুলি স্রেফ দলীয় প্রচারণা মাত্র। চার খলীফার মধ্যে আবুবকর (রাঃ)-এর পক্ষে থেকে বা তাঁর সময় সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই, ওছমান (রাঃ)-এর সময় সম্পর্কেও কোন বর্ণনা নেই। কিন্তু ওমর ও আলী (রাঃ)-এর যুগে যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমল ৮ রাক'আতই চালু ছিল তা কয়েকটি ছহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৮ রাক'আতই পড়েছেন তবে ২০ রাক'আত পড়া চার খলীফার সুন্নাত' কথাটি ধৃষ্টতাপূর্ণ। কারণ (ক) ওমর ও আলী (রাঃ) -এর যুগে যে রাসূলের আমলই চালু ছিল তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত (খ) ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর

৮. *আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী, উমদাতুলকারী শারহু ছহীহিল বুখারী (পাকিস্তানঃ আল-মাকতাবাতুর রশীদিয়াহ, ১৪০৬ হিঃ), ১১/১২৮ পৃঃ।*
৯. *আল-হাবী লিল ফাতাওয়া ১/৫৩৮ পৃঃ 'আল-মাছাবীহ ফী ছালাতিত তারাবীহ' অংশ দ্রঃ।*
১০. *মীযানুল ই'তেদাল, ১/৪৭ পৃঃ।*
১১. *ফাৎহুলবারী ৪/৩১৯ পৃঃ, হা/২০১৩-এর আলোচনা দ্রঃ।*
১২. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব (সিরিয়াঃ দারুর রশীদ, ১৯৮৮/১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ৯২, রাবী নং-২১৫।*
১৩. *আল-হাবী লিল ফাতাওয়া, ১/৫৩৭ পৃঃ।*
১৪. *ইবনু হাজার আল-হায়ছামী, আল-ফাতাওয়াউল কুবরা, ১/১৯৫ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ২০।*
১৫. *মীযানুল ই'তেদাল ১/৪৭ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ১৯-২১।*
১৬. *আল-হাবী লিল ফাৎওয়া, ১/৫৩৬-৩৭ পৃঃ দ্রঃ।*

বিপরীত আমল করবেন তা কখনই সম্ভব নয় (গ) তাদের যুগে বিশ রাক'আত তারাবীহ চালু ছিল মর্মে যে কয়েকটি বর্ণনা এসেছে,তার সবই জাল, যঈফ ও বানাওয়াট। আর এটা জানা কথা যে, ছহীহ বর্ণনা বিদ্যমান থাকতে কখন যঈফ বর্ণনা গ্রহণীয় নয়। নিম্নে জাল-যঈফ কয়েকটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা কয়েকটি তুলে ধরা হ'লঃ

(١) عن السائب بن يزيد قَالَ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً...

(১) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর (রাঃ)-এর যামানায় রামাযান মাসে লোকেরা (রাত্রিতে) ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করত। এটি শুধুমাত্র বায়হাক্বীতে বর্ণিত হয়েছে।[১৭] এটি তিনটি দোষে দুষ্টএবং এটি জাল বা মিথ্যা।[১৮]

দ্বিতীয়তঃ ৮ রাক'আতের পক্ষে সায়েব ইবনু ইয়াযীদ থেকে মোট ৪টি হাদীছ এসেছে, যার সবগুলিই মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমতে ছহীহ। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে এ বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত।

জ্ঞাতব্যঃ 'উমদাতুল ক্বারী' প্রণেতা আল্লামা আইনী বায়হাক্বীর উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত জাল বর্ণনার শেষে সংযোজন করেছেন , وعلى عهد عثمان وعلى مثله 'এবং ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর সময়েও এরূপভাবে (২০ রাক'আত) পড়া হ'ত'।[১৯] অথচ বায়হাক্বীর কোন গ্রন্থেই উক্ত বাড়তি ইবারতটুকু নেই। যেমন আল্লামা নীমভী হানাফী (রহঃ) তাঁর 'তা'লীকু আছারিস সুনান' গ্রন্থে বলেন, قول مدرج لايوجد فى تصانيف البيهقى '(আইনীর) উক্ত বক্তব্য নিজের পক্ষ থেকে সংযুক্ত; বায়হাক্বীর গ্রন্থসমূহে যা পাওয়া যায় না'।[২০] অতএব এরূপ উদ্ভট কথা প্রচার করা প্রতারণার শামিল। উল্লেখ্য, সায়েব ইবনু ইয়াযীদ থেকে আরো তিনটি বর্ণনা রয়েছে যা পরস্পর বিরোধী হওয়ায় যঈফ।

উক্ত বর্ণনাটি ব্যতীত বাকী সবই বিভিন্ন ব্যক্তির বর্ণিত, যা ছহীহ নয়। যার কিছু নমুনা প্রদত্ত হ'লঃ

(٢) عن يحيى بن سعيد أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً-

(২) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে লোকদের সাথে ২০ রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটি শুধু ইবনু আবী শায়বাহ তার 'মুছান্নাফে' এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[২১] আছারটি যঈফ ও মুনকার। এর সনদে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ নামক রাবী ত্রুটিপূর্ণ। আল্লামা ইমাম নীমভী (রহঃ) বলেন, يحيى بن سعيد الأنصارى لم يدرك عمر رضى الله عنه- 'ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ওমর (রাঃ)-এর যামানা পায়নি'।[২২] ছাহেবে তুহফাহ বলেন, هذا الأثر منقطع لايصلح للاحتجاج 'এই আছারটির সনদ বিচ্ছিন্ন, ফলে দলীল গ্রহণ করা ঠিক নয়'।[২৩] এছাড়া সমস্ত ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী।

(٣) عن يزيْد بْن رُوْمَانَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيْ رَمَضَانَ بِثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً-

(৩) ইয়াযীদ ইবনু রূমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ওমর (রাঃ)-এর যুগে লোকেরা রামাযান মাসে রাত্রিতে ২৩ রাক'আত ছালাত আদায় করত'।[২৪] বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার। ইমাম বায়হাক্বী, নববী, আল্লামা আইনী হানাফী, আল্লামা যায়লাঈ হানাফী, শায়খ আলবানী প্রমুখ মুহাদ্দিছ কেউ যঈফ, কেউ মুনকার ইত্যাদি মন্তব্য করেছেন।[২৫]

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এই আছারটিকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। অথচ মুহাদ্দিছগণের দৃষ্টিতে এর অবস্থা বর্ণনাযোগ্য কি?

(٤) عَنِ الْحَسَنَاءِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِهِمْ فِى رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

(৪) আবুল হাসানা হ'তে বর্ণিত, আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সে যেন লোকদেরকে নিয়ে রামাযান মাসে ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়ায়।[২৬]

এ বর্ণনাটিও যঈফ অথবা জাল। এর সনদে আবু সা'দুল বাকাল ও আবুল হাসানা দু'জন ত্রুটিযুক্ত রাবী রয়েছে। যেমন ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনাটি উল্লেখের পর বলেন, فى

১৭. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৭, ২/৬৯৮ পৃঃ।
১৮. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৪৪৭ পৃঃ।
১৯. উমদাতুল ক্বারী ৭/১৭৮ পৃঃ, 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়।
২০. মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৩ পৃঃ, হা/১৩১০-এর আলোচনা দ্রঃ।
২১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (৩)।
২২. মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৪ পৃঃ।
২৩. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৫ পৃঃ।
২৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/১১৫ পৃঃ; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৮, ২/৬৯৯ পৃঃ।
২৫. ইরওয়াউল গালীল ২/১২৯ পৃঃ, হা/৪৪৬ -এর আলোচনা দ্রঃ; উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী ৭/১৭৮ পৃঃ, 'তারাবীহ্র ছালাত' অধ্যায়; আল্লামা নববী, আল-মাজমূ' ৪/৩৩ পৃঃ; আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত (বৈরুতঃ ১৯৮৫/১৪০৫ হিঃ), ১/৪০৮ পৃঃ, হা/১৩০২ -এর টীকা নং-২; নাছবুর রায়াহ ২/১৫৪ পৃঃ।
২৬. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (২); বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা হা/৪৬২১, ২/৬৯৯ পৃঃ।

هذا الإسناد ضعف 'এই সনদে দুর্বলতা রয়েছে'।[২৭]

অনুরূপ আল্লামা যাহাবী, ইবনু হাজার আসক্বালানী, শায়খ আলবানী সহ প্রায় সকলেই উক্ত রাবীদ্বয় এবং এ বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[২৮] অতএব একে জাল বলাই শ্রেয়।

সুধী পাঠক! উপরোক্ত চারটি বর্ণনার যে করুণ অবস্থা, অন্যান্য বর্ণনাগুলির অবস্থাও অনুরূপ; বরং আরো শোচনীয়, যা মুহাদ্দিছগণের তীক্ষ্ণ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। এগুলির অধিকাংশই মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ও বায়হাক্বীর মত গ্রন্থে স্থান হয়েছে, নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থে এগুলির স্থান হয়নি। অতএব এগুলি দলীল হিসাবে পেশ করা মারাত্মক অন্যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন হাদীছ বর্ণনা করল, সে জানে যে তা মিথ্যা, তাহ'লে সেও মিথ্যুকদের একজন'।[২৯] অতএব মুহাদ্দিছগণের তীক্ষ্ণ গবেষণায় প্রমাণিত হ'ল যে, চার খলীফা সহ অন্যান্য ছাহাবীগণও ২০ রাক'আত পড়েননি বা পড়তে বলেননি। যেমন বিশ্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, لقد تبين لكل عاقل منصف أنه لايصح عن أحد من الصحابة صلاة التراويح بعشربن ركعة- 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ছাহাবায়ে কেরামের কোন একজনের পক্ষ থেকেও ২০ রাক'আত তারাবীহ্ ছহীহ বলে প্রমাণিত হয়নি'।[১৪৬] সুতরাং তাদের দাবী যে ভ্রান্তিপূর্ণ তা সত্যে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে ছাহাবীদের যুগে যে রাসূল (ছাঃ)-এর আমল ৮ রাক'আতই চালু ছিল, তার পক্ষে বলিষ্ঠ দলীল সমূহ বিদ্যমান। যথাস্থানে তার আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

এক্ষণে কেউ যদি বলে, এতগুলি বর্ণনা থাকতে কেন আমল করা যাবে না? যেমন তারা মিথ্যা দাবী করেছে যে, ২০ রাক'আতের পক্ষে ৩০০-এর অধিক দলীল রয়েছে। উক্ত বক্তব্য খণ্ডনে রাসূল (ছাঃ)-এর ছোট্ট একটি কথাই যথেষ্ট। তিনি বলেন, فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ 'মানুষের কি হ'ল যে, তারা অধিক শর্তারোপ করছে অথচ তা আল্লাহ্র বিধানে নেই। মনে রেখ, যে শর্ত আল্লাহ্র সংবিধানে নেই তা বাতিলযোগ্য যদিও তা একশ' শর্তের বেশী হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তই সর্বাধিক অভ্রান্ত এবং তাঁর শর্তই চূড়ান্ত'।[৩০]

এজন্যই শায়খ আলবানী উক্ত বর্ণনাগুলির সমালোচনা করতে গিয়ে সবশেষে মন্তব্য করেন, إن وجوده وعدمه سواء 'নিশ্চয়ই এগুলি থাকা আর না থাকা একই সমান'।[৩১]

অতএব ৩০০ কেন ৩,০০০ (তিন হাযার) বর্ণনা থাকলেও কখনই তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন আল্লামা ছান'আনী (১০৯৯-১১৮২হিঃ) ২০ রাক'আতের বর্ণনা সমূহকে ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করার পর সবশেষে মন্তব্য করে বলেন, فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذى اتفق عليه الأكثر بدعة 'এ সমস্ত আলোচনা থেকে তুমি উপলব্ধি করতে পারলে যে, অধিকাংশই যারা এই পদ্ধতিতে (২০ রাক'আত) তাবরাবীহ ছালাত আদায়ের কথা বলছেন, আসলে তা বিদ'আত'।[৩২]

* ওমর (রাঃ)-এর যুগে ২০ রাক'আত তারাবীহ্র উপর ইজমা হয়েছে মর্মে কথাটিও প্রবঞ্চনাপূর্ণ। এবক্তব্যের সর্বপ্রথম আবিষ্কারক হ'লেন 'উমদাতুল ক্বারী' প্রণেতা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ)।[৩৩] অর্থাৎ ৮শ' হিজরীর পর। কারণ হ'ল যখন বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ওমর (রাঃ) ৮ রাক'আত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন ২০ রাক'আতের আমল বিলুপ্তি প্রায়। এমনি এক সন্ধিক্ষণে তিনি জাল বর্ণনা সমূহের নিরিখে সৃষ্টি করেন যে, পূর্বে যা-ই থাক ওমর (রাঃ)-এর যুগের শেষ পর্যায়ে ২০ রাক'আতের উপর ইজমা হয়েছে (নাঊযুবিল্লাহ)। অতঃপর তারই সুরে সুর মিলিয়েছেন 'মিরক্বাত' প্রণেতা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ)।[৩৪] তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সবাই একই কথায় মেতে উঠেছেন। অথচ তা যে চরম ভ্রান্তিপূর্ণ তা কেউ লক্ষ্য করেছেন কি? যেমন-

(১) তিনি নিজেই তার উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) মদীনায় মসজিদে নববীতে ৩৬ রাক'আত পড়তেন (যদিও কথাটি সঠিক নয়)। তাহ'লে যে মদীনাতে ইজমা ঘোষিত হ'ল, সেখানে কিভাবে ৩৬ রাক'আত চালু হ'ল? এছাড়া তিনি ৪১, ৩৯, ৪৭, ২৮, ২৪

---

২৭. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ২/২৯৯-৩০০ পৃঃ।*
২৮. *মীযানুল ই'তেদাল ৪/৫১৫ পৃঃ; তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৬৩৩; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৬।*
২৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯ 'ইলম' অধ্যায়।*
৩০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৭৭; বঙ্গানুবাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৭৫২ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।*
৩১. *ছলাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫৭।*
৩২. *ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আছ-ছান'আনী, সুবুলুস সালাম শরহে বলুগুল মারাম (রিয়াযঃ ১৯৯৫/১৪১৫ হিঃ), ২/৫৩৩ পৃঃ, হা/৩৪৭-এর আলোচনা, 'নফল ছালাত' অনুচ্ছেদ।*
৩৩. *দেখুনঃ উমদাতুল ক্বারী, ৭/২০৪ পৃঃ।*
৩৪. *মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহে আল-মিশকাতুল মাছাবীহ (ঢাকাঃ রশীদিয়াহ লাইব্রেরী, তাবি), ৩/১৯৪ পৃঃ, 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।*

ও ১১ বিভিন্ন রাক'আতের আমল ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৫] তাহ'লে তিনি কি বিভ্রমে পতিত হননি? তার বক্তব্যেই প্রমাণিত হয়েছে যে, ওমর (রাঃ)-এর যুগে ইজমা হওয়া তো দূরের কথা ১৭৯ হিজরীতে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্তও বিশ রাক'আতের উপর ইজমা হয়নি।

(২) মুহাদ্দিছগণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রমাণিত হয়েছে, ২০ রাক'আতের কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। তাই জাল ও দুর্বল সূত্রের উপর ভিত্তি করে যদি কোন বিষয়ে ইজমা হয়, তাহ'লে সেটাও হবে জাল ও দুর্বল সূত্রভিত্তিক। যেমনটি শায়খ আলবানী পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, لايعول عليه لأنه بنى على ضعيف وما بنى على ضعيف فهو ضعيف 'এই ইজমার প্রতি কখনো বিশ্বাসভাজন হওয়া যাবে না, কারণ এর ভিত দুর্বল। আর দুর্বল ভিত্তির উপর যা গড়ে উঠে সেটাও দুর্বল হয়'।[৩৬] শায়খ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, دعوى الإجماع على عشرين ركعة واستقرار الأمر على ذلك في الأمصار باطلة جداً। 'বিশ রাক'আতের প্রতি ইজমা হয়েছে এবং সর্বত্র তা স্থায়ী হয়েছে এই দাবী চরম মিথ্যা ও পরিত্যক্ত'।[৩৭]

দুর্ভাগ্য, আজকে শরী'আত বিধ্বংসী মাযহাবী আমলকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইজমার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। তাই বিশ্ববিখ্যাত মহামনীষী, লেখনী জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, উপমহাদেশের বিপ্লবী সংস্কারক নবাব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭ হিঃ/১৮৩২-৯০ খৃঃ) ঘৃণাচ্ছলে বলেন, من مذاهب أهل العلم يظن أن ما اتفق عليه أهل مذهبه أو أهل قُطره هو إجماع وهذه مفسدة عظيمة-

'মাযহাবপন্থী আলেমগণের ধারণা হ'ল, যে বিষয়ে মাযহাবের অনুসারীগণ অথবা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীরা ঐক্যমত পোষণ করেছে, সেটাই ইজমা। অথচ এটা এক মহাবিপদাত্মক বিভ্রান্তি'।[৩৮]

[চলবে]

৩৫. *উমদাতুল ক্বারী, ৭/২০৪-৫ পৃঃ।*
৩৬. *ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭২।*
৩৭. *তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৪৪৭ পৃঃ।*
৩৮. *ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী, আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ মিন কাশফে মাত্বালিবি মাহীহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ১/৩ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ পৃঃ, ৭২-৭৩।*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

পাত্রী নির্বাচন

ওমর (রাঃ) জনসাধারণের সঠিক অবস্থা জানার জন্য রাত্রিতে ভ্রমণ করতেন। এক রাতে একটি ছোট্ট কুঠিবাড়ীর সামনে এলে তিনি বাড়ীর ভিতরের কথাবার্তা শুনতে পেলেন। মা মেয়েকে আদেশ করছেন, 'দুধের সাথে পানি মিশাও। রাত ভোর হয়ে এল'। মেয়ে উত্তর দিল, 'ওমর (রাঃ) দুধে পানি মিশাতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানতে পারলে শাস্তি দিবেন'।

মা বললেন, 'ওমর দেখতে পেলে তো'? মেয়ে বলল, 'ওমর (রাঃ) দেখতে না পেলেও আল্লাহ অবশ্যই দেখতে পাবেন। তাই আমি এ কাজ করতে পারব না'। ওমর (রাঃ) বাড়ীটি চিহ্নিত করে ফিরে এলেন। তিনি তাঁর এক ছেলের সাথে মেয়েটির বিয়ে দিলেন। তিনি এক বিশাল মুসলিম জাহানের সুশাসক ও খলীফা। তিনি তাঁর ছেলেকে একটি অভিজাত পরিবারে বিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর কাছে সেটি বড় বিষয় নয়, তাঁর কাছে বড় বিষয় আল্লাহভীরু ও সচ্চরিত্রা মেয়ে। পাত্রী নির্বাচনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাত্রীর এ গুণের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে বলেছেন। অথচ আমরা সেটিকে মোটেই গুরুত্ব দিই না। গুরুত্ব না দেওয়া প্রসঙ্গে একটি গল্প নিম্নে বিবৃত করছি।

আবুল ক্বাসেম এক ধনী পরিবারের একমাত্র ছেলে। মাতা-পিতার ইচ্ছা তারা ছেলেকে তাদের সমপর্যায়ের এক অভিজাত পরিবারে বিয়ে দিবেন। ছেলেটি বিয়ের বয়সে উপনীতও হয়েছে। পরিবারটির পেশা ব্যবসা। ছেলেটি ব্যবসা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে। তাদের গ্রাম থেকে বেশ দূরে একটি গ্রামে সে পরী নামে এক মেয়েকে দেখে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। মেয়েটির এক ভাই ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। ভাই-ই তার অভিভাবক। ছেলেটি ভাই-এর কাছে পরীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে ভাই ভালভাবে বুঝতে পারে, সে তার বোনকে আন্তরিকভাবে বিয়ে করতে চায়। এজন্য ভাই ছেলের প্রস্তাবে রাযী হয়ে বোনকে তার হাতে তুলে দেয়।

ক্বাসেম পরীকে বিয়ে করে তাকে নিয়ে বাড়ী এলে ক্বাসেমের মাতা-পিতা তখন থেকেই অহেতুক মেয়েটির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। পরী দেখতে সুন্দরী ও সচ্চরিত্রা মেয়ে, ব্যবহারও ভাল। তথাপি সে শ্বশুর-শাশুড়ীর মন জয় করতে ব্যর্থ হয়। ছেলে যাতে তাকে পরিত্যাগ করে, সে জন্য মেয়েটির বিভিন্ন কাজে খুঁত ধরতে থাকে। পরিকল্পিতভাবে তার কাজে খুঁত সৃষ্টি করে।

একদিন বৌ তরকারী রাঁধতে রাঁধতে একটু সরে গেলে শাশুড়ী সে সুযোগে তরকারীতে লবণ মিশিয়ে দেয়। বৌয়ের ননদ নূরী মায়ের এ কাজ দেখতে পায়। কিন্তু সে ভয়ে কিছুই বলে না। খেতে বসে তরকারী অত্যন্ত বিস্বাদ

লাগলে শাশুড়ী বৌকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। শ্বশুরও তখন বলে বসে, 'ফকীরের বেটিকে এ বাড়ী থেকে না তাড়ালে আর নয়'।

সেদিন ক্বাসেম বাড়ী ছিল না। সে বাড়ী এলে মা তাকে বৌয়ের কাজের ত্রুটির কথা জানায় এবং মন্তব্য করে অল্পদিনের মধ্যেই তারা তাকে আবার বিয়ে দিবে। ক্বাসেম বৌকে মনে-প্রাণেই গ্রহণ করেছে। বৌয়ের কোন আচরণে ও কথাবার্তায় সে কোন দোষ পায় না। তাই সে দ্বিতীয় বিয়েতে অমত করে। বৌ শ্বশুর-শাশুড়ীর কথাবার্তায় ও আচরণে মনমরা হয়ে না খেয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে। বোন নূরী এসে গোপনে ভাইকে জানায়, মা-ই তরকারীতে অধিক লবণ মিশিয়ে তরকারী বিস্বাদ করে দিয়েছে। বোনের কথা শুনে বৌয়ের প্রতি স্বামীর ভালবাসা আরো বেড়ে যায়।

বিয়ের পর অনেকদিন কেটে গেছে। পরীর ভাই বোনকে দেখতে এসেছে। বোনের শাশুড়ী তাকে দারুণ অপমানজনক কথা শোনায়। শাশুড়ী বলে, 'কেন আমার ছেলের ঘাড়ে বোনকে চাপিয়ে দিয়েছ? কোথাও আর বর পাওনি? ফকীরের ঘরের মেয়ে কোন কাজ-কাম জানে না। তাকে দিয়ে আমাদের সংসার চলবে না'। পরীর শ্বশুরও তাকে নানা অপমানজনক কথা বলে। গামলা ভর্তি ভাত-তরকারী এনে তার সামনে রেখে দিয়ে বলা হয়, 'যত ইচ্ছা খাও, খেয়ে চলে যাও, কিন্তু বোনের সাথে দেখা করতে পারবে না'। পরীর ভাই না খেয়েই বাড়ী থেকে চলে যায়। সে নিজ মনে আফসোস করতে থাকে 'আমি নিজেই বোনটির সর্বনাশ করেছি। কেন আমি তাকে আমার মত গরীব ঘরে বিয়ে দিলাম না'?

ক্বাসেম ব্যবসার কাজে ঠিকমত বাড়ী থাকতে পারে না। বৌ না খেয়ে খেয়ে এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর কথার বানে জর্জরিত হয়ে দারুণ অসুখে পড়ে এবং সে অসুখে মারা যায়। তাকে বাড়ী হ'তে কিছু দূরে নদীর পাশে একটি গাছের নীচে সমাধিস্থ করা হয়। ক্বাসেম বাড়ী এসে বৌয়ের মৃত্যুতে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়। সে বৌয়ের কবর দর্শন করে শোকে-বিহ্বল চিত্তে ঐ গাছের নীচে বসে থাকে।

এদিকে ভাইবোনের অশান্তিতে দারুণ আঘাত পায়। সেও অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার অসুখের খবর নিয়ে এক লোক নদীপথে এসে গাছের নীচে এক লোককে দেখতে পেয়ে ক্বাসেমের বাড়ীর খোঁজ করে। লোকটি যখন কথাবার্তায় জানাল, সে-ই পরীর স্বামী, সে তখন তাকে সংবাদ জানায়। ক্বাসেম বলে, 'যার সংবাদ তাকে জানাও। ঐ গাছের নীচে সে আরামে শুয়ে আছে'। পরীর এত তাড়াতাড়ি মৃত্যুতে সংবাদবাহক লোকটিও অত্যন্ত ব্যথিত হয়।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সাং- সন্ন্যাসবাড়ী
পোঃ বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

চিকিৎসা জগৎ

মেছতার চিকিৎসা

মেছতার ইংরেজী নাম মেলাজমা। গ্রীক শব্দ মেলাজ থেকে শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ কালো। রোগীর মুখমণ্ডল বা গলায় বাদামী কিংবা ধূসর বর্ণের কিছু দাগের বর্ণনায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণত শরীরের তথা মুখমণ্ডলের যেসব জায়গায় সূর্যরশ্মি পড়তে পারে সেসব এলাকায়ই এ দাগগুলি সীমাবদ্ধ থাকে। দাগগুলি আস্তে আস্তে শুরু হয় এবং প্রায়ই গালের দু'পার্শ্বে সমভাবে অথবা লম্বা আকারে ছোপ ছোপ অবস্থায় প্রকাশ পেতে পারে। আক্রান্ত জায়গাগুলি হচ্ছে ভ্রুর নিচে, নাকের উপর, গালের দু'পার্শ্বে প্রজাপতির মত, উপরের ঠোঁটে, মুখের চারপাশে।

মেছতার চিকিৎসার ব্যাপারে অনেকের মনে হয়তো সংশয় বা দ্বিধা থাকতে পারে, এটা বোধ হয় চিকিৎসার মাধ্যমে সারিয়ে তোলা বা আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায় না। আসলে এ ধারণা অমূলক। সঠিকভাবে কারণ জেনে যথাযথ চিকিৎসা করালে ও কিছু ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যেতে পারে। চিকিৎসার পূর্বে অবশ্যই রোগটির সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।

রোগ সৃষ্টির ইতিহাস আজো সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে যেসব কারণ উল্লেখযোগ্য সেগুলি হচ্ছে- গর্ভাবস্থায়, গর্ভনিরোধক বড়ি, এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন নামক হরমোনের ব্যবহার, কিছু কিছু ওষুধের ব্যবহার। সূর্যরশ্মি ও বংশগত ফ্যাক্টর মেছতার উৎপত্তির সাথে জড়িত। যদিও জাতি, বয়স, লিঙ্গভেদে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের মাঝে মেছতার আধিক্য তুলনামূলকভাবে বেশী। আমরা যদি শতকরা অনুপাতে কারণগুলি বর্ণনা করতে যাই, তাহ'লে দেখতে পাবঃ

হরমোনজনিত কারণঃ গর্ভাবস্থা (বহু) ৩০-৬০%, এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন তারতম্য ৯-২০%, থাইরয়েড গ্লান্ডের অস্বাভাবিকতা ৫৮%।

বংশগতঃ সূর্যরশ্মি দ্বারা প্রভাবিত মেছতা ১০০% প্রসাধনী ৮০ ভাগেরও বেশী। ওষুধ অজানা শতকরা ২০ ভাগের ওপর রোগীরা বংশগত সম্পর্কের কথা বলে থাকেন। বয়ঃসন্ধিকাল, গর্ভাবস্থা ও সূর্যরশ্মি মেছতা বৃদ্ধি করে থাকে। মেছতা গ্রীষ্ম প্রধান ও সাবট্রপিক্যাল দেশগুলিতে যেখানে সূর্যরশ্মি প্রখর সেখানে আধিক্য দেখা যায়। গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে মেছতা দেখা দিতে পারে ও প্রসবের পর ধীরে ধীরে তা কমে আসে এবং পরবর্তী গর্ভাবস্থাগুলিতে আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্রকারভেদঃ বিশেষ এক ধরনের ল্যাম্প (যা উডস লাম্প নামে পরিচিতি)-এর দ্বারা পরীক্ষা করে আমরা মেছতাকে চারভাগে ভাগ করতেপারি। যথাঃ

এপিডারমালঃ এই প্রকার মেছতার দাগগুলি হয় বাদামী রঙের এবং ল্যাম্প দিয়ে দেখলে দাগগুলির রং আরো বেশী দেখা যায়।

শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ রোগীর এই শ্রেণীর। এই পর্যায়ে চিকিৎসায় সবচেয়ে বেশী সাফল্য পাওয়া যায়।

ডারমালঃ এই প্রকারের দাগগুলি ছোট ছোট বা বড় বড় আকারে থাকে এবং গাঢ় বাদামী অথবা বেগুনাভ বাদামীর মতো দেখতে এবং ল্যাম্প সাহায্যে দেখলে রঙের তেমন তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। শতকরা ১৩ ভাগ রোগী এই পর্যায়ের। এদের চিকিৎসায় খুব কমই সাফল্য আসতে পারে।

মিশ্রঃ ছোপগুলি গাঢ় বাদামী রঙের এবং লাইটের সাহায্যে কিছু এলাকায় পরিবর্তনহীন অবস্থায় দেখা দিতে পারে। এসব রোগের ওষুধ প্রয়োগে ধীরগতিতে সাড়া মেলে এবং শতকরা ১০ ভাগ এই পর্যায়ে পড়ে।

মধ্যমঃ অত্যধিক কালো লোকের বেলায় ঘটে থাকে। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক আলোয় মেছতা বোঝা যায়। ল্যাম্পের আলোয় কোন পরিবর্তন ঘটে না। শতকরা ৫-৬ ভাগ এই পর্যায়ে পড়ে।

চিকিৎসা ও সতর্কতাঃ মেছতার রোগীরা তাদের মুখমণ্ডলে ত্বকের স্বাভাবিক রং ফিরে যেতে অত্যন্ত আগ্রহী। সঠিক ও যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে মোটামুটি ভাল থেকে চমৎকার ফল আশা করা যেতে পারে। তবে চিকিৎসার একপর্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অবশ্যই মূল্যায়ন করা উচিত।

মেছতা কোন ভয়াবহ রোগ নয়। এ ব্যাপারে রোগীরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারেন। রোগী এ ব্যাপারে ডাক্তারকে পূর্ণ সহযোগিতা করলে এই দাগগুলি নিরাময়যোগ্য ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। সূর্যরশ্মি ও হরমোনের তারতম্য যে মেছতা বৃদ্ধি করতে পারে এ ব্যাপারে রোগীকে সচেতন করতে হবে। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে বাইরে বেরুলে সে মেকআপ ব্যবহার করতে পারবে। এমনকি দাগগুলি ঢাকার জন্য কৃত্রিম প্রসাধনী ব্যবহার করলে দাগের ক্ষতি হবে না- এ ধারণা থাকতে হবে। অন্য কোনভাবে বিশেষ করে ডারমাল মেছতার ক্ষেত্রে অন্য কোন ওষুধ ব্যবহার বা প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক ত্বকের দাগ আরো বাড়িয়ে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে। সকল ওষুধ বিশেষ করে গর্ভনিরোধক বড়ি খাওয়া বন্ধ করতে হবে। যে সকল প্রসাধনী মুখের ত্বকের জন্য সহনশীল নয়, সেগুলির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। কখনো দাগ নিরাময়ের জন্য বাজারের দাগ নির্মূলকারী ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এগুলির ব্যবহারে দাগ চলে গিয়ে অতিরিক্ত সাদা হয়ে যেতে পারে এবং এই অবস্থা কোনভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না। প্রখর সূর্যালোকে বিশেষ করে সকাল ১০-টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই সময়টুকু যতটুকু পারা যায় সূর্যরশ্মি এড়িয়ে চলতে হবে। যদি বেরুতেই হয় তবে অন্তত ছাতা ব্যবহার করতে হবে অথবা মাথায় হ্যাট ও চোখে সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে। রোদ্রে বেরুবার আধঘন্টা আগে অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে।

ডাঃ এম. ফেরদৌস
এমবিবিএস, ডিডিভি (অষ্ট্রিয়া) সিএ ডার্ম (লন্ডন)
ত্বক ও কসমেটিকস বিশেষজ্ঞ
নাজ-ই-নূর হাসপাতাল।

কবিতা

বিষাদিত প্রাণ

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

বিশাল পৃথিবী যেন নরকের সম
এ ধরা আজিকে শুধু করে প্রবঞ্চনা।
এখানে মানুষ নেই নেই ভালবাসা
এখানে ধূসর আকাশ নেই সিক্ততা।
এখানে রাত্রি ঘুমায় স্তব্ধ বনানী
নেই কোন কোলাহল সুরের মাধুরী।
এখানে ফোটে না কলি রিক্ত ফুল ডোর
এখানে আসে না অলি হয় নাকো ভোর।
এখানে ডাকে না পাখি ধরে নাকো তান
সকলই তিমিরে ঘেরা বিষাদিত প্রাণ।
এখানে বিলুপ্ত প্রায় ধর্মীয় শাসন
মনগড়া মতবাদের উচ্চে আসন।
ক্ষণেক ক্ষমতা মোহে বিভোর মানুষ
ইনসানিয়াত লুপ্ত প্রায় নেই কারও হুঁশ।
এখানে উল্লাসিত ইবলীস বে-দ্বীন
ক্ষুণ্ন মনে দিন গণে প্রতিটি মুমিন।
পৃথিবীর সবখানে শুধু হা-হুতাশ।
পাপাচারে হয়ে গেছে বিষাক্ত বাতাস।
ধরণীর বিধর্মী যত কুচক্রীর দল
মুসলিম নিধন কাজ চালায় সকল।
এ বিশ্বে চলছে শুধু নিষ্ঠুর অত্যাচার
মুসলিম সন্তান আজ ধ্বংসের শিকার।

***

বাংলার বুশ

-নাছরুল্লাহ
কেশবপুর, যশোর।

বাংলার বুকে খাচ্ছে যারা,
লক্ষ টাকা ঘুষ।
তাদের আমি পদক দিলাম,
আমেরিকারই বুশ।
আমি শুধু ভাবি বসে
তাদের জঘন্য কাজ।
এমন কাজ করতে তারা,
একটুও পায় না লাজ?
আমি যখন ভাবি বসে
তাদের অপকর্মের কথা।
তাদের কথা ভাবতে ভাবতে
ধরে আমার মাথা।

কবে হ'ল কখন হ'ল?
এমন সন্ত্রাস?
যারা আজি আস্তে আস্তে
দেশকে করেছে গ্রাস।
এমন কথা ভাবতে ভাবতে
যখন আমি পথ চলি।
আমার তখন ইচ্ছা জাগে
তাদের ধরে দেই বলি।
এমন কাজটি করছে যারা,
ভাবছি বসে তাদের কথা।
অফিস-আদালতে গিয়ে দেখছি
তারাই দেশের মাথা।
এমনভাবে সবাই যদি,
হয়ে যায় সমান।
কেমনে বল থাকবে তবে,
মানি লোকের মান।

***

শয়তানের রাজত্ব

-মুহাম্মাদ মুইদুর রহমান
হোসেনপুর, মান্দা, নওগাঁ।

পৃথিবীতে মহা শয়তান
নাম ব্লেয়ার, শ্যারণ, বুশ,
মরণখেলায় মেতেছে তারা
ফিরেনি তাদের হুঁশ।
ফিলিস্তীনে অসহায় সব
হাযারও মুসলমান,
শ্যারণের ঐ অত্যাচারে
দিয়ে চলেছে প্রাণ।
ইরাকে ঐ বন্দী মানুষ
করছে হাহাকার,
কেউকি শুনতে পাচ্ছে না
তাদের করুণ সে চিৎকার।
আমেরিকার পা চাটা
ব্লেয়ার নামের এক শয়তান,
সামান্য কিছু টাকার লোভে
হারিয়ে ফেলে মান-সম্মান।
ইরানকে আজ মারবে বলে
হুমকি সারাক্ষণ,
শয়তানের এ রাজত্ব
আর চলবে কতক্ষণ।
ধ্বংস হবে এ রাজত্ব
ইসলামের হবে জয়,
বিশ্ববাসী হাসবে দেখে
ব্লেয়ার, শ্যারণ ও বুশের পরাজয়।

***

পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভাষা)-এর সঠিক উত্তর

১। সংস্কৃত। ২। চীনা।
৩। মালয় (ইংরেজী বর্ণ ব্যবহার করে)।
৪। আরবী। ৫। বাংলাদেশ।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। মারকারি বা পারদ। ২। হাইড্রোজেন। ৩। ডায়মণ্ড।
৪। কার্বন-ডাই অক্সাইড। ৫। বক্সাইট।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শহর পরিচিতি)

১। কোন শহরকে 'সাদা শহর' বলে?
২। কোন শহরকে 'গোলাপী শহর' বলে?
৩। কোন শহরকে 'বাতাসের শহর' বলে?
৪। কোন শহরকে 'গগণচুম্বী অট্টালিকার শহর' বলে?
৫। কোন শহরকে 'সম্মেলনের শহর' বলে?

❐ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

হাবাশপুর, বাঘা, রাজশাহী, ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় স্থানীয় হাবাশপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' বাঘা থানার উদ্যোগে এবং অত্র থানার পরিচালক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক দেলওয়ার হুসাইন। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুসাম্মাৎ রুনা খাতুন এবং জাগরণী পেশ করে মুসাম্মাৎ মুর্শিদা খাতুন।

মণিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী, ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টা ৪৫ মিনিটে মণিগ্রাম ও গঙ্গারামপুর ফুরক্বানিয়া মাদরাসায় অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও 'সোনামণি' বাঘা থানার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হুসাইন-এর সভাপতিত্বে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরী সহ-পরিচালক দেলওয়ার হুসাইন। প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'সোনামণি' বাঘা থানার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হুসাইন। কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুসাম্মাৎ পারুলা খাতুন। জাগরণী পেশ করে মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে প্রায় শতাধিক সোনামণি উপস্থিত ছিল।

চাঁদমারী, পাবনা, ২৯ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টা ৩০ মিনিটে চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলার 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল ক্বাদের-এর সভাপতিত্বে এক

সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক জাহিদুল ইসলাম ও সহ-পরিচালক দেলওয়ার হুসাইন। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আনোয়ারুল ইসলাম এবং জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুস সালাম। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণে সোনামণিদের জন্য বিশেষ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে মুসাম্মাৎ শাকিলা খাতুন, ২য় স্থান অধিকার করে মুসাম্মাৎ যাকিয়া খাতুন এবং ৩য় স্থান অধিকার করে মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন।

পি,টি,আই, মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ২৯ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টা ৩০ মিনিটে পি,টি,আই, মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি নাসীমা খাতুনের কুরআন তেলাওয়াত ও মানযেরা খাতুনের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র যেলার সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' নওদপাড়া মাদরাসা শাখার প্রচার সম্পাদক হাফেয হাবীবুর রহমান ও পি,টি,আই, মাষ্টারপাড়া মসজিদের মুয়াযযিন আব্দুস সাত্তার। প্রশিক্ষণে চাঁপাই নবাবগঞ্জ পৌর এলাকার 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চন্দ্রপুকুর, পবা, রাজশাহী, ২৯ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৭-টা ৩০ মিনিট হ'তে চন্দ্রপুকুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দেড় শতাধিক সোনামণির উপস্থিতিতে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামমুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক আতীকুল ইসলাম। উদ্বোধনী ভাষণ দেন উত্তরা কোল্ড স্টোরেজ-এর সহকারী কর্মকর্তা আবুবকর। সমাপনী ভাষণ দেন অত্র মসজিদের ইমাম আব্দুল হাদী। কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হুমায়ুন কবীর এবং জাগরণী পেশ করে খাদীজা।

কবিতা

মা ও বাবা

-তাওহীদুয্যামান
পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা।

মা আর বাবা যেন
দু'টি ফুল বন,
ছেয়ে আছে আমাদের
ছোট ছোট মন।
প্রাণভরা ভালবাসা
মনভরা মায়া
বটসম তারা
দেয় স্নেহছায়া।
***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দিনাজপুরে উন্নতমানের কয়লা খনির সন্ধান লাভ

বড় পুকুরিয়ায় প্রাপ্ত কয়লার চেয়ে আরো উন্নত মানের এবং ৪০ ফুট পুরু (মোটা) স্তরবিশিষ্ট আরো একটি কয়লা খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই খনিটি দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপযেলা সদরের পুরো এলাকা তথা বেলপুকুর, তেঁতুলিয়া, চকসাহাবাদপুর, স্বজনপুর, কানাহার, রতনপুর, কুরশাখালি, চকবকা ও চারকোনাসহ প্রায় ২০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে নবাবিষ্কৃত এই কয়লা খনিতে প্রায় ৪৫ কোটি টন কয়লার মজুদ পাওয়া গেছে। যা বড় পুকুরিয়ায় মজুদ কয়লার প্রায় দেড় গুণ বেশী। নতুন আবিষ্কৃত এই খনিতে থাকা কয়লা ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ২ শ' ফুট নীচে থাকায় কূপ খনন না করে বরং উপরের পুরো মাটি সরিয়ে (ওপেন পিট) কয়লা উত্তোলন করা লাভজনক হবে বলে খনি অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন। এজন্য ফুলবাড়ী শহরটিকে সাময়িকভাবে স্থানান্তর করতে হবে।

প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে মালয়েশিয়াভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'এশিয়া এনার্জি কর্পোরেশন' প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরীর লক্ষ্যে এখন ড্রিলিংয়ের কাজ করছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হ'লে খনি থেকে বাণিজ্যিকভাবে বছরে দেড় কোটি টন কয়লা পাওয়ার পর বোনাস হিসাবে আড়াই হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে নবাবিষ্কৃত এই কয়লা খনির দুই বছরের আয় দিয়ে আরো একটি যমুনা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সূত্রটি জানায়, নবাবিষ্কৃত কয়লা খনি প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হ'লে দেড়শ' প্রকৌশলী ও ৫ হাযার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

উল্লেখ্য, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

[আলহামদুলিল্লাহ। এটি দেশবাসীর জন্য আনন্দের খবর। আল্লাহ যে বান্দার জন্য রূযী সঞ্চিত রেখেছেন এটাই তার বড় প্রমাণ। অতএব জনসংখ্যাকে ভয় না করে তাকে জনসম্পদে পরিণত করাই হবে সরকারের বড় দায়িত্ব। যাতে সঞ্চিত রূযীগুলি বান্দারা উঠিয়ে কাজে লাগাতে পারে (স.স)]

বাংলাদেশের নিরাপত্তার বড় শত্রু ৩টি দেশ

জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে গত ২৮ অক্টোবর 'বাংলাদেশ পলিসি ফোরাম' আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সামরিক বিশেষজ্ঞ ও পররাষ্ট্রনীতি গবেষকরা বলেছেন, ভারত, ইসরাঈল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রধান শত্রু। নব্বইয়ের দশকের পর থেকেই এরা বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ নানাভাবে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে এবং বর্তমানে এই আগ্রাসন প্রকট আকার ধারণ করেছে। শুধু সামরিক দিকই নিরাপত্তার একমাত্র উপাদান নয় উল্লেখ করে তারা বলেন, একটি জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হ'লে সবার আগে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে একাত্তরের পর থেকে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী বিদেশী শক্তির স্বার্থে একের পর এক অর্থনৈতিক

ভিত্তিগুলি ধ্বংস করে ফেলে আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যূহ নষ্ট করে ফেলে দেশকে অস্থিতিশীল ও কার্যত বিভক্ত করে ফেলেছেন। এর ফলে বাংলাদেশের আসল সার্বভৌমত্ব এখন বিদেশী শক্তির হাতে বন্দী হয়ে পড়েছে। বক্তারা এজন্য দেশের সর্ববৃহৎ দুই রাজনৈতিক দলকে দোষারোপ করে বলেন, এই দু'টি দলই বিদেশী শক্তি তথা ভারত নির্ভর। আবার এরা পরস্পর পরস্পরকে শত্রু বিবেচনা করে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা বলেন, বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টিকিয়ে রাখতে হ'লে জাতিগত ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে রাজধানীর 'সিরডাপ' মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) মাঈনুল হাসান চৌধুরী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা নীতি বিশেষজ্ঞ বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) সাখাওয়াত হোসেন এবং বিশিষ্ট কলামিষ্ট, রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী কবি ফরহাদ মজহার।

[এই শত্রুরাই বন্ধুত্বের মুখোশ পরে দেশকে ভিতর ও বাহির থেকে শেষ করে দিচ্ছে। এদের পোষ্য রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা সেটা না বুঝলেও সাধারণ জনগণ তাদের শত্রুকে চিনে ফেলেছে (স.স)]

দেশের ৯ কোটি মানুষ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত

দেশের স্বাস্থ্যখাতের মোট খরচের শতকরা ৬৪ ভাগ জনগণ বহন করে। বাকি ২৩ ভাগ সরকার, ১৩ ভাগ এনজিও ও দাতাদের কাছ থেকে আসে। সাধারণ মানুষ ব্যয়ের সিংহভাগ বহন করেও স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত। তাছাড়া ল্যাব-নির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা একদিকে রোগীদের হয়রানি বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে চিকিৎসাসেবাকে করে তুলছে ব্যয়বহুল। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশী প্রফেসর সাদ আন্দালীবের 'হোয়েন ডক্টর ফেইল' শীর্ষক এক গবেষণা রিপোর্টে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে বলে জানিয়েছে 'এইচসিআরএফ' ও 'ক্যাব'। গত ২৪ অক্টোবর 'হেলথ কনজুমারস রাইটস ফোরাম' (এইচসিআরএফ) ও 'কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (ক্যাব) কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত স্বাস্থ্য বিষয়ক এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৪ কোটি মানুষের জন্য মাত্র ১ লাখ চিকিৎসক রয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯ কোটি মানুষ চিকিৎসাসেবা বঞ্চিত। এছাড়া সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে প্রশাসনের নাকের ডগায় একশ্রেণীর হেকীমী চিকিৎসক সর্ব রোগের হালুয়া বিক্রি করছেন বলে রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়। প্রফেসর আন্দালীবের রিপোর্টে ঢাকায় শতকরা ৭৪ ভাগ ডাক্তার কাজে ফাঁকি দেন বলে উল্লেখ করা হয়।

[সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতিই এদেশের প্রধান সমস্যা। এর একমাত্র সমাধান হ'ল তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি। সরকার যদি দ্বীনদার ডাক্তারদের মূল্যায়ন করেন, তাহ'লে অনেকটা পরিবর্তন আসবে (স.স)]

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য

এই সর্বপ্রথম ফরিদপুর যেলায় ঘুষ ছাড়া ৪২ জনের পুলিশে চাকরি হলো। ফরিদপুরের পুলিশ সুপার আব্দুল জলীলের কাছে একাধিক মন্ত্রী ও এমপির লিখিত ও টেলিফোন সুপারিশ চূড়ান্ত বিবেচনায় টিকতে পারেনি। পাত্তা পায়নি কোন দলীয় নেতা বা আমলার তদবীর। শুধুমাত্র তাদেরই চাকরী হয়েছে যারা মাপে, ডাক্তারী পরীক্ষায় ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সৎ, গরীব প্রার্থীদের মেধার মূল্যায়ন করেছেন এসপি আব্দুল জলীল। অনেক নেতা-কর্মী ও প্রার্থী পুলিশে ভর্তির জন্য নগদ ৭০ হাযার টাকা পর্যন্ত নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেও চাকরী পায়নি। কারণ এসপি আব্দুল জলীলের ফরিদপুরে ঘুষের কারবার বন্ধ। এ ঘটনা এ যেলায় এই-ই প্রথম এবং নযীরবিহীন। উল্লেখ্য, গত ২৭ অক্টোবর ফরিদপুর যেলায় ৪২ জন প্রার্থীকে পুলিশ কনষ্টেবল পদে ভর্তি করা হয়।

[আমরা এসপি জনাব আব্দুল জলীলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাঁর ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গলের জন্য খাছ দো'আ করছি। সাথে সাথে অন্যান্য যেলার পুলিশ সুপারগণকে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স)]

১০৯ বছরের মহেশ্বরীর কপালে বয়স্ক ভাতা জোটেনি

শেরপুর যেলার সীমান্তবর্তী ঝিনাইগাতী উপযেলার নওকুচী গ্রামের এক অসহায় বৃদ্ধার নাম মহেশ্বরী কোঁচনী। ১০৯ বছর বয়সী এ হতদরিদ্র বৃদ্ধার কপালে জোটেনি বয়স্ক ভাতা। কিংবা ভিজিএফ-এর কোন কার্ড। ৩ মেয়ে ১ ছেলের মা মহেশ্বরী। এক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া ঘরে বিবাহযোগ্যা আরো এক মেয়ে রয়েছে। স্বামী দুষ্টমোহন কোঁচ মারা গেছে আরো অনেক আগেই। একমাত্র ছেলে ময়মনসিংহে দিনমজুরের কাজ করে। মাকে ভরণপোষণ করে না। এমনকি খোঁজখবর পর্যন্ত নেয় না। তাই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আজ তিনি অসহায়। দেখার কেউ নেই। এজন্য বাধ্য হয়েই ভিক্ষাবৃত্তি করে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটানোর জন্য এক বাড়ী থেকে আরেক বাড়ীতে ছুটে চলেন। অচল শরীরে লাঠিতে ভর দিয়ে মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য ছুটতে হয় তাকে। বয়স হয়ে যাওয়ায় শরীরও সাড়া দেয় না তেমন একটা। তবুও বিবাহযোগ্য এক মেয়েসহ দুই মেয়ে ও নিজের খাবার জোটাতে লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে চলতে হাঁপিয়ে ওঠেন মহেশ্বরী। সারা দিন ভিক্ষে করে এক বেলার খাবারও জোটে না। বেশীর ভাগ দিনই না খেয়ে থাকতে হয় তাকে। চেয়ারম্যান-মেম্বারদের কাছে অনেকবার ধরনা দিয়ে অনেক অনুনয়-বিনয় করেও বয়স্ক বা বিধবা ভাতা এমনকি ভিজিএফ কার্ডের পর্যন্ত দেখা মেলেনি তার। মহেশ্বরীর থাকার নিজস্ব কোন জায়গা নেই। বন বিভাগের একখণ্ড খাস জমিতে জীর্ণ-শীর্ণ বাড়ীতে দুই মেয়েসহ কোন রকমে রাত্রি যাপন করেন। তার অভিযোগ, চেয়ারম্যান-মেম্বাররা দুঃখীদের কথা ভাবে না। নিজেদের পসন্দের লোকদেরই তারা কার্ড আর সুযোগ-সুবিধা দেয়। তার দিকে এযাবৎ কেউ সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। ক্ষীণ কণ্ঠে থেমে থেমে এসব কথা যখন বলছিলেন তখন তার চোখ বেয়ে কেবলই গড়িয়ে পড়ছিল দুঃখের লোনা পানি। আর দু'চোখে তখন তার অনাগত আশঙ্কা বিবাহযোগ্য মেয়ের বিয়ে দেবে কিভাবে আর কিভাবেই বা কাটবে তার আগামী দিনগুলি। এই আশঙ্কা প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খাচ্ছে মহেশ্বরী কোঁচনী ও তার পরিবারকে।

[জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত এই রিপোর্ট নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক। আল্লাহ্র সৃষ্টি একটি কুকুরও যদি না খেয়ে থাকে, তার জন্য দেশের শাসককে আল্লাহ্র নিকটে জবাবদিহী করতে হবে। অতএব শাসক কর্তৃপক্ষ ও তাদের স্থানীয় দায়িত্বশীলগণ হুঁশিয়ার হৌন। সাথে সাথে প্রতিবেশী হিসাবে যারা আছেন, তাদের দায়িত্ব সর্বাধিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পেট ভরে খেল ও তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকল, সে ব্যক্তি মুমিন নয় (বায়হাক্বী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৯৯১)]

রাজধানীতে ফ্লাইওভারের যাত্রা শুরু

বাংলাদেশে প্রথম ফ্লাইওভার চালু হয়েছে এবং এর উপর দিয়ে এখন যানবাহন চলাচল করছে। গত ৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মহাখালীতে নির্মিত ফ্লাইওভারটি উদ্বোধন করেছেন। ১০১১ দশমিক ৮০ মিটার দীর্ঘ ও ১৭ দশমিক ৯ মিটার প্রশস্ত এ ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ২০০১ সালের ডিসেম্বরে। এর নির্মাণ শেষ করতে ব্যয় হয়েছে ১১৩ কোটি টাকা। প্রচণ্ড যানজটের নগরী হিসাবে পরিচিতি রাজধানী ঢাকায় প্রথমবারের মতো একটি ফ্লাইওভার চালুর ঘটনা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। ফ্লাইওভারটির কারণে মহাখালীতে শুধু নয়, রাজধানীর অন্য সকল এলাকাতেও সাধারণভাবে যানজট অনেক কমে আসবে এবং মানুষের গতি অনেক বেড়ে যাবে। ফলে সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতিও যথেষ্ট গতিশীল হয়ে উঠবে।

[বরং রাজধানীর সকল রাস্তার উপরে একটা রাস্তা ও নীচ দিয়ে আরেকটি রাস্তা করুন, তাতেও কুলাবে কি-না সন্দেহ। কারণ আগামী দিনের অলস ও বিলাসী মানুষগুলো আর চলবে না, বরং চড়বে (স.স)]

শ্রীলংকা ও ডেনমার্কে ৩শ' কোটি টাকার ওষুধ রফতানীর সম্ভাবনা

সঊদী আরবের পর এবার শ্রীলংকা ও ডেনমার্কে ওষুধ রফতানীর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এ দু'টি দেশ বাংলাদেশ থেকে বিপুল অংকের ওষুধ ক্রয়ের জন্য প্রাথমিকভাবে গভীর আগ্রহের কথা জানিয়েছে। ডেনমার্কে ওষুধ রফতানী করা সম্ভব হ'লে পর্যায়ক্রমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের ওষুধের নতুন এবং বৃহৎ বাজার সৃষ্টি হবে বলে বেক্সিমকো ফার্মার এমডি নাজমুল হাসান গভীর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এদিকে শ্রীলংকা বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ ওষুধ ক্রয়ের জন্য সেদেশের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। অতিসম্প্রতি শ্রীলংকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেদেশে সফররত বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি শফীউয্যামানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সাথে আলাপকালে এই আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন।

শ্রীলংকায় প্রতিবছর প্রায় ৩০০ কোটি টাকার ওষুধ রফতানীর সুযোগ সৃষ্টি হ'তে পারে উল্লেখ করে মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, শ্রীলংকা সেদেশের মোট চাহিদার মাত্র শতকরা ৫ ভাগ ওষুধ নিজেরা তৈরী করে থাকে। প্রয়োজনের বাকী শতকরা ৯৫ ভাগ ওষুধ এই দেশটি ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে আমদানী করে আসছে। কিন্তু আমদানীকৃত ওষুধের গুণগত মান নিয়ে সেদেশে সংশয় দেখা দেয়ায় বাংলাদেশে তৈরী বিশ্বমানের ওষুধ ক্রয়ে শ্রীলংকা গভীর আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আমাদের দেশের বেক্সিমকো ফার্মা, ইনসেপটা ফার্মা, স্কয়ার ফার্মা, একমি ল্যাবরেটরীসহ দশটির অধিক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে ওষুধ তৈরী করছে। বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশে বাংলাদেশের ওষুধের রয়েছে দারুণ গ্রহণযোগ্যতা।

উল্লেখ্য যে, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল বিশ্বের প্রায় ৩০টির অধিক দেশে ২০ ধরনের ওষুধ রফতানী করে আসছে। ডেনমার্ক ও শ্রীলংকায় ওষুধ রফতানী হবে বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

[নিঃসন্দেহে এটি সুসংবাদ। যদি না কয়দিন পরেই অতিলোভে আক্রান্ত হয়ে ভেজাল শুরু না করেন। আমরা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সৃজনশীল ও উৎপাদক হবার আহ্বান জানাই (স.স)]

সূদের হার কমানোর নির্দেশ আমলে আনছে না ব্র্যাক, আশা, প্রশিকাসহ অন্যরা

ক্ষুদ্রঋণের সূদের হার বেশী হওয়ায় গত এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্রঋণ সামিটে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সূদের হার কমানোর জন্য এনজিওগুলির প্রতি আহ্বান জানান। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকেও এ বিষয়ে 'পল্লী কর্মসহায়ক ফাউণ্ডেশন' (পিকেএসএফ)-কে তাকীদ দেওয়া হয়। গত জুলাই হ'তে সূদের হার হ্রাস করার কথা থাকলেও মাত্র ২শ'টি এনজিও সূদের হার কমিয়ে ১২ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করেছে। অথচ ব্র্যাক, আশা, প্রশিকাসহ বাকী এনজিওগুলি এখনো ১৫ শতাংশ হারেই সূদ আদায় করছে। উল্লেখ্য, দেশে এনজিওগুলি প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণের ৮০ দশমিক ৬৭ শতাংশ বিতরণ করেছে ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, কারিতাস ও টিএমএমএস (ঠেঙ্গামারা সবুজ সংঘ)।

এনজিওদের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ সম্পর্কে 'ক্রেডিট এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম' ২০০২ সালে ৬শ' ৭১টি এনজিওর উপর এক জরিপ চালিয়েছিল। ঐ জরিপকালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঐ সময় ঐ ৬শ' ৭১টি এনজিও প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ ছিল ৬৪ হাযার কোটি টাকা। এনজিওগুলির সূদের হার ১৫ শতাংশ বলা হ'লেও ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, বাস্তবে এ হার অনেক বেশী পড়ে। এনজিওদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহীতাদের ঐ সংস্থায় বাধ্যতামূলক সঞ্চয়সহ বিভিন্ন নিয়মের বেড়াজালে ঐ সূদের হার বাস্তবে কখনো কখনো দ্বিগুণের বেশী দাঁড়ায়।

উল্লেখ্য, ব্র্যাক ও আশায় উদ্বৃত্ত তহবিল ১ হাযার ২শ' ৭৬ কোটি টাকা।

[ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত এরা দেশের মানুষের রক্ত শোষণ করছে জোঁকের মত ধীরে ধীরে। সরকার সব জেনে ও চুপ করে আছে। এখন আর কোন দল শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলে না। কারণ রাজনৈতিক দলগুলিই মূলতঃ শোষক। আর এনজিও গুলো তাদের সহায়ক। আমরা সরকারকে এদের বিরুদ্ধে কঠোর হ'তে বলব। নইলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব দিতে হবে (স.স)]

ভিখারিনীর ঘরে পুলিশের ডাকাতি!

মংলা থানা পুলিশ বিধবা ভিখারিনীর সঞ্চিত সাড়ে ৬ হাযার টাকা আত্মসাৎ করেছে। গত ৩ নভেম্বর বুধবার থানা পুলিশ ভিখারিনীর ঘর তল্লাশির নাম করে ভয়ভীতি দেখিয়ে এই টাকা নিয়ে আসে। পুলিশের এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, গত ৩ নভেম্বর সকাল ৮-টার দিকে মংলা থানার এএসআই ওবায়দুল হকের নেতৃত্বে ৪/৫ জনের একদল পুলিশ শহরতলীর সিগন্যাল টাওয়ার এলাকায় বিধবা ভিখারিনী কমলা বেগম (৪৮)-এর ঘরে হানা দেয়। পুলিশ এ সময় ভারতীয় পণ্য রয়েছে বলে অভিযোগ এনে ভিখারিনীর ঘরে তল্লাশি চালায়। পুলিশ ঘরে তল্লাশি করে ভিখারিনীর ভিক্ষা করে আনা সঞ্চিত টাকার ঝুলিটি হাতে নেয়। কনেষ্টবল সাহাবুল ভিখারিনীর ঝুলিতে থাকা ৩ হাযার টাকা নিজে তুলে নেয়। পরে ঐ ভিখারিনীর ঘরে তল্লাশি করে ১টি ভারতীয় কম্বল খুঁজে পায় পুলিশ। এজন্য জরিমানা করা হয় ৩ হাযার টাকা। ভিখারিনী কমলা বেগমের ভিক্ষা করা সাড়ে ৬ হাযার টাকা এভাবে পুলিশ হাতিয়ে নিলে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এতে পুলিশের মন গলেনি। এ ব্যাপারে এএসআই ওবায়দুল হককে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি টাকা আত্মসাতের কথা অস্বীকার করেন।

[আমরা খুলনার এসপি-কে বলব, অনতিবিলম্বে বিষয়টি তদন্ত করতে

এবং ঐ পুলিশটিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে। কারণ ঐ দুর্বল ভিখারিনীকে সাহায্য করার জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কেউ এগিয়ে আসবে না এবং এদেশের আদালতের দুয়ার গরীবের জন্য বন্ধ। অতএব হে পুলিশ! আল্লাহকে ভয় কর। জনগণের দেওয়া পোষাক, বেতন ও রাইফেল দিয়ে অসহায় জনগণকে শোষণ করো না। কিরামান কাতেবীন তোমার রাত দিনের হিসাব ঠিকই লিখে রাখছেন (স.স)]

লুঙ্গি না, আমাকে একটা শাড়ি দেন বাহে!

সিরাজুল ইসলামকে (১০০) দেওয়া হয়েছিল একটি লুঙ্গির স্লিপ। কিন্তু তিনি কিছুতেই লুঙ্গি নেবেন না। নানা কাকুতি-মিনতি করে বলে 'হামাক একটা শাড়ি দেন বাহে'! গত ২ নভেম্বর গাইবান্ধা শহরের পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানে 'একটি জাতীয় পত্রিকার উদ্যোগে গরীবদের মাঝে শাড়ি এবং লুঙ্গি বিতরণ করা হচ্ছিল। সদস্যরা তার হাতে একটি লুঙ্গি দিতে গেলে তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, লুঙ্গি না, আমাকে একটা শাড়ি দেন। 'আপনি লুঙ্গি নেবেন না? শাড়ির কথা বলছেন কেন'? প্রশ্ন করা হ'লে সিরাজুল ইসলামের চোখ ভিজে যায়। আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমার স্ত্রীর পরনের কাপড় একটাই। তাও এত জায়গায় ছিড়ে গেছে যে, লজ্জায় ঘরের বাইরে বের হ'তে পারে না। এই অবস্থায় আমি কি লুঙ্গি নিতে পারি'? তিন-চার মাস ধরে সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী হালীমা খাতুনের (৮০) এই অবস্থা চলছে।

সেদিন রাতে মরিচ ভর্তা দিয়ে সাহারী খেয়েছেন সিরাজুল ইসলাম। 'ইফতার কি দিয়ে করবেন'? আযান পড়লে লবণ মুখে দিয়ে একটু পানি খাই, তারপর ভাত। তবে শুধু খালি ভাত, তরকারী থাকে না'- বলেন তিনি। এভাবেই রোযা রাখেন? 'হ্যাঁ, এভাবেই রাখি; জান বের হয়ে গেলেও রোযা বাদ দেব না'। 'ঈদের দিন কি করবেন'? 'বর্তমানে হাতে এক টাকাও নাই। টাকা হ'লে ঈদের দিন ডিম ভাজা দিয়ে ভাত খাব'। পরে সিরাজুল ইসলামকে দু'টি শাড়ি ও দু'টি লুঙ্গি দিলে তিনি আনন্দে কাঁদতে থাকেন।

[এটাই বাংলার আসল চেহারা। কারা দেখবে এদের? দলাদলির রাজনীতিতে এদের কদর নেই। সরকার আসে ও যায়। মেম্বর চেয়ারম্যান বদল হয়। এদের অবস্থার বদল হয় না। 'হে আল্লাহ তুমি শক্তি দাও এদের জন্য কিছু করার (স.স)]

হালি বেওয়ার মনে পড়ে, মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছিলেন এক বছর আগে

হালি বেওয়ার মনে পড়ে এক বছর আগে তিনি মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছিলেন। পুঁটিমাছ দিয়ে গরম ভাত, তারপর আর হালি বেওয়ার পাতে কোন মাছের তরকারি জোটেনি। তবে গত কোরবানির ঈদে এক টুকরো গোস্ত খেয়েছিলেন। ঈদের সময় চেয়েচিন্তে গোস্ত পাওয়া যায়, এক টুকরো গোস্তের জন্য অপেক্ষা করতে হয় এক বছর!

কিশোরগঞ্জ উপযেলার খোকারবাজার এলাকার বিধবা হালীমার দৃষ্টি কমে গেছে, চশমার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করেন, 'মোর কপাল খুব দুক বাবা, কোন দিন নাস্তা নাই, কোন দিন ইফতার নাই। স্বামী মারা গেছে, তারপর থেকে আমি দুখী'।

চার ছেলে হালি বেওয়ার। দুই ছেলে উধাও, আলাদা খায়, বাকি দুই ছেলে মায়ের দেখভাল করতে চায়, কিন্তু পারে না। হালি বেওয়া জানান, 'আমার মঙ্গা তো তিন বছর ধরে, ভাত পাই না বলে তিন বছর ধরে শুধু দুই বেলা খাই, তাও পেট ভরে পাই না, ভাতে থাকে না কোন তরকারি। গত রাতে সেহরি খেয়েছি কলমি শাক দিয়ে অল্প চারটে ভাত। ইফতার করি চালভাজা দিয়ে। গরীবের রোযা অনেক কষ্ট বাবা'।

একটা মাত্র শাড়ি হালি বেওয়ার। পেটিকোট পরে গোসল করেন। অথবা অর্ধেক ভেজা কাপড় পরে বাকি অর্ধেক রোদে শুকান। 'আপনার কখনো দু'টি শাড়ি ছিল না'? হালি বেওয়া বলেন, 'বিশ বছর ধরে এ রকমই চলছে। একটা শাড়ি পুরোপুরি না ছেঁড়া পর্যন্ত কোন শাড়ি ভাগ্যে জোটে না।' ঈদের দিন নতুন শাড়ি পরার ইচ্ছা হয় না? ইচ্ছা তো হয়, কিন্তু পাব কোথায়? ঈদের দিন কি করেন? এ প্রশ্নের জবাবে হালি বেওয়া বলেন, 'গত ঈদে একজন আমাকে সেমাই খেতে দিয়েছিল, আমার এখনো মনে আছে'।

[এই রিপোর্ট আমাদের হৃদয়ে আঘাত হানবে কি? রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যমীনবাসীর উপরে রহম কর। আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপর রহম করবেন' (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৯৬৯)। সরকারকে বলব, পুঁজিবাদী অর্থনীতি বাতিল করে অবিলম্বে ইসলামী অর্থনীতি চালু করুন। ধনী ও গরীবের বৈষম্য আপনা থেকেই দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ (স.স)]

যশোরে স্থানীয় প্রযুক্তিতে তৈরী মিলসহ বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিদেশে রফতানী হচ্ছে

বাংলাদেশ থেকে প্রথম যশোরের বিসিক শিল্পনগরী ঝুমঝুমপুরের 'সনি ইঞ্জিনিয়ারিং' স্থানীয় প্রযুক্তিতে তৈরী একটি অটো ফ্লাওয়ার মিল রফতানী করেছে সুদূর অষ্ট্রেলিয়ায়। খুব অল্পদিনের মধ্যেই আরো নতুন কিছু মিল তিনি বিদেশে রফতানীর উদ্যোগ নিয়েছেন। ইতিমধ্যে সেসব মিল তৈরীও হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- রাইস মিল, অটোফিড মিল, ফার্টিলাইজার প্লান্ট, ডাল মিল ও অয়েল মিল। 'সনি ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর তৈরী যন্ত্রাংশ টেকসই ও দাম কম হওয়ায় মিল-কল-কারখানায় তা পুরোদমে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থানীয় প্রযুক্তিতে একটি অটো ফ্লাওয়ার মিল তৈরীতে সর্বসাকুল্যে ৬০/৬৫ লাখ টাকা খরচ হয়। অথচ একই মিল বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আমদানী করতে লাগে প্রায় ৫ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালে স্থাপিত যশোর বিসিক যাত্রা শুরু করেছিল ১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে। এখন সেখানে ৫০ একর ৬শতক জমির উপর গড়ে উঠেছে ১শ' ২২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান। যশোর বিসিকের 'মনা ফুড' ও 'রেসকো বিস্কুট ফ্যাক্টোরি' নেপালে রফতানী করছে উন্নতমানের বিস্কুট। যশোর বিসিকে তৈরী হচ্ছে তারকাঁটা। যা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি মাত্র কারখানা। এ অঞ্চলের চাহিদা মেটানোর পর এই পণ্য দেশের অন্যান্য স্থানেও চালান হচ্ছে। বছরে যশোর বিসিকে ১শ' ৫৬ কোটি ৪০ লাখ টন বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন হচ্ছে।

বিদেশ

চীনে ভুল ওষুধে প্রতিবছর ২ লাখ লোকের মৃত্যু

চীনে প্রতিবছর ওষুধের ভুল ব্যবহারের কারণে প্রায় ১ লাখ ৯০ হাযার লোকের মৃত্যু ঘটে এবং ২৫ লাখ লোককে হাসপাতালে যেতে হয়। ২৯ অক্টোবর চায়না ইয়থ ডেইলির খবরে বলা হয়, অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ নতুন ওষুধের জটিলতা। চীনাদের ঐতিহ্য হচ্ছে, তারা নিজেরা নিজেদের চিকিৎসা করে থাকে। 'দ্যা চায়না নন-প্রেসক্রিপশন ড্রাগ এসোসিয়েশন'-এর প্রধানের উদ্ধৃতি দিয়ে খবরে বলা হয়, ফার্মেসিগুলি ওষুধ বিক্রি করতে পারবে, কি পারবে না এ বিষয়টি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

পত্রিকার খবরে বলা হয়, মাত্র ৩০ শতাংশ লোকের তাদের নেয়া ব্যবস্থাপত্র বহির্ভূত ওষুধ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রয়েছে। বাকী ৭০ শতাংশ লোক পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপত্র বহির্ভূত ওষুধ ব্যবহার করে।

[চীনের মত দেশে যদি এই অবস্থা হয়, তাহ'লে আমাদের দেশে তদন্ত করলে এর চেয়ে ভয়ংকর কোন খবর বেরিয়ে আসতে পারে। অতএব সংশ্লিষ্টগণ সাবধান হৌন (স.স)]

শ্রীলংকার মন্ত্রীসভায় তিন মুসলমান

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা ভেঙ্গে যাবার পর ৩০ অক্টোবর তার কোয়ালিশন সরকারে তিনজন মুসলমান আইন পরিষদ সদস্যকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ দিয়েছেন। এন আব্দুল মজীদকে পুনর্বাসন ও যেলা উন্নয়ন (ত্রিঙ্কোমালী), আব্দুর রিসাত বাথিউদ্দীনকে পুনর্বাসন এবং আমীর আলী শিহাবুদ্দীনকে পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (বাট্টিকালোয়া) মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

[ঠেলার নাম বাবাজী। বিরোধী দলকে ঠেকানোর জন্য এখন সংখ্যালঘু মুসলমানদের কদর বেড়েছে। অতএব সংখ্যার বিচার না করে সকলের প্রতি সমব্যবহার সরকারের নীতি হওয়া উচিত (স.স)]

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ ওবামা

ডেমোক্র্যাটিক দলের উদীয়মান তারকা বারাক ওবামা একমাত্র আফ্রিকান-আমেরিকান যিনি ২ নভেম্বর ইলিনয়ে চরম রক্ষণশীল ও টকশো শিল্পী অ্যালান কিয়াসকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে দেড়শ' বছরের মধ্যে ৩য় কৃষ্ণাঙ্গ সিনেটর হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

কেনীয় পিতা ও আমেরিকান মাতার সন্তান অনন্য সাধারণ প্রতিভা ওবামা মাত্র কয়েক মাস আগেও তুলনামূলকভাবে অপরিচিত ছিলেন, কিন্তু জুলাই মাসে ডেমোক্র্যাটদের জাতীয় কনভেনশনে চমৎকার বক্তৃতা উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজেকে পাদপ্রদীপের নীচে নিয়ে আসেন।

[১০০ সদস্যের বিশাল সিনেটে মাত্র একজন কৃষ্ণাঙ্গ, তাও দেড়শ' বছর পরে। এটাই কি শ্বেতাঙ্গ আমেরিকার গণতন্ত্রের নমুনা? ইসলামে সাদা-কালোর কোন ভেদাভেদ নেই আল্লাহ ভীরুতা ছাড়া (স.স)]

বুশ পুনরায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

জর্জ ডব্লিউ বুশ শতকরা ৫১ ভাগ ভোট পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী সিনেটর জন কেরি পরাজয় মেনে নিয়েছেন। তিনি পেয়েছেন শতকরা ৪৮ ভাগ ভোট। কেরি পরাজয় মেনে নেয়ায় ওহাইও রাজ্যের যে বিশটি ইলেক্টোরাল ভোট ছিল নির্ধারণী অবস্থানে, তা বুশের বাক্সে জমা হওয়ায় চূড়ান্ত ফলে তিনি পেয়েছেন ২৮৬টি ভোট। এর পূর্ব পর্যন্ত ইলেক্টোরাল ভোট বুশ পেয়েছিলেন ২৫৪টি এবং কেরি পেয়েছিলেন ২৫২টি। এবারের নির্বাচনে পপুলার ভোট পড়েছে ১১ কোটি ৫০ লাখ। এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট বুশ পেয়েছেন ৫ কোটি ৮১ লাখের বেশী আর কেরি পেয়েছেন ৫ কোটি ৪৫ লাখের কিছু বেশী। উল্লেখ্য, গতবারের নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী বুশ ডেমোক্রটিক প্রার্থী আল-গারের চেয়ে প্রায় ১০ লাখ ভোটে পিছিয়ে থাকলেও এবার পপুলার ভোটে তিনি কেরির চেয়ে ৩৫ লাখেরও বেশী ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সাথে কংগ্রেসেরও নির্বাচন হয়। ফলাফলে কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই রিপাবলিকানরা প্রাধান্য বিস্তার করেছে। রিপাবলিকানরা একশ' আসনের সিনেটে ৫৩টি আসন এবং ৪৩৫ আসনের প্রতিনিধি পরিষদেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১২ বছর ধরে তাদের এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রয়েছে।

[ইলেক্টোরাল ভোট ও পপুলার ভোট কথাটি প্রচলিত গণতন্ত্রের বিরোধী। এখানে সিদ্ধান্তকারী হ'ল ইলেক্টোরাল ভোট। এটাই ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতির কাছাকাছি (দ্রঃ ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন পৃঃ ৩৩-৩৪, ৪০-৪২)। আমেরিকা বিদেশে এই ধরণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রায়ী হবে কি? আমরা বলব, বুশের বিজয়ের মূল কারণ তার কঠোর ধর্মভক্তি, যা বেশী উদ্দীপিত হয় ভোটের দু'দিন পূর্বে সেখানে ব্যাপক ভাবে বিন লাদেন-এর কথিত হুমকি মূলক টেপ বাজানোর কারণে। জানিনা এটি বুশের অন্যতম ভোট প্রতারণা কি-না? আমরা বুশ-এর বিজয়ে শংকিত। তবুও আল্লাহর উপরে ভরসা থাকবে অটুট এক্কারণে যে, তিনি অনেক সময় দুষ্ট লোকদের দ্বারা তার দ্বীনকে সাহায্য করে থাকেন (স.স)]

৯ হাযার বছরের মানব কংকাল

বুলগেরিয়ার এক প্রত্নতত্ত্ববিদ ৯ হাযার বছরের পুরনো একটি মানব কংকাল ও একই সময়ের একটি খামার বাড়ীর অবশিষ্টাংশের সন্ধান পেয়েছেন। স্থানীয় একটি পত্রিকায় এ তথ্য জানানো হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ জর্জ জেনেটসোভস্কি বলেন, সম্প্রতি বলকানে যেসব কংকাল পাওয়া গেছে তার চেয়ে এই নারী কংকালটি আরো ৫ হাযার বছরের পুরনো। উল্লেখ্য, বলকানে পাওয়া কংকালগুলিই ঐ অঞ্চলে চাষাবাদকারী প্রথম প্রজন্ম এবং এগুলি প্রায় ৪ হাযার বছরের পুরনো।

বুলগেরিয়ার সোফিয়া শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের পরিচালক ভাসিল নিকোলভ বলেন, এই আবিষ্কার থেকেই বোঝা যায় আধুনিক ইউরোপের গোড়াপত্তন হয়েছিল আমাদের দেশ থেকেই। কেননা ইউরোপের অন্যান্য স্থান থেকে পাওয়া নিদর্শন মাত্র ৬ হাযার বছরের পুরনো। উল্লেখ্য, বুলগেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাটজা অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত এই কংকালটির দাঁত নিখুঁত রয়েছে।

[এটি আদম যুগের সভ্য মানুষ, না অন্য কিছু, সে বিষয়ে যাচাই আবশ্যক। আদম (আঃ)-এর যুগ কবে ছিল, সেটার বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা যরূরী (স.স)]

মুসলিম জাহান

ইয়াসির আরাফাত আর নেই

ফিলিস্তীন জাতির প্রাণ-পুরুষ, ফিলিস্তীনী জনগণের অবিসংবাদিত নেতা, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ইয়াসির আরাফাত গত ১১ নভেম্বর প্যারিসের উপকণ্ঠে পার্সি সামরিক হাসপাতালে স্থানীয় সময় ভোর ৫ টায় (বাংলাদেশ সময় সকাল সোয়া ১০টা) অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজে'উন)। তাঁকে পাথরের বিশেষ কফিনে ভরে মসজিদুল-আক্বছার প্রাঙ্গণ থেকে মাটি নিয়ে রামাল্লায় দাফন করা হয়। যাতে ভবিষ্যতে জেরুজালেমে আল-আক্বছা মসজিদের পাশে তাঁকে পুনরায় কবর দেওয়া যায়। কায়রোর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিকটবর্তী একটি মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত তাঁর জানাযায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও বিপুল সংখ্যক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ইয়াসির আরাফাতের পুরো নাম মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ আরাফাত ওরফে কুদওয়া আল-হুসায়নী। ১৯২৯ সালের ২৪ আগষ্ট কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তবে একটি সূত্র মতে, তিনি জেরুজালেমে এবং অপর একটি সূত্র মতে, গাযা উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মিসরীয় বংশোদ্ভূত ফিলিস্তীনী এবং মা জেরুজালেমের এক সম্ভ্রান্ত ফিলিস্তীন পরিবারের সন্তান। তিনি চার বছর বয়সে মাতৃহারা হন এবং চার বছর জেরুজালেমে মামার কাছে এবং পরে কায়রোতে বড় বোনের কাছে লালিত-পালিত হন। ১৭ বছরেরও কম বয়সে বৃটিশ ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ফিলিস্তীনীদের কাছে অস্ত্র সরবরাহ করেন। ১৯ বছর বয়সে ১৯৪৮ সালে ইহুদী ও আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা ছেড়ে গাযা এলাকায় ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পরে ডিগ্রী লাভ করে মিছরে কিছুদিন কাজ করার পর কুয়েতে বসবাস শুরু করেন এবং এখান থেকেই মূলত তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে ২০ বছর বয়সে ফিলিস্তীন ছাত্রলীগ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ফাতাহ' গ্রুপের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইসরাঈলের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল এই গ্রুপের মূল লক্ষ্য।১৯৫৯ সালে তিনি ছাত্রনেতা হিসাবে চেকশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে আন্তর্জাতিক ছাত্র সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৬০ সালে একই উদ্দেশ্য নিয়ে প্যালেষ্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (P.L.O) গঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে আরাফাত 'পিএলও'র নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি জর্ডানে নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। ১৯৭০ সালে জর্ডানে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে বহু ফিলিস্তীনী নিহত হন। আরাফাত বৈরুতে পিএলও'র সদর দফতর গড়ে তোলেন। ১৯৭৪ সালে আরব রাষ্ট্রগুলির সমর্থনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত বিতর্কে অংশ নিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক বক্তব্যে ফিলিস্তীনীদের দুঃখ-দুর্দশা ও অধিকারের কথা তুলে ধরেন। ১৯৮২ সালে ইসরাঈল লেবাননে হামলা চালিয়ে আরাফাত ও তাঁর অনুসারীদের সেদেশ থেকে বের করে দেওয়ার পর পিএলও সদর দফতর তিউনিসে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৯১ সালের নভেম্বরে তিউনিসে আরাফাত তাঁর ২৮ বছর বয়স্ক সেক্রেটারী সুহা তাবিলকে বিয়ে করেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা জাহওয়া (৯) প্যারিসে জন্মগ্রহণ করে ১৯৯৫ সালের ২৪ জুলাই। ১৯৯৩ সালে আরাফাত ও ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন 'অসলো শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী গাযা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরে ফিলিস্তীনীদের স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। ১৯৯৬ সালে আরাফাত ফিলিস্তীন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার জন্য ১৯৯৪ সালে ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী রবিন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেরেজের সাথে যৌথভাবে আরাফাত নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০০২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ইসরাঈল রামাল্লার কার্যালয়ে আরাফাতকে গৃহবন্দী করে রাখে। একই বছর সেপ্টেম্বর মাসে ইসরাঈল সরকার আবার আরাফাতের সদর দফতরে সামরিক অবরোধ আরোপ করে। এই অবরুদ্ধ অবস্থাতেই গত ২৯শে অক্টোবর তারিখে প্যারিসে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। অতঃপর ১৪ দিন পরে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। অবরুদ্ধ থাকাকালীন সময়ে ইস্রাঈলী প্রধান মন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণ তাঁকে বারবার হত্যা করার হুমকি দিয়েছেন। মৃত্যুর কয়দিন আগেই শ্যারণ ও তাঁর সাথীরা অল্প কয়দিনের মধ্যেই আরাফাতের মৃত্যু হবে বলে গুজব রটাচ্ছিল। বর্তমানে ক্রমেই সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে যে, ইস্রাঈলী গুপ্তচররা আরাফাতের বাবুর্চির মাধ্যমে খাদ্যে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করেছে।

[দ্রষ্টব্যঃ বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন সম্পাদকীয়ঃ নভেম্বর ২০০০, দরসে কুরআন অক্টোবর ২০০১ ও জুলাই ২০০২।]

রিয়াদে বিশ্বের সর্বোচ্চ মসজিদ

রিয়াদে কিংডম টাওয়ারের প্রিন্স আব্দুল্লাহ মসজিদটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মসজিদ। সঊদী আরবের ব্যবসায়ী প্রিন্স আল-ওয়ালীদ বিন তালালের অর্থানুকূল্যে এটি নির্মিত হয়েছে। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮০ মিটার উঁচু। এই সুরম্য মসজিদটি রিয়াদের অনন্য কীর্তি। কিংডম টাওয়ারের ৭৮তম তালায় স্পাজিও রেষ্টুরেন্টের একটি সংযুক্ত অংশ এই মসজিদটি জনগণের দাবীর প্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে। ৫শ' বর্গমিটার এলাকায় একটি গম্বুজের মত করে এটি তৈরী করা হয়েছে। মসজিদে মহিলাদের ছালাত আদায় করার পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে।

আমীরাতের প্রেসিডেন্টের ইন্তেকাল

সংযুক্ত আরব আমীরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ যায়েদ বিন সুলতান আন-নাহিয়ান গত কয়েক বছর যাবত অসুস্থ থাকার পর ৩ নভেম্বর ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সঊদী আরব, ইরান, ইরাক, মরক্কো, ওমান, বাহরাইন, কাতার, সিরিয়া, জর্ডান, ইয়েমেন ও কুয়েতের শাসক ও প্রেসিডেন্টগণ তার জানাযার ছালাতে শরীক হন। রাজধানী আবুধাবির শেখ যায়েদ গ্রাণ্ড মসজিদের গোরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০০ সালে দেহে কিডনি প্রতিস্থাপনের পর থেকেই তাঁর চলাচল ও কাজকর্ম অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়ে।

শেখ যায়েদ বিন সুলতান আন-নাহিয়ান ১৯৭১ সালে সংযুক্ত আরব আমীরাত প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৮ সালে তিনি আবুধাবীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে তাঁর পিতা শেখ সুলতানের উত্তরাধিকারী শেখ সাকর ইন্তেকাল করেন। তখন রাজপরিবার শেখ সুলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ শাকবাতকে শাসক হিসাবে নির্বাচিত করে। ১৯৪৬ সালে শেখ যায়েদকে আবুধাবির পূর্বাঞ্চলের শাসক নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৬ সালে শাকবাত শেখ যায়েদের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, ১৯৫৩ সালে যায়েদ তাঁর ভাই শাকবাতের সাথে প্রথম বিদেশ সফরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যান। আবুধাবির আধুনিকায়নের চিন্তা জন্ম নেয়। সামাজিক সুবিধা ও কাঠামো গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে ১৯৬২ সালে আবুধাবী প্রথম অপরিশোধিত তেল রফতানী করে। তেল রফতানী শুরুর পর আবুধাবির অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটে। সংযুক্ত আরব আমীরাতের প্রেসিডেন্ট হয়ে দেশকে আধুনিক ও উন্নত বিশ্বের জীবনধারায় নিয়ে আসার জন্য প্রথমে ক্ষুদ্রায়তন ও পরে দীর্ঘ মেয়াদী ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেন।

[আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি এবং তাঁর রূহের

মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁর পরবর্তী শাসকগণ যাতে দেশটিকে সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করেন, সেই দো'আ করছি (স.স)।

৯ মাসে ২৬ লাখ লোকের ওমরাহ পালন

বিদেশে সঊদী দূতাবাসগুলি এ বছর ২৬ লাখ ওমরাহ ভিসা ইস্যু করেছে। গত বছরের তুলনায় এই সংখ্যা ১৬ শতাংশ বেশী। চলতি হিজরী বছরের ছফর মাস থেকে পরবর্তী নয় মাসে (ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর ২০০৪ পর্যন্ত) এই ভিসা ইস্যু করা হয়েছে। সঊদী আরবের কনস্যুলার বিষয়ক উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইবরাহীম আল-খারাশী এ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, সঊদী আরবে ওমরাহ পালনকারীদের এ মাসের শেষ নাগাদ এদেশ ত্যাগ করতে হবে। কেননা এ সময়ের মধ্যে তাদের ভিসা মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। তিনি জানান, এ বছরের ওমরাহ'র মৌসুমের প্রস্তুতি আগে থেকে শুরু হয়। যাতে করে বিভ্রান্তি ও অতিরিক্ত ভিড় এড়িয়ে হজ্জ পালনের সুযোগ -সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়।

আলী মুহাম্মাদ সোমালিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী

সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহি ইউসুফ আহমাদ সে দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করেছেন। নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম আলী মুহাম্মাদ গেড়ি। সোমালিয়ার মধ্যবর্তী পার্লামেন্টের একজন সদস্য আলী মুহাম্মাদ গেড়ি হাওয়াই গোত্রের প্রধান নেতা। আর প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহি ইউসুফ দারোগ গোত্রের প্রধান ব্যক্তি। অলিখিত শর্তে সোমালিয়ার শাসনকার্যে ৪ প্রধান গোত্রের অবস্থান সর্বোচ্চ। এই ৪ গোত্রের মধ্যে হাওয়াই অন্যতম। এই গোত্র থেকে সোমালিয়ার মধ্যবর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করায় দেশের ও এই সরকারের স্থিতির জন্য অনুকূল হয়েছে বলে সোমালিয়ার রাজনৈতিক সমীক্ষকরা মনে করেছেন।

মিশরের কোন গোপন পরমাণু কর্মসূচী নেই

মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমাদ আবুল গাহিত বলেছেন, তার দেশের কোন গোপন পরমাণু কর্মসূচী নেই এবং যেসব কর্মসূচী রয়েছে সেগুলি ইতিমধ্যেই 'আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা'র কর্মকর্তারা পরিদর্শন করেছেন। মিশরের সরকারী বার্তা সংস্থা 'মেনা' গত ৮নভেম্বর এখবর দিয়েছে। তিনি বলেন, তার দেশ পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তর রোধ চুক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৮২ সালে মিশর পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি স্বাক্ষর করে। আহমাদ আবুল গাহিত বলেন,মিশর এই অস্ত্রবিস্তার চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন চায়।

মিশর লিবিয়ার পরিত্যাগ করা পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। মর্মে ফ্রান্সের একটি পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হওয়ার পর মিশরীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী একথা বলেন। মিশরীয় কর্মকর্তারা এ আগেও মিশরের 'লিবারেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত এ খবরের ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। 'লিবারেশন' পত্রিকার খবরে আরো বলা হয়েছে, মিশরে জন্মগ্রহণকারী 'আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা'র (আইএইএ) প্রধান মুহাম্মাদ আল-বারাদী তার প্রভাব খাটিয়ে এবিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে এই সংস্থার কাজে বাধা সৃষ্টি করেছেন। তবে মিশর সরকার এই খবরের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। আইএইএ-তে মিশরের দূত এই খবরকে পুরোপুরি বানাওয়াট বলে বর্ণনা করেন।

[প্রকাশ্যে হ'লে ক্ষতি কি? ইহুদী ইসরাঈলের কাছে যদি ২০০টি পারমানবিক বোমা থাকতে পারে, তাহ'লে মিসরের কাছে পারমানবিক বোমা থাকতে আপত্তি হবে কেন? আমরা মনে করি আমেরিকা ও তার দোসররা যতদিন তাদের পারমাণবিক বোমা নষ্ট না করবে, ততদিন অন্যদের তা না বানানোর কথা বলার কোন অধিকার তাদের নেই। তাদের যেমন আত্মরক্ষার অধিকার আছে, অন্যদেরও তেমনি আত্মরক্ষার অধিকার আছে। বিশেষ করে সারা বিশ্বে মুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে তারা যখন টার্গেট বানিয়েছে, তখন মুসলিম রাষ্ট্রগুলির জন্য এখন পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠেছে (স.স)]

ও বিস্ময়

বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম হার্ট

ওয়াশিংটনে বিজ্ঞানীরা অস্থায়ী কৃত্রিম হার্ট উদ্ভাবন করেছেন। সিনকার্ডিয়া প্রতিষ্ঠানের এই কৃত্রিম হার্ট বা হৃদযন্ত্র বিশ্বে এই প্রথম উদ্ভাবিত হ'ল। এখন এটি মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ বিভাগের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। যেসব রোগী হার্ট সংযোজন করতে চান, তাদের এছাড়া আর কোন বিকল্প নেই এবং যারা ৩০ দিনের মধ্যে মারা যেতে পারেন কিংবা কৃত্রিম হার্ট সংযোজন না হ'লে তারা মারা যেতে পারেন এই কৃত্রিম হৃদযন্ত্র বা হার্ট তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হৃদযন্ত্র সরিয়ে নেয়ার পর কৃত্রিম হার্টের সাথে সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় শিরা-উপশিরা ও আনুষঙ্গিক সব কিছুর ব্যবহার এতে রয়েছে।

যক্ষ্মার আরো নিরাপদ নতুন ভ্যাকসিন আবিষ্কার

বিগত ৮০ বছর ধরে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার পর যক্ষ্মার সবচেয়ে নিরাপদ প্রতিষেধকটির আবিষ্কার প্রক্রিয়া এখন শেষ ধাপে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের ধারণা, এই প্রতিষেধকটি বর্তমানে প্রচলিত বিসিজি ইঞ্জেকশনের চাইতেও অনেক বেশী কার্যকর হবে। 'নেচার মেডিসিনে' প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, এই প্রতিষেধকটি উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই হয়ত বেশী ব্যবহৃত হবে। কেননা টিউবার কোলোসিস বা যক্ষ্মার প্রকোপ এসব দেশেই বেশী। বিসিজি ভ্যাকসিন যক্ষ্মার হাত থেকে ১৫ বছরের সুরক্ষা দিতে সক্ষম বলে মনে করা হয়। তবে এটি সবার জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। বৃটেনে বিসিজি ভ্যাকসিন গ্রহণকারী দুই-তৃতীয়াংশ লোক যক্ষ্মা থেকে সুরক্ষা পাচ্ছে।

উল্লেখ্য, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র হিসাব অনুযায়ী, প্রতি সেকেণ্ডে ১ জন করে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হচ্ছেন। আর বছরে যক্ষ্মার কারণে মরতে হয় প্রায় ২০ লাখ লোককে। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এই রোগের জীবাণুতে আক্রান্ত।

ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সয়াবিন

সয়াবিন গাছ থেকে পাওয়া একটি নির্যাস মানবদেহে ক্যান্সার নিরাময়ে সহায়তা করে। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ব্যাপক পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। মার্কিন কৃষি বিভাগের এগ্রিকালচার রিসার্চ ম্যাগাজিনের এক সংখ্যার মাধ্যমে গবেষকরা জানিয়েছেন যে, সয়াবিনের এই নির্যাসে একটি সক্রিয় কম্পাউণ্ড, ফাইটো কেমিক্যাল কমপ্লেক্স-১০০ (পিসিসি ১০০) নামের একটি উপাদান রয়েছে, যার রাসায়নিক নাম স্যাপেলিন্স এবং এটিই ক্যান্সার কোষ বৃদ্ধি দমন করে রাখতে পারে। এছাড়া সয়াপ্রোটিন মলাশয় ক্যান্সারের ঝুঁকিও হ্রাস করে। গবেষকরা জানিয়েছেন, সয়াপ্রোটিনের এ কার্যকারিতা আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। এর আগের গবেষণায় দেখা গেছে, সয়াপ্রোটিন থেকে পাওয়া আইসোফ্লেবোনও ক্যান্সার প্রতিরোধে ইতিবাচক প্রভাব রাখে।

ভুট্টা থেকে ডিভিডি

ইলেকট্রনিক পণ্যের ক্ষেত্রে জাপানের সুনাম সুবিদিত। নিত্যনতুন পণ্য উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তাদের জুড়ি মেলা ভার। সম্প্রতি

জাপানের ইলেকট্রনিক জায়েন্ট পাইওনিয়ারের গবেষকরা ভুট্টা থেকে ডিভিডি ডিস্ক প্রস্তুত করেছেন। জাপানের সুরুগাসিমা শহরে পাইওনিয়ারের এক গবেষক গত ৪ নভেম্বর ডিভিডিটি প্রদর্শন করেন। এর ক্যাপাসিটি ২৫ জিবি।

বুদ্ধিমত্তা বাড়াতে নতুন প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আনবিক জীব বিজ্ঞান বিভাগ ও ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা স্মৃতি শক্তি কিভাবে কাজ করে সম্প্রতি এর উপর এক গবেষণা করেন। ইঁদুরের ডিএনএ পরিবর্তন করে তারা এই গবেষণা চালান। এতে দেখা যায়, ইঁদুরটি অন্য ইঁদুরের চেয়ে অনেক স্মার্ট হয়। বিশেষ ব্যবস্থায় ডিএনএ পরিবর্তিত ইঁদুর স্বাভাবিক ইঁদুরের তুলনায় পরিবর্তনশীল পরিবেশে অতি সহজেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে, এদের স্মরণশক্তিও তুলনামূলক প্রখর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এদের শিক্ষণ ক্ষমতাও বেড়ে যায়। বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল ন্যাচার-এ সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এই গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের গবেষণার ফলাফল থেকে বলা যায় যে, বুদ্ধিমত্তা ও স্মরণ শক্তির মতো মানসিক ও পরস্পর সম্পর্কিত গুণাবলীর বংশগতীয় বৃদ্ধি মানুষের বেলায়ও সম্ভব। বিজ্ঞানীরা ডিএনএ পরিবর্তন করে ইঁদুরকে ডুগি নাম দেন।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হাওয়ার্ড হ্যাগন মেডিকেল ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানী এরিক ক্যাণ্ডের এই গবেষণা সম্পর্কে বলেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। তবে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, বুদ্ধিমত্তার সাথে অনেক জিন ও অনেক লক্ষণ জড়িত। বুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পৃক্ত হ'তে পারে এমন অনেক বিষয়ই আছে। ইঁদুর ও মানুষের মাঝে বিস্তর তফাৎ থাকলেও এ ধরনের গবেষণা শিক্ষণজনিত থেরাপি ও আলবোইমারস রোগসহ স্মৃতিভ্রমজনিত মানুষের ব্যবহারিক চিকিৎসা ফলাফল উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী লোকজনের পারফরমেন্স বাড়াতেও এ গবেষণা সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে লোকজনের বুদ্ধি বাড়াতে জেনেটিক পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত কি-না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, ষ্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফ্‌ট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

মাদ সাইফুল ইসলাম

সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী

(ইষ্টার্ণ ব্যাংকের পশ্চিমে)

ঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

মোবাইলঃ ০১৭১-৮১৬৫৭৮; ০১৭১-৯৩০৯৬৬।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কুরআনের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করুন

-আমীরে জামা'আত

নয়াবাজার, ঢাকা ২৮ অক্টোবর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে স্থানীয় 'হাজী জুম্মন কমিউনিটি সেন্টার'-এ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, 'ছিয়াম আমাদেরকে সকল বিষয়ে পরিমিত হ'তে শিক্ষা দেয়। স্বাস্থ্য রক্ষায় ছিয়াম অদৃশ্য চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে দেহের বাড়তি মেদ কমে গিয়ে দেহের সর্বত্র রক্ত প্রবাহে অধিক গতিময়তা সৃষ্টি হয়। ফলে দেহমন সবই তাযা হয়। তিনি বলেন, রামাযানের মূল আবেদন আধ্যাত্মিক' যা মুমিনকে উন্নত নৈতিকতায় সমাসীন করে। ফলে সমাজদেহ সুস্থ ও শান্তিময় হয়'।

তিনি হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মুছলেহুদ্দীন, জনাব আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থার শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ছাদেক ইয়ামানী, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয, জনাব মানছূরুল হক, জনাব শামসুদ্দীন সিলেটি প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সেক্রেটারী মুহাম্মাদ নূরুল আলম।

ঈদুল ফিৎরে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ব্যাপক সফর কর্মসূচী

বুলারাটী, ১৫ই নভেম্বর সোমবার '০৪ঃ

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এ বছর স্বীয় জন্মস্থান সাতক্ষীরা যেলার সদর থানাধীন বুলারাটী গ্রামে ঈদুল ফিতর উদযাপন করেন ও সপরিবারে স্বীয় বোনের বাড়ীতে সপ্তাহকালব্যাপী অবস্থান করেন। বুলারাটী জামে মসজিদ ও ঈদগাহের মুতাওয়াল্লী হিসাবে দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য অনুযায়ী উন্মুক্ত বিলের মধ্যে ছাদেকের আমবাগানে স্থাপিত বুলারাটী-মাহমূদপুর- তালবাড়িয়া সম্মিলিত ঈদগাহে উপস্থিত কয়েক হাযার মুছল্লীর বিরাট জমায়েতে তিনি ঈদুল ফিতরের গুরুত্বপূর্ণ খুৎবা প্রদান করেন। ঈদুল ফিৎরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা ছাড়াও তিনি সেখানে মুসলিম উম্মাহর অবনতিশীল চিত্র, তার কারণ ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায় এবং এক্ষেত্রে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও জামা'আতী যিন্দেগীর অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে শতধা বিভক্ত বাংলাদেশের জনগণকে নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই ঐক্যবদ্ধ জনশক্তিতে পরিণত হওয়া যরূরী। অসংখ্য মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত ইসলামী দলগুলির

যেমন ছহীহ হাদীছ-এর নিঃশর্ত অনুসরণের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব। তেমনিভাবে ইহুদী-খৃষ্টানদের চালান করা বহু দলীয় গণতন্ত্রের বিভেদাত্মক রাজনীতির বিপরীতে ইসলামের প্রদর্শিত ইমারত ও শূরা ভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব। তিনি বলেন, ইসলামের কোন একটি শাখা-প্রশাখাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়, বরং ইসলামের আদি ও পূর্ণাঙ্গ রূপকে প্রতিষ্ঠা দান করাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের চিরন্তন লক্ষ্য। ইসলামের রাজনীতি, ইসলামের অর্থনীতি, ইসলামের পরিবার ও সমাজনীতি সবকিছুই নির্ণীত হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে। এর ব্যতিক্রম হ'লে আমরা দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই হারাবো। তিনি বলেন, উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সকলকে জামা'আতবদ্ধ ভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তোলার আহ্বান জানান।

বাঁকাল, ১৬ নভেম্বর মঙ্গলবারঃ

অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে আছর পর্যন্ত সাতক্ষীরা পৌরসভাধীন বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স জামে মসজিদে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের কর্মী, উপদেষ্টা ও সুধীদের এক 'ঈদ পুনর্মিলনী' সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের আগমনে প্রথমবার অনুষ্ঠিত এধরনের সমাবেশে কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এখন থেকে প্রতি ঈদের পরের দিন এটা অনুষ্ঠিত হবে বলে কর্মীগণ দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের প্রথম দিকে 'আন্দোলন' অফিসে যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উপস্থিতিতে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ সাংগঠনিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর উন্মুক্ত সমাবেশে কর্মীদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি জনাব মাষ্টার আব্দুর রহমান, উপদেষ্টা জনাব প্রফেসর নযরুল ইসলাম ও জনাব অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। সবশেষে প্রশিক্ষণ মূলক হেদায়াতী ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। অতঃপর তিনি সবার সাথে বসে একত্রে খানাপিনা করেন। উল্লেখ্য যে, কর্মীগণ সকলে নিজ নিজ আর্থিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে উক্ত ঈদ পুণর্মিলনীর আয়োজন করেন।

কাকডাঙ্গা, ১৭ই নভেম্বর বুধবারঃ

অদ্য বাদ যোহর কলারোয়া উপযেলাধীন ঐতিহ্যবাহী কাকডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত এক কর্মী ও সুধী সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এক আবেগময়ী ভাষণ পেশ করেন। তিনি কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের স্মৃতি চারণ করে বলেন, এই মসজিদেই শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ও পিতা মরহুম মাওলানা আহমাদ আলীর সঙ্গে দীর্ঘ ১০ বছর কাটিয়েছি ও তাঁর কাছ থেকে সরাসরি ইল্ম হাছিল করেছি। তিনি বলেন, অত্র এলাকার ভাইদের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সম্পর্ক চিরদিন অক্ষুন্ন থাকবে, যদি নাকি তাঁরা আমাদের পরিচালিত আদর্শিক আন্দোলনের অচ্ছেদ্য সাথী হিসাবে থাকেন। তিনি যেকোন উস্কানির মুখে দৃঢ়চিত্তে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানালে উপস্থিত সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে সমর্থন জানান।

অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু মা-বোন পর্দার আড়ালে বসে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ভাষণ শ্রবণ করেন। উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত এখানে সপরিবারে আগমন করেন ও মাওলানা মনীরুল হুদার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

বাঁশদহা, ১৭ই নভেম্বর বুধবারঃ

কাকডাঙ্গা হ'তে বুলারাটি ফেরার পথে বাঁশদহা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাগরিবের ছালাতান্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুষ্ঠিত এক মুছল্লী সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনটি বস্তু মানুষকে নাজাত দেয় ও তিনটি বস্তু মানুষকে ধ্বংস করে। জাহান্নাম থেকে নাজাত দানকারী তিনটি বস্তু হ'ল (১) গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা (২) সন্তুষ্টি ও ক্রোধ সর্বাবস্থায় 'হক' কথা বলা (৩) ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতার মাঝামাঝি মধ্যবিত্ত অবস্থায় জীবন যাপন করা। অতঃপর তিনটি ধ্বংসকারী বস্তু হ'লঃ (১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া (২) লোভ-লালসার দাস হওয়া এবং (৩) আত্ম অহংকারী হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শেষটিই হ'ল সবচেয়ে মারাত্মক' (বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫১২২ 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ)।

অতঃপর তিনি মুছল্লীদেরকে সকল প্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

দক্ষিণ বুলারাটি, ১৮ই নভেম্বর বৃহস্পতিবারঃ

অদ্য সকাল ৭-৩০ মিঃ হ'তে ৯-০০মিঃ পর্যন্ত মুহতারাম আমীরে জামা'আত সস্ত্রীক অত্র মসজিদে আগমন করেন এবং পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী কর্মী, সুধী ও মহিলা সমাবেশে ভাষণ দেন। ২০০০ সালে নির্মিত এই জামে মসজিদের বরকতে গত তিন বছরে স্থানীয় ২১ জন ভাই 'আহলেহাদীছ' হয়েছেন জানতে পেরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন এবং মসজিদের ইমাম ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মী মাওলানা যুলফিক্বার আহমাদকে ধন্যবাদ জানান। তিনি মসজিদে প্রতিদিন নিয়মিত দরসে হাদীছ ও সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক চালু করার এবং 'সোনামণি' সংগঠন ও 'আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা' গঠনের পরামর্শ দেন। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন।

একই দিন বাদ মাগরিব তাঁর স্ত্রী গ্রামের মসজিদের দোতলায় এক মহিলা সমাবেশে ভাষণ দেন ও তাদেরকে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' গঠনের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে আন্দোলনে শরীক হওয়ার আহ্বান জানান।

কলারোয়া ১৮ই নভেম্বর বৃহস্পতিবারঃ

অদ্য বিকাল ৩-টা হ'তে মাগরিব পর্যন্ত কলারোয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে আয়োজিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, সাময়িক কোন ইস্যু নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্য নিয়েই আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর জন্ম হয়েছে। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে উপরোক্ত মৌলিক লক্ষ্যে পরিচালিত এ মহান আন্দোলন বাংলাদেশ স্তিমিত হয়ে যাবার কারণে তাকে পুনর্জীবন দানের উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র যাত্রা শুরু হয়েছিল।

অতঃপর তারই পথ বেয়ে পরবর্তীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' 'সোনামণি' সংগঠন অস্তিত্ব লাভ করেছে। তিনি বলেন, গীবত-তোহমত, মিথ্যাচার ও সন্ত্রাস নির্ভর কোন নেতিবাচক আন্দোলন সমাজে স্থায়ী হ'তে পারে না। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সর্বদা ইতিবাচক আন্দোলনে বিশ্বাসী। তিনি কর্মী ও সুধীবৃন্দকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল দাবীকে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য জান-মাল উৎসর্গ করার আহ্বান জানান।

কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স-এর সম্পাদক মাষ্টার ক্বামারুযযামানের সভাপতিত্বে ও মাওলানা বদরুয যামানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও কলারোয়া সরকারী কলেজের সাবেক ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও যশোর সরকারী এম,এম, কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম স্বীয় ভাষণে বলেন, আহলেহাদীছ-এর জীবন্ত আন্দোলনকে যখন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন একটি স্থবির 'রাফাদানী' দলে পরিণত করা হয়েছিল। তখনই কলারোয়া কলেজে আমাদের প্রথম ব্যাচের ইন্টারমিডিয়েটের কৃতি ছাত্র আজকের মুহতারাম আমীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গঠন করে তার বিপ্লবী দাওয়াতের সূত্রপাত করেন। যা দেশব্যাপী আহলেহাদীছ আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি করে। আমরা তখন এ যুব আন্দোলনকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। তিনি বলেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এজন্য যে, তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আমাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছে। এ আন্দোলন আমাদেরকে অত্যন্ত উন্নতমানের সাহিত্য ও গবেষণা উপহার দিয়েছে। দিয়েছে আন্দোলনের স্থায়ী দিক নির্দেশনা। দিয়েছে কর্মীদের জন্য স্থায়ী কর্মসূচী ও উন্নত কর্মপদ্ধতি।

তিনি বলেন, এ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য ভিতর-বাইরে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। সকলকে সে বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকার জন্য এবং 'আন্দোলন'কে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার জন্য আমি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। সমাবেশে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক সুধী উপস্থিত ছিলেন

উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন বাদ ফজর মুহতারাম আমীরে জামা'আত গ্রামের জামে মসজিদে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে নিয়মিত দরস পেশ করেন।

অতঃপর ১৯ শে নভেম্বর শুক্রবার সকালের বি,আর,টি,সি কোচযোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সপরিবারে বাদ জুম'আ রাজশাহী মারকাযে ফিরে আসেন।

'রামাযানের তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২৭ অক্টোবর, বুধবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 'রামাযানের তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আহলেহাদীছ যুবসংঘের সাবেক সাহিত্য সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ ও দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাবি শাখার নেতৃবৃন্দ। অর্ধ-শতাধিক ছাত্রের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাটি ছাত্রদের মাঝে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আরবী বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ এবং জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ।

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী দাওয়াতী সপ্তাহ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর, মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ" ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে গোমস্তাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলনে'র নায়েবে আমীর, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদপাড়া, রাজশাহীর অধ্যক্ষ সঊদী মাব'উস শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলনে'র সহ-সভাপতি মাওলানা তাছাদ্দুক ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তোফাযযল হোসাইন প্রমুখ।

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ, ২০ অক্টোবর, বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আনীসুর রহমান মাষ্টার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর সঊদী মাবউছ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম।

সাঘাটা, গাইবান্ধা ২১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ঈসা হক্কানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা প্রিন্সিপ্যাল আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

গাবতলী, বগুড়া, ২১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে গাবতলী পুরাতন বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রঊফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয়

অর্থ সম্পাদক জনাব মাওলানা হাফীযুর রহমান ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ও 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

জয়পুরহাট, ২২ অক্টোবর, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে কালাই কমপ্লেক্স আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব মাওলানা হাফীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মাওলানা খলীলুর রহমান ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তফা প্রমুখ।

রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁঃ ২৬ অক্টোবর, মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঠাকুরগাঁও সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি মাওলানা মুযযাম্মিল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ। এতে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী উপস্থিত ছিলেন।

ফুলতলা, পঞ্চগড়, ২৭ অক্টোবর, বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পঞ্চগড় যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি মাওলানা আবদুল আহাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। একই দিন বাদ মাগরিব সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ২৮ অক্টোবর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জ টি,এণ্ড,টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ আওনুল মা'বূদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রধান।

বড়বাড়ি, জলঢাকা, নীলফামারী, ২৯ অক্টোবর, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ ফজর বড়বাড়ি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব আবদুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ।

শঠিবাড়ী, রংপুর ২৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় শঠিবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী মাষ্টার-এর সভাপতিত্বে ও যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ।

মানিকহার, সাতক্ষীরা, ২৯ অক্টোবর, শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মানিকহার এলাকার উদ্যোগে মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী এলাকার ২৭টি শাখা মসজিদে গ্রুপ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর এলাকার ২৭টি শাখার সর্বস্তরের কর্মীদের নিয়ে 'দাওয়াতী সপ্তাহ' শেষে ২৯ অক্টোবর সকাল ১০ ঘটিকা হ'তে এলাকা মারকায মানিকহার দক্ষিণপাড়া আহলেহীছ জামে মসজিদে এক বিরাট কর্মী প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ শিবির দুই অংশে ভাগ করা হয়। প্রথমাংশ সকাল ১০-টা হ'তে ১২-৩০ মিনিট পর্যন্ত মহিলা কর্মীদের জন্য এবং বাদ জুম'আ হ'তে মাগরিব পর্যন্ত অন্যান্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ হয়।

এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান সানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীন, এলাকা আন্দোলনের প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক, এলাকা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মাওলানা রফীকুল ইসলাম, মাওলানা মশীউর রহমান, মাওলানা আ,ন,ম, সাইফুল্লাহ এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে"র অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন এলাকার 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আবদুর রঊফ।

মহিষখোচা, লালমণিরহাট, ৩০ অক্টোবর, শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় মহিষখোচা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ।

কুড়িগ্রাম, ৩১ অক্টোবর, রবিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুড়িগ্রাম সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে পাঁচপীর সাতভিটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম আব্দুল লতীফ ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ

আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ।

পাবনা, ২ নভেম্বর, মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে খয়েরসূতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক ও 'দারুল ইফতা'র মাননীয় সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল সোবহান।

সপুরা, রাজশাহী, ৪ নভেম্বর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে রাজশাহী শহরের সপুরা মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ, সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ।

পাঁচদোনা, নরসিংদী, ৫ নভেম্বর, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ক্বাযী আমীনুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন।

গাযীপুর, ৬ নভেম্বর, শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যাগে জয়দেবপুর চৌরাস্তা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রফীকুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন ও এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ মনিরুদ্দীন প্রমুখ।

ময়মনসিংহ, ৭ নভেম্বর, রবিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' ময়মনসিংহ সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে ফুলবাড়ীয়া থানার অন্তর্গত আন্ধারিয়াপাড়া কেন্দ্রীয় আহলোদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ, সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওমর ফারূক্ব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

নাটোর, ৮ নভেম্বর, সোমবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে শুকলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বাবর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, নাটোর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুল বারী প্রমুখ।

মহিলা সমাবেশ

মানিকহার, সাতক্ষীরা, ২৯ অক্টোবর, শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মানিকহার এলাকার উদ্যোগে মানিকহার দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর এলাকা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান সানার সভাপতিত্বে এবং 'সোনামণি' সংগঠনের সদস্য তরীকুল ইসলামের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সমাবেশের কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পাইকগাছা ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাওলানা শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আ,ন,ম, সায়ফুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শহীদুল ইসলাম, এলাকা 'যুবসংঘে'র তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা জামালুদ্দীন।

উক্ত সমাবেশে কমপক্ষে দুই শতাধিক মহিলা যোগদান করেন।

উল্লেখ্য যে, ঐ জুম'আর খুৎবায় যেলা উপদেষ্টা অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। যা মুছল্লীবৃন্দ ও জ্ঞানী মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

[এ বিষয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের লিখিত 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বইটি পাঠ করুন।-সম্পাদক]

আত-তাহরীক পাঠক ফোরামের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

রাহাতের মোড়, বাগেরহাট, ৯ নভেম্বর, মঙ্গলবারঃ অদ্য ২৫ রামাযান 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরামের জৌজন্যে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শঞরের কোর্ট মসজিদ সংলগ্ন রাহাতের মোড়স্থ রহমত হোটেলে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য পাঠাগার সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদীর (বাবু)। 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ ঈস্রাফিল হোসাইনের সভাপতিত্বে ও যেলা 'যুবসংঘে'র আহ্বায়ক মুহাম্মাদ মাওলানা যুবায়ের ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সরদার আশরাফ হোসায়েন, আব্দুল মালেক, মুহাম্মাদ সেকান্দার আলী প্রমুখ।

বক্তাগণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামী সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে এবং শিরক ও বিদ'আত অধ্যুষিত মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধনে আত-তাহরীকের অকুতোভয় লেখনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। মাননীয় প্রধান অতিথি প্রতিজন পাঠককে প্রতি মাসে কমপক্ষে একজন করে গ্রাহক বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল সূদকে করেছেন হারাম"

শিকদার এন্টারপ্রাইজ
Shikder Enterprise

●ত্রিপল ●তাঁবু ●ক্যানভাস ●পলিফেব্রিক্স
●রেইনকোর্ট ●গামবুট ●লাইফজ্যাকেট
ইত্যাদি প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা।

ফোনঃ ৭১১৯০০৭/৭১১২৯৯, ফ্যাক্স ঃ ৯৫৫৯৩৬২, মোবাইলঃ ০১১৮৩৬২৪১।

১ নং চিভিচরণ বোস ষ্ট্রীট
(মাওয়া বাস ষ্ট্যান্ডের পার্শ্বে)
ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩।

বি আর টি সি মার্কেট
দোকান নং -২
ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা-১০০০।

জনমত কলাম

আবহাওয়া অধিদপ্তরের শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করুন!

গত ১লা নভেম্বর '০৪ইং তারিখে আছর ছালাত শেষে বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকার (অক্টোবর ২০০৪ই) প্রশ্নোত্তর বিভাগ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করছিলাম। হঠাৎ প্রশ্নোত্তর পর্বের ১০/১০ নম্বরে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নির্দেশের প্রতি বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগের প্রচণ্ড অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও অবমাননার এক করুণ চিত্র আমার নজরে আসল। মুসলিম নরনারীগণ নবীজির (ছাঃ) নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হ'লে এবং সেই মোতাবেক কাজ না করলে আল্লার বাণী অনুযায়ী তাদেরকে পরজগতে অবশ্যই চরম লাঞ্ছিত হ'তে হবে এই ভয়ে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য সরল ভাষায় পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে ইফতার সম্পর্কে মহানবীর (ছাঃ) কড়া নির্দেশ, 'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। 'লোকেরা ততদিন কল্যাণে থাকবে যতদিন তারা জলদি ইফতার করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৪)*। 'দেরীতে ইফতার করা ইহুদী-নাছারাদের স্বভাব' *(আবুদাঊদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)*।

হাদীছের এরূপ কঠোর বর্ণনা দেখে সততই প্রতীয়মান হয় যে, সূর্যাস্তের পর পরই ইফতার করা শরী'আত সম্মত, আর কিছুটা দেরী করে ইফতার করার অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশকে সরাসরি অবমাননা করা। হাদীছ শরীফে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই কঠোর নির্দেশ দেখে পত্রিকার কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সূর্যাস্তের ও সাহারী- ইফতারের সময়সূচী সংগ্রহ করেন। তদনুযায়ী ক্যালেণ্ডার ছাপিয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের মাঝে বিলি করেন। কিন্তু আবহাওয়া অধিদপ্তর নিজেদের পরিবেশিত সূর্যাস্তের সময়সূচীর সঙ্গে অতিরিক্ত ৩ মিনিট যোগ করে রোজা ইফতারের সময়সূচী করেছেন। আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রদত্ত ইফতারের সময়সূচী সঠিক বলে সকলে তা অনুসরণ করবে আর এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমার প্রশ্ন হ'লঃ সূর্যাস্তের সময়ের সাথে আবহাওয়া বিভাগ তিন মিনিট যোগ করলেন কেন? তবে কি আবহাওয়া অধিদপ্তর আমাদেরকে ইহুদী-নাছারার মত দেরিতে ইফতার করতে বলছেন। আবহাওয়া অধিদপ্তরের এই ন্যাক্কারজনক শরী'আত বিরোধী কার্যাবলী আমরা ধরতে পারতামনা, যদি না 'আত-তাহরীক' এ সম্পর্কে আমাদেরকে আগেই হুঁশিয়ার করত। এর জন্য আমি **মাসিক 'আত-তাহরীক'** পত্রিকাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং আমি এর বহুল প্রচার কামনা করি। বাস্তবিকই

ছহীহ হাদীছ অনুসরণে 'আত-তাহরীক' এক অতন্দ্র প্রহরী। আজ পৃথিবীময় মুসলিম জাতির বুকের উপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান প্রবল গতিতে বয়ে চলেছে তার প্রধান কারণ নবীজির (ছাঃ) হাদীছের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল না হওয়া। তার একটা চাক্ষুস প্রমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের নোংরা কার্যাবলীতে।

বিধায় আরজ উপরোক্ত তথ্যের আলোকে এ সম্পর্কে সুষ্ঠু তদন্ত করে অনতিবিলম্বে আবহাওয়া বিভাগের কর্মকর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। যাতে আমাদের দেশের মুসলিম ভাইয়েরা এই পবিত্র রামাযান মাসে নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হ'তে পারে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়।

আমরা এবিষয়ে মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসায়েন শাহজাহান, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি মাওলানা দেলাওয়ার হোসায়েন সাঈদী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব এ, জেড,এম, শামসুল আলম, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খত্বীব মাওলানা ওবায়দুল হক প্রমুখ দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

** অধ্যক্ষ (অবঃ) মুহাম্মাদ হাসান আলী*
বসুপাড়া (বাঁশতলা), খুলনা মহানগরী, খুলনা।

মি. ডগলাস ম্যাকেই'র 'রাবিশ এণ্ড আনএথিক্যাল'

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাংলাদেশ ও ভারত বিষয়ক পলিটিক্যাল এফেয়ার্স এডভাইজর মিঃ ডগলাস সি ম্যাকেই সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত 'মৌলবাদ', 'জঙ্গী' তৎপরতা ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া। কিন্তু দীর্ঘ সফরের পর যখন তিনি কোন আলামত খুঁজে পাননি, তখন তার রিপোর্টে ঐ পত্রিকাগুলোর উদ্দেশ্যে 'রাবিশ এণ্ড আনএথিক্যাল' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। কূটনীতির ভাষায় এর চেয়ে বাজে শব্দ আর কি হ'তে পারে? ইতিপূর্বে পত্রিকার রিপোর্টগুলো 'ভিত্তিহীন' উপাধি পেয়েছিল। আমরা আশা করি, 'স্টোরী' তৈরীতে দক্ষ ঐ সমস্ত পত্রিকা তাদের অপপ্রচার বন্ধ করবে এবং মিঃ ডগলাস ম্যাকেই'র রিপোর্ট তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেবে।

** হাসান মাহমুদ রিয়াজ*
চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।

[মার্কিন সরকারের বাংলাদেশ ও ভারত বিষয়ক রাজনৈতিক উপদেষ্টা মিঃ ডগলাস সি ম্যাকেই (DOUGLAS C. MAKEIG) দেশের শীর্ষস্থানীয় মাদরাসা ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাতের এক পর্যায়ে গত ২১ শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে বিমানযোগে রাজশাহীতে নেমে প্রথমে নওদাপাড়া মারকাযে আসেন, যা ২৩ শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দৈনিক ইনকিলাব (৩য় পৃষ্ঠা ৫ম কলাম)-সহ বিভিন্ন পত্রিকায় 'মার্কিন উপদেষ্টার আহলেহাদীছ মারকায পরিদর্শন' শিরোনামে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় (দ্রঃ 'আত-তাহরীক' অক্টোবর'০৪ পৃঃ ৩৭)।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৮১)ঃ অনেকের গায়ে জিন ভর করলে ঝাড়ফুঁক করে তাবীয গলায় ঝুলিয়ে রাখলে জিন আর আসে না। কিন্তু তাবীয খুললে আবার জিন আসে। এমতাবস্থায় জিনের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য তাবীয ব্যবহার করা যাবে কি?

-লুৎফর রহমান
পশ্চিম দৌলতপুর, হাটগাংগোপাড়া
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ শিরকমুক্ত বাক্যের মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করা জায়েয। যদি সেখানে তিনটি শর্ত থাকেঃ (১) আল্লাহ্র কালাম অথবা তাঁর নাম ও গুণাবলী দ্বারা হ'তে হবে (২) আরবী ভাষায় অথবা বোধগম্য ভাষায় হ'তে হবে (৩) এই আক্বীদা রাখতে হবে যে, ঝাড়ফুঁকের নিজস্ব কোন প্রভাব নেই, বরং আল্লাহ্র নির্ধারিত তাক্বদীর অনুযায়ী ফল হবে' *(ফাৎহুল মাজীদ, পৃঃ ১০৮)*। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাবীয ঝুলানো জায়েয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলালো সে শিরক করল' *(আহমাদ, হাকেম, আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪)*।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অনেক আয়াত ও দো'আ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলি পাঠ করলে জিনের কুপ্রভাব থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। বিছানায় শোয়ার সময় নিয়মিত 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে তার হেফাযত করেন এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তার কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩ 'কুরআনের মাহাত্ম্য' অধ্যায়)*। এতদ্ব্যতীত সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করলে প্রত্যেক বস্তুর (বিপদাপদের) মোকাবেলায় যথেষ্ট হবে' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২১৬৩)*।

প্রশ্নঃ (২/৮২)ঃ কোন কোন ছালাত শিক্ষা বইয়ে কালেমা শাহাদাত أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ-এর উচ্চারণ 'আশহাদু আন্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্', আবার কোন কোন মাসনূন দো'আ-দরূদ শিক্ষা বইয়ে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' লেখা হয়েছে। এর সঠিক উচ্চারণ বা বানান রীতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ সাব্বির উদ্দীন
রাঙ্গামাটিয়া, হাকিমপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যে সকল বইয়ে গুন্নাহ ছাড়াই 'আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু' লেখা হয়েছে সেটাই সঠিক। কেননা যদি নূন সাকিনের পরে (يَرْمَلُوْنَ) ى، ر، م، ل، و، ن এই ছয়টি অক্ষরের মধ্য থেকে কোন একটি আসে, তাহ'লে

ইদগাম হয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যে "ر" ও "ل" এর ক্ষেত্রে গুন্নাহ ছাড়াই ইদগাম হয়। এগুলিকে ইদগামে বে-গুন্নাহ বলা হয়। যেমন- مِنْ رَّبِّهِمْ (মির রব্বিহিম), مِنْ رَّسُوْلٍ (মির রাসূলিন), مِنْ لَّدُنَّا (মিল্-লাদুন্না) ইত্যাদি। *(দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আরবী ক্বায়েদা পৃঃ ১৪)*। উল্লেখ্য যে, তাঁর প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের ৩৯ পৃষ্ঠায় 'আন্-লা-ইলাহা' লিখিত হয়েছে, এটি ছাপার ভুল (স.স)।

প্রশ্নঃ (৩/৮৩)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, এক লোক সর্বদা মদ পান করত। তার মা তাকে মদ পান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলে সে বলত, তুমি তো শুধু গাধার মত চিৎকার কর। একদা আছরের সময় তার মৃত্যু হয়। এরপর থেকে প্রতিদিন আছরের পর সে কবর থেকে বের হয়ে তিনবার গাধার মত আওয়াজ করে পুনরায় কবরে প্রবেশ করে। এ ঘটনাটির বাস্তবতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মানছুরুর রহমান
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও শরী'আত পরিপন্থী কথা। হাশরের দিন ব্যতীত কোন মানুষ কবর থেকে উঠবে না। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ وَّرَاءِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ '(মৃত্যুর পরে) তাদের সামনে পর্দা রয়েছে ক্বিয়ামত পর্যন্ত' *(মুমিনূন ১০০)*। তবে হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আর পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী, মিশকাত ৩/১৩৭৯ পৃঃ, হা/৪৯২৭ 'সৎ কাজ ও সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ)*। অতএব পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি সন্তানকে অবশ্যই সর্বদা যত্নবান থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪/৮৪)ঃ আমরা শুনেছি, হজ্জের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য মিনায় ১টি পশু দম দিতে হয়। এ ছাড়া আরেকটি পশু কুরবানী করতে হয়। প্রশ্ন হ'ল, তাহ'লে কি মিনায় ২টি কুরবানী করতে হবে? নাকি ১টি যবেহ করলেই চলবে? আবার কাউকে মক্কায় দম দিতে দেখা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফসার বিন ইমামুদ্দীন
প্রসাদপুর, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ত্রুটি-বিচ্যুতির ধারণা করে নয়, বরং কতিপয় শর্তসাপেক্ষে দম দিতে হয়। যেমন ওয়াজিব তরক করলে বা ইহরামের পর নিষিদ্ধ কোন বিষয়ে লিপ্ত হ'লে কাফফারা স্বরূপ দম দিতে হয়। কাফফারা হ'ল ১টি বকরী কুরবানী করা অথবা ৬ জন মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করা *(মুওয়াত্ত্বা, বায়হাক্বী ৫/১৯২; ইরওয়া ৪/২৯৯ পৃঃ, হা/১১০০; বুখারী, মুসলিম, ক্বাহত্বানী, পৃঃ ৬৪-৬৫)*।

কেবলমাত্র স্ত্রী-সম্ভোগের ফলেই ইহরাম বাতিল হবে। বাকীগুলির জন্য ইহরাম বাতিল হবে না। তবে ফিদ্ইয়া ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ কাফফারা স্বরূপ একটি বকরী কুরবানী দিতে হবে অথবা ৬ জন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে অথবা ৩ দিন ছিয়াম পালন করতে হবে *(দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, হজ্জ ও ওমরাহ পৃঃ ২০-২৩)*। উল্লেখ্য, কুরবানী মিনায় দিতে হবে। আর কাফফারা মিনায়ও দেওয়া যায় মক্কাতেও দেওয়া যায়। তাতে কোন শারঈ বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (৫/৮৫)ঃ আমার মা আমাকে ৫০ টাকা দেন মুসাফিরকে দেওয়ার জন্য। তখন আমি সফরে যাচ্ছিলাম। তাই ৫০ টাকার মধ্যে হ'তে ২৫ টাকা এক মুসাফিরকে দিই এবং ২৫ টাকা আমি মুসাফির হিসাবে নিজে গ্রহণ করি। এটা কি শরী'আত সম্মত হয়েছে?

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
আযীযাবাদ, মেহেরপুর।

উত্তরঃ 'মুসাফির' বলতে সাধারণ মুসাফির বুঝা উচিত নয়; বরং যাকাত প্রদানের ব্যাপারে এমন মুসাফির বা পথিককে বুঝানো হয়েছে, যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ নেই, স্বদেশে তার যত অর্থ-সম্পদই থাকুক না কেন। এমন মুসাফিরকে যাকাতের মাল দেওয়া যেতে পারে। যাতে করে সে তার সফরের প্রয়োজনাদি সমাধা করতে পারে এবং স্বদেশে ফিরে যেতে সমর্থ হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৩৪ পৃঃ, 'যাকাত বণ্টন' অনুচ্ছেদ)*।

এক্ষণে উক্ত ব্যক্তি এবং মুসাফির উভয়েই যদি উপরে বর্ণিত 'মুসাফিরের' সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহ'লে উক্ত দান গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত হবে, নইলে নয়।

প্রশ্নঃ (৬/৮৬)ঃ আক্বীক্বা করে সন্তানের নাম রাখার পর সেই নাম পরিবর্তন করে আরো ভাল এবং সুন্দর ইসলামী নাম রাখার কোন বিধান ইসলামে আছে কি?

-ইসমত আরা বেগম
মণ্ডল সেন, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ অর্থগত দৃষ্টিকোন থেকে ত্রুটিপূর্ণ নামকে পরিবর্তন করে একটি সুন্দর ইসলামী নাম রাখা শরী'আত সম্মত। এক্ষেত্রে শুধু মুখে নাম পরিবর্তন করলেই চলবে।

যয়নাব বিনতে আবু সালামাহ (রাঃ) বলেন, আমার নাম রাখা হয়েছিল 'বাররাহ'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'নিজের পবিত্রতা নিজে যাহির করো না। তোমাদের মধ্যে কে পূণ্যবান তা আল্লাহ ভাল জানেন। তোমরা এর নাম রাখ 'যয়নাব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৬ 'নাম রাখা' অনুচ্ছেদ; হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহ্ফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলূদ, পৃঃ ৯০)*। হাদীছে এরূপ আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে।

প্রশ্নঃ (৭/৮৭)ঃ আমি অমুসলিম থাকা অবস্থায় কিছু ঋণ নিয়েছিলাম। বর্তমানে আমি একজন মুসলমান চাকুরীজীবী। এখন আমি পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধ করতে চাই। কিন্তু ঋণদাতার সন্ধান পাচ্ছি না। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

Contents

-মুহাম্মাদ মুহসিন
বোনারপাড়া রেলওয়ে হাসপাতাল
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত ঋণের অর্থ ঋণদাতার নিকটে পৌঁছানোর যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা ঋণ হ'ল বান্দার হক। তবে যদি সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও ঋণদাতার বা তার উত্তরাধিকারীদের সন্ধান না মেলে, তাহ'লে উক্ত ঋণের টাকা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিবেন। নিখোঁজ ঋণদাতা মুসলিম হ'লে তার নামেই উক্ত দান করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৮/৮৮)ঃ মাসিক আত-তাহরীক জুন'০৪ সংখ্যার 'সীরাতুন্নবী (ছাঃ) ও জাল হাদীছ' শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন আমাকে সালাম করে, তখন আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই'। এই সালামের শব্দগুলি কি এবং পাঠানোর পদ্ধতি কি?

-মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম
ও
মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম
খড়িবিলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ পৃথিবীর যেকোন স্থান থেকে উম্মতে মুহাম্মাদী সালাম দিলে তা ফেরেশতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়। আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যমীনে আল্লাহ্র কিছু ফেরেশতা রয়েছে, যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেয়' *(নাসাঈ, দারেমী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৯২৪ 'নবীর উপর দরূদ পাঠ' অনুচ্ছেদ)*।

'দরূদে ইব্রাহিমী' যা আত্তাহিইয়াতু-র মধ্যে পড়া হয়, এটা ছাড়াও তাঁর নাম শুনে সর্বদা সংক্ষিপ্ত দরূদ পাঠ করতে হয় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯২৭)*। যেমন 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'। অতএব ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দরূদ ও সালাম ব্যতীত কোনরূপ বানাওয়াট দরূদ ও সালাম পড়া যাবে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়তে সালাম পেশ করার সাথে সাথে ফেরেশতাগণ তাঁকে তা পৌঁছে দেয়। তবে ছালাতের মধ্যে তাশাহহুদের সময় সালাম পেশ করা নিঃসন্দেহে উত্তম *(ফাৎহুল মাজীদ, পৃঃ ২২৪)*।

প্রশ্নঃ (৯/৮৯)ঃ জুম'আর দিনে আগত বাচ্চাদেরকে পিছনে দিলে কথা-বার্তা, দৌড়া-দৌড়ি, চিল্লা-চিল্লি করায় খুৎবা শোনায় বিঘ্ন ঘটে ও ছালাতের ক্ষতি হয়। এমতাবস্থায় বাচ্চাদেরকে তাদের অভিভাবকদের পাশে জামা'আতে শামিল করা যাবে কি?

-এম,এম, এ, হালীম
আইচগাতি জামে মসজিদ, রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ ইমামের সরাসরি পিছনে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ দাঁড়াবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৮)*। অতঃপর অভিভাবকগণ যে কোন স্থানে তাদের বাচ্চাদের নিয়ে দাঁড়াতে পারেন। তাতে কোন শারঈ বাধা নেই। কারণ পুরুষের কাতারের পিছনে বাচ্চাদের দাঁড় করানো সম্পর্কে যে হাদীছটি আবু মালেক আশ'আরী (রাঃ) হ'তে এসেছে তা 'যঈফ' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১১৫ 'জামা'আতে দাঁড়াবার স্থান' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১০/৯০)ঃ কুরআন শরীফের বিশেষ বিশেষ আয়াত, দরূদ, কলেমা ইত্যাদি সুস্থ শরীরে অথবা অসুস্থ অবস্থায় হেলান দিয়ে বা শুয়ে পড়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফারুক আহমাদ
নূরুল্যাগঞ্জ, আটরশি, ফরিদপুর।

উত্তরঃ কুরআন শরীফের আয়াত, দরূদ, কলেমা ইত্যাদি সুস্থ বা অসুস্থ সকল অবস্থায় হেলান দিয়ে বা শুয়ে পাঠ করা শরী'আত সম্মত। কারণ মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে বিভিন্ন স্থানে 'যিকর' বলে সম্বোধন করেছেন *(হিজর ৯)*। আর যিকর সর্বাবস্থায় করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'বুদ্ধিমান হ'ল সে সমস্ত লোক, যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায়' *(আলে ইমরান ১৯১)*।

প্রশ্নঃ (১১/৯১)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সিজদা এমন (লম্বা) হবে যাতে বুকের নীচ দিয়ে বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাঁকা থাকে। এ হাদীছটি কি শুধু পুরুষের জন্য? মহিলারা ছালাত আদায়ের সময় যখন সিজদা দিবে তখন বুকের নীচ দিয়ে নাকি একটা পিঁপড়াও যেতে পারবে না? আমাদের দেশে মহিলারা এভাবেই ছালাত আদায় করে। পুরুষেরা পা ফাঁকা করে আর মহিলারা পা মিলিয়ে ছালাতে দাঁড়াবে। এভাবেই আমাদের দেশের মক্তব-মাদরাসায় শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটিতে লেখা হয়েছে, পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের পার্থক্য তিনটি। এই তিনটি পার্থক্যের মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্য বলা হয়নি। মহিলাদের ছালাতের পার্থক্যের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কি কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন?

-পারুল আখতার
নূরুল্যাগঞ্জ, আটরশি, ফরিদপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি উম্মুল মুমেনীন হযরত মাযমূনা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। যা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য বলা হয়েছে *(মুসলিম, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৯০ 'সিজদা ও তার মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ)*। মহিলাদের সিজদার সময় তাদের বুকের নীচ দিয়ে একটি পিঁপড়াও যেতে পারবে না এর প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। কয়েকটি পার্থক্য ছাড়া নারী-পুরুষের ছালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্যগুলি হ'লঃ (১) মহিলাদের বড় চাদরে আপাদমস্তক ঢাকতে হবে, যা পুরুষের জন্য শর্ত নয় *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৬২ 'সতর' অনুচ্ছেদ)* (২) নারীদের ইমাম ১ম কাতারের মধ্যে থাকবে, সামনে যাবে না *(দারাকুৎনী হা/১৪৯২-৯৩, সনদ হাসান)* (৩) নারীরা পুরুষের কাতারে দাঁড়াতে পারবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮ 'জামা'আতে দাঁড়াবার স্থান' অনুচ্ছেদ)* (৪) ইমামের ভুল হ'লে

পুরুষ মুক্তাদী 'সুবহানাল্লাহ' বলবে ও মহিলা মুক্তাদী নিজ ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পিঠের উপর আঘাত করে শব্দের মাধ্যমে লোক্মা দিবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৮ 'ছালাতে কি কি কাজ সিদ্ধ বা অসিদ্ধ' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৭; আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০০৩ প্রশ্নোত্তর ২৯/২৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/৯২)ঃ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে সূরা ওয়াক্বি'আহ্‌র ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে দু'জন ছাহাবীর কথোপকথনের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, প্রত্যেক রাত্রে সূরা ওয়াক্বি'আহ পাঠ করলে তার কখনোই ক্বাযীর কষ্ট হবে না। এ কথাটি কতটুকু সত্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আরিফ
হাতেম খাঁ, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি 'যঈফ' যা ইমাম বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমানে বর্ণিত হয়েছে *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২১৮১ 'কুরআনের মাহাত্ম্য' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৯৩)ঃ আমি একজন অভাবী কৃষক। অন্য লোকের জমি ভাগে নিয়ে ফসল করি। চাষের সময় সার, বিষ ইত্যাদি বাকী ক্রয় করে চাষ করি। প্রশ্ন হ'ল, উৎপাদিত ফসল থেকে বাকী টাকা পরিশোধ করে উদ্বৃত্ত ফসলের ওশর দিতে হবে, না মোট উৎপাদিত ফসল হ'তে ওশর দিতে হবে। জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ লিয়াকত
মুজগুন্নি, মণিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর প্রখ্যাত দু'জন ছাহাবী এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, জমিতে ফসল ফলাতে যে ঋণ হয়েছে তা পরিশোধ করার পর বাকী ফসলের ওশর বের করতে হবে *(ডঃ ইউসুফ আল-ক্বারযাভী, ফিক্বহুয যাকাত, পৃঃ ৩৯১, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৯৪)ঃ মাপে বা ওযনে কম প্রদানকারীর অবস্থা জানতে চাই।

-ক্বামারুযযামান
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ মাপে কম দেওয়া হারাম। বিষয়টি শুধু ওযনে কম করার মধ্যে সীমিত নয়, বরং মাপের মাধ্যমে হোক বা গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যেকোন পন্থায় হোক প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা হারাম হবে। এই পাপ হচ্ছে অপরের হক্ব নষ্ট করার পাপ। এই প্রাপ্য পরিশোধ না করলে অথবা ক্ষমা না নিলে ক্বিয়ামতের দিন নিজের নেকী তাকে দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। নেকীতে না কুলালে পাওনাদারের পাপ নিতে হবে, অতঃপর নিঃস্ব অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'যুলুম' অনুচ্ছেদ)*। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন *(আন'আম ১৫২, রহমান ৯, মুত্বাফফিফীন ১-৫)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৯৫)ঃ জাদু-টোনা বলে কিছু আছে কি? এর দ্বারা মানুষের ক্ষতি করা যায় কি?

-রাশীদা খাতুন
আমনুরা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জাদু-টোনা সত্য। কিন্তু তা করা হারাম। জাদুর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করা যায়। প্রাচীন ইহুদীদের কিছু ধর্মনেতা দুষ্ট জিন ও শয়তানের মাধ্যমে প্রথম জাদু বিদ্যা আয়ত্ব করে। তাদের ধারণা ছিল যে, সুলায়মান (আঃ) জাদুর মাধ্যমে অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করেন। অথচ সুলায়মান (আঃ) জাদু করতেন না, বরং শয়তানরাই লোকদের জাদু শিক্ষা দিত *(বাক্বারাহ ১০২)*। এই ধারণায়ই তারা জাদু বিদ্যাকে একটা পবিত্র বিদ্যা বলে বিবেচনা করত। এই বিদ্যার মূল উদ্যোক্তা হ'ল ইহুদীরা। তারাই আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে জাদু করেছিল। তাঁকে জাদুর ক্ষতি হ'তে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সূরা নাস ও ফালাক্ব নাযিল করেন *(বুখারী, তাফসীরে ইবনে কাছীর)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৯৬)ঃ আলবানী (রহঃ) তাঁর 'আদাবুয যিফাফ' গ্রন্থে মহিলাদের জন্য স্বর্ণের হার পরিধান করা নাজায়েয বলেছেন। বিষয়টির যথার্থতা জানতে চাই।

-যিয়াউর রহমান
এশিয়ান টেক্সটাইল
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
ও
আব্দুল্লাহ
হাড়াভাঙ্গা, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মহিলাদের জন্য স্বর্ণের যেকোন গয়না বৈধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা কি এমন নারীকে আল্লাহ্‌র জন্য (কন্যা সন্তান হিসাবে) নির্ধারণ করে, যে অলংকারে লালিত পালিত হয় এবং বিতর্কের সময় কথা বলতে পারে না' *(যুখরুফ ১৮)*। উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গয়না পরিধান করা নারীদের বৈশিষ্ট্য এবং এখানে কোন গয়নাকে খাছ করা হয়নি। যায়েদ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বর্ণ এবং রেশম আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য হালাল আর পুরুষদের জন্য হারাম' *(তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৬৫)*। একই মর্মে বর্ণিত হয়েছে আবু মূসা আশ'আরী ও আলী (রাঃ) থেকে *(ইরওয়া হা/২৭৭; তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৩৯৪ 'আংটি' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মহিলার হাতে দুইটি স্বর্ণের বালা দেখে তার যাকাত আদায় করার জন্য বললেন। কিন্তু পরিধান নিষেধ করলেন না *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৮০৯ 'কিসে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ; সনদ হাসান)*। অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় নাতনী উমামা বিনতে আবিল 'আছকে স্বর্ণের আংটি প্রদান করেন ও তা পরিধান করার আদেশ দেন *(আবুদাঊদ, হাইআতু কেবারিল ওলামা ২/৮৪৬ পৃঃ)*। রাসূলের স্ত্রী উম্মু সালামা (রাঃ) স্বর্ণের গহনা পরিধান করতেন। একদা তিনি বললেন হে রাসূল! এটা কি সঞ্চিত সম্পদ? রাসূল (ছাঃ) বললেন, নেছাব পর্যন্ত পৌঁছলে যখন তুমি তার

যাকাত আদায় করবে, তখন তা সঞ্চিত সম্পদ হবে না *(মালেক, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৮১০; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৩৮৩; বুলূগুল মারাম হা/৬০৮)*। শায়খ আলবানী মহিলাদের জন্য স্বর্ণের গোলাকার বস্তু তথা কণ্ঠহার, আংটি ইত্যাদি নিষিদ্ধ বলেছেন *(আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ২৫৪)*। পক্ষান্তরে শায়খ আবদুল আযীয বিন বায মহিলাদের জন্য সকল প্রকার স্বর্ণালংকার 'নিঃসন্দেহে জায়েয' বলেন *(ফাইআতু কিবারিল ওলামা ২/৮৪৬ পৃঃ)*। আমরা মনে করি, মহিলাদের জন্য স্বর্ণালংকার নিষেধের হাদীছগুলি তাদের যাকাত না দেওয়া গহনা সম্পর্কে এসেছে বলে গণ্য করলেই উভয় মর্মের হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব।

প্রশ্নঃ (১৭/৯৭)ঃ পেনশন হিসাবে যে টাকা সরকার কর্তৃক প্রদান করা হয়, সে টাকা কি সূদ হবে?

-ডাঃ ক্বামারুদ্দীন
ফাতেমা ডেন্টাল ক্লিনিক, নওগাঁ।

উত্তরঃ সরকার তার কর্মচারীদের নামে প্রতি বছর যে বাড়তি টাকা বরাদ্দ করেন, তা গ্রহণ করা সূদ হবে না। কারণ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা যায়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে কিছু দান করলেন। আমি বললাম, এটি আপনি আমার চাইতে অধিক মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি এটা নাও ও সম্পদ হিসাবে গ্রহণ কর অথবা ছাদাক্বা কর। তোমার নিকটে যে মাল আসে, যদি তুমি তার প্রতি আগ্রহী না হও ও সওয়ালকারী না হও, তাহ'লে তুমি তা গ্রহণ কর। এমনটা যদি না হয়, তাহ'লে তুমি তার পিছু নিয়ো না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৪৫ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৯৮)ঃ টেলিফোন বা মোবাইল ফোনে সালামের পরিবর্তে হ্যালো বলা হয়। এটা কি ঠিক?

-আবদুল ওয়াদূদ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ 'হ্যালো' (Hallo, Hello, Hullo) শব্দটি ইংরেজী Interjection বা সম্বোধন ও বিস্ময় সূচক অব্যয়, যা 'আহ্বান' দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সম্বোধনের প্রত্যত্তরে ব্যবহৃত হয়। খুৎবা, বক্তৃতা, আহ্বান বা অনুরূপ যেকোন আলাপে ইসলামী বিধান মতে 'সালাম' দিয়েই শুরু করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যিনি সালাম দিয়ে কথা শুরু করেন' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৪৬ 'সালাম' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৮২/৬৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ সালামের পূর্বে কথা আরম্ভ করলে তার উত্তর দিয়ো না' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৬, ৩৪৭ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে কথা শুরু করে না, তোমরা তাকে কথা বলার অনুমতি দিয়ো না' *(বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৪৬৭৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৭)*। এক্ষণে টেলিফোনে অদৃশ্য শ্রোতাকে হুঁশিয়ার করার জন্য কথার মাঝে 'হ্যালো' বলায় কোন দোষ হবে না। কারণ এতে আক্বীদাগত কোন দোষ আছে বলে জানা যায়নি। উল্লেখ্য যে, 'হ্যালো' না বলে 'হ্যালূ' (Halloo) বললে তার অর্থ হবে 'কুকুরের প্রতি চিৎকার দেওয়া'। অতএব টেলিফোনকারীগণ সাবধান!

প্রশ্নঃ (১৯/৯৯)ঃ যাকাত দেওয়া কখন ফরয হয় এবং তার শর্ত কি?

-লাকি
ভাটকান্দি উত্তরপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ যাকাত ২য় হিজরীতে ফরয হয়। যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হ'ল, (১) তাকে মুসলমান হ'তে হবে (২) স্বাধীন হ'তে হবে (৩) তার জন্য মালের পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে (৪) শরী'আতে বিভিন্ন মালের জন্য যে নিছাব রয়েছে, তা পূর্ণ হ'তে হবে এবং (৫) বৎসর পূর্ণ হ'তে হবে। তবে ওশরের জন্য এ শর্ত নেই, বরং যেদিন তা কর্তন করা হবে, নেছাব পরিমাণ হ'লে সেদিন তা ফরয হবে *(আন'আম ১৪১; আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯৪; দ্রঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, নং ৩৪৫, পৃঃ ৪২১)*।

প্রশ্নঃ (২০/১০০)ঃ আমার আব্বার অসুস্থতার কারণে কিছু ছালাত ছুটে যায়। জানাযার সময় ইমাম ছাহেব আমাদেরকে তার ক্বাযা ছালাত আদায় করতে বলেন। আমরা তা আদায় করার ওয়াদা করি। এর শারঈ ভিত্তি সম্পর্কে জানতে চাই।

-মুযযাম্মেল হক্ব
বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ কারু অসুস্থতার কারণে ছালাত ছুটে গেলে অন্যেরা তা আদায় করতে পারে না। কারণ ছালাত হচ্ছে দৈহিক ইবাদত যা অন্যজনে পালন করতে পারে না। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'একজন অন্যজনের পক্ষ থেকে ছিয়াম রাখতে পারেনা এবং একজন অন্যজনের পক্ষে ছালাত আদায় করতে পারে না' *(মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৯৪; মিশকাত হা/২০৩৫ 'ছিয়াম' অধ্যায় 'ক্বাযা' অনুচ্ছেদ; বায়হাক্বী ৪/২৫৪ পৃঃ; সনদ ছহীহ, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/১৯৭৭, ২/৩৩৬ পৃঃ)*। তবে মা আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে যে, উত্তরাধিকারীগণ মৃতের ক্বাযা ছিয়াম আদায় করবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৩৩)*। অবশ্য ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে উক্ত ক্বাযা ছিয়ামের ফিদ্ইয়া প্রদানের কথা এসেছে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৩৪)*। সে হিসাবে উত্তরাধিকারীগণ মৃতের পক্ষে তার ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে পারেন অথবা ফিদ্ইয়া দিতে পারেন। তবে ছালাত নয়।

প্রশ্নঃ (২১/১০১)ঃ সূরা ছাফফাতের ৭৯ এবং ১৩০ নং আয়াত পাঠ করলে নাকি সাপে দংশন করে না, সাপের ভয় থাকে না এবং সাপ সেখান থেকে চলে যায়। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ওবায়দুল্লাহ

বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এর প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। তবে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করলে যাবতীয় ক্ষতি থেকে বাঁচা যায়ঃ 'আ'উযু বি কালিমা-তিল্লাহিত তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্বা' 'আমি আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ কালেমাসমূহের মাধ্যমে সেই সবের ক্ষতি থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেগুলি তিনি সৃষ্টি করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/১০২)ঃ মৃত ব্যক্তি তার জন্য ক্রন্দনকারী, তাকে গোসল দানকারী, খাট বহনকারী ও কবর যিয়ারতকারীকে চিনতে পারে কি?

-হযরতুল্লাহ
যোগীশো, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তি এদেরকে চিনতে পারে না। তবে দাফনকারী ব্যক্তিদের যাওয়ার সময় তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৬ 'ঈমান' অধ্যায় 'কবর আযাব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১০৩)ঃ অনেক মহিলা রুগীর গোপনস্থানে ও স্তনে বিভিন্ন রোগ হয়, যা না দেখে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায় না। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

-ডাঃ রাহাতুল্লাহ বিশ্বাস
বড়বাজার, মেহেরপুর।

উত্তরঃ রোগীণীর জন্য মহিলা ডাক্তারের নিকট যাওয়া আবশ্যক। যদি মহিলা ডাক্তার না থাকে এবং চিকিৎসা ছাড়া কোন উপায় না থাকে, তাহ'লে বাধ্যগত অবস্থায় পুরুষ ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আহত যোদ্ধাদের সেবা করার জন্য মহিলাদেরকে বলেছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৪১ 'জিহাদ' অধ্যায় 'জিহাদে লড়াই' অনুচ্ছেদ)*। তবে সর্বক্ষেত্রে চিকিৎসকগণকে ইসলামী আদব বজায় রাখা অত্যাবশ্যক। কেননা আল্লাহ পাক প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় ফাহেশা কাজের নিকটবর্তী হ'তে নিষেধ করেছেন এবং এগুলিকে হারাম করেছেন *(আন'আম ১৫৩, আ'রাফ ৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১০৪)ঃ মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়ার সময় তার নাভির নীচের লোম ছাফ করতে হবে কি?

-শিহাবুদ্দীন
দহগ্রাম, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ গোসল দেওয়ার সময় নাভির নীচের লোম ছাফ করতে হবে না। কারণ মৃত্যুর পরে মানুষের শরী'আত পালনের দায়িত্ব থাকে না। শুধুমাত্র ওযূ-গোসল ও কাফন-দাফনের দায়িত্ব অন্যদের উপরে বর্তায়। এগুলি প্রচলিত বিদ'আত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এদেশে প্রচলিত ৬২টি বিদ'আতের তালিকা দেখুন *(ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)', পৃঃ ১২৭-১২৯)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১০৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, জান্নাত যেমন আলেম দ্বারা উদ্বোধন করা হবে, জাহান্নামও তেমনি আলেম দ্বারা উদ্বোধন করা হবে। কথাটি কি সত্য?

-আব্দুল হামীদ
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ কথাটি সত্য নয়। কারণ জাহান্নামে কোন্ ব্যক্তিকে প্রথমে পাঠানো হবে তার স্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। তবে জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪২-৪৩ 'নবীকুল শিরোমণির মাহাত্ম্য' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১০৬)ঃ মসজিদের জনৈক খত্বীব বললেন, তামাকের ব্যবসা বৈধ। পৃথিবীর কোন আলেম 'তামাক' শব্দ কুরআন-হাদীছে দেখাতে পারবে না। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল ওয়াদূদ
মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ তামাক মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। তা কখনোই পবিত্র বস্তু নয়। এমনকি তামাক কোন চতুষ্পদ জন্তু পর্যন্ত ভক্ষণ করে না। 'আল্লাহ তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ১৫৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ভিন্ন গ্রহণ করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। মাদকতা আনয়ন করে এমন যাবতীয় বস্তু হারাম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৭,৩৬৩৮ 'হুদূদ' অধ্যায়, 'মদ ও মদ্যপানকারীর শাস্তি' অনুচ্ছেদ)*। 'যার অধিক পরিমাণে মাদকতা আনে, তার অল্প পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫; ছহীহ তিরমিযী হা/১৯৪৩)*। 'যা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে, তাই-ই মদ' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৩৫)*। দায়লাম হিমিয়ারী বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমরা শীতপ্রধান অঞ্চলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী করি। আমরা গম থেকে তৈরী একপ্রকার মদ পান করি, যা আমাদের কাজের মধ্যে জোশ নিয়ে আসে ও শীত দূর করে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তা কি তোমাদের মধ্যে মাদকতা আনে? আমি বললাম, হাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তা থেকে বিরত হও। আমি বললাম লোকেরা যে ছাড়তে চায় না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, না ছাড়লে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৬৫১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, তার ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(তিরমিযী, সনদ 'হাসান' মিশকাত হা/৩৬৪৩)*।

তামাক শব্দ কুরআন-হাদীছে নেই সত্য, কিন্তু হেরোইন-ফেনসিডিলের নাম কি আছে? জানিনা খত্বীব ছাহেব ওগুলোকে হালাল বলবেন কি-না। অনভ্যস্ত ও সুস্থ ব্যক্তি তামাক খেলে তার মধ্যে মাদকতা আসে। এছাড়াও এতে রয়েছে 'নিকোনিট' নামক বিষ যা মানুষকে গোপনে হত্যা করে। অতএব তামাক নিঃসন্দেহে মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তা হারাম। এই হারাম থেকে তৈরী

বিড়ি-সিগারেট, গুল-জর্দ্দা সবই হারাম। এ সবের ব্যবসা অবৈধ। অতএব উৎপাদন ও ব্যবসা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সম্মান করে যদি কোন ভাই এগুলো পরিত্যাগ করে অন্য কোন বৈধ বস্তুর বা খাদ্য-শস্যের উৎপাদন ও ব্যবসা শুরু করেন, ইনশাআল্লাহ তাতে বরকত হবে।

প্রশ্নঃ (২৭/১০৭)ঃ মৃত ব্যক্তির নামে হজ্জ করা যায় কি?

-শরীফুন নেসা ডেজী
অধ্যাপিকা, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।
ও
আলহাজ্জ সুরুজ মিয়াঁ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নামে হজ্জ করা যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার খাছ'আম গোত্রের জনৈকা মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁর বান্দার প্রতি ফরয করা হজ্জ আমার পিতার প্রতি ফরয হয়েছে। অথচ তিনি অতি বৃদ্ধ। বাহনের পিঠে বসে থাকার ক্ষমতা তাঁর নেই। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, এটি বিদায় হজ্জের ঘটনা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১১ 'মানাসিক' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছে অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ করার ব্যাপারে জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তিকে খাছ করা হয়নি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৫১ পৃঃ 'অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ করা' অনুচ্ছেদ; হাইআতু কেবারিল ওলামা, ৪৭০ পৃঃ)*। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় জনৈকা মহিলা এসে বলল, ...হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি কখনো হজ্জ করেননি। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করব কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হ্যাঁ কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৫ 'যাকাত' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত ব্যক্তি অছিয়ত করুন বা না করুন তার পক্ষ থেকে ওয়ারিছগণ হজ্জ করতে পারেন। তবে অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ করতে চাইলে প্রথমে নিজের হজ্জ করতে হবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৫২৯ 'মানসিক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১০৮)ঃ কিছু লোক সময়মত ঈদগাহে উপস্থিত হ'তে না পারায় ছালাত শেষ হ'লে রাগের বশবর্তী হয়ে পার্শ্ববর্তী স্কুল মাঠে ঈদের ছালাত আদায় করে। এর সামনের জমিতে গোরস্থান আছে। আগামীতে তারা উক্ত জমিতে মেহরাব তৈরী করে স্থায়ীভাবে ঈদের ছালাত আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম
ও যয়নুল হক
পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লেখিত কারণে আলাদাভাবে ঈদগাহ তৈরী করা এবং সেখানে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে না। এতে বরং এটি 'মসজিদে যিয়ার'-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া ঈদগাহের সামনে গোরস্থানের জমিতে মেহরাব তৈরী করা জায়েয নয়। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরকে পাকা করতে, তার উপর ঘর নির্মাণ করতে, তার উপরে বসতে এবং নাম লিখতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, ইরওয়া হা/৭৫৭; মিশকাত হা/১৬৯৭ 'জানাযা' অধ্যায় 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি কবরকে সামনে রেখে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭২; মিশকাত হা/১৬৯৮)*। ঈদগাহে মেহরাব ও মিম্বর নির্মাণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাঁকা ময়দানে ছালাত আদায় করেছেন। তিনি বর্শা, লাঠি ইত্যাদি পুঁতে সেটিকে সামনে 'সুতরা' বানিয়ে ছালাত আদায় করতেন' *(বুখারী ১/১৩৩; মির'আত ৫/২৩ 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ। দ্রষ্টব্যঃ জুলাই ২০০২, প্রশ্নোত্তর ৯/২৯৯)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১০৯)ঃ একটি তাফসীর মাহফিলে জনৈক মুফতী বললেন, কোন আলেম ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে ৪০ দিনের কবরের আযাব মাফ হয়। এ বক্তব্য কি ঠিক?

-আব্দুর রশীদ
বুড়ীমারী বাজার, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। তবে আলেম হোক বা সাধারণ মুমিন হোক কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে কবরবাসীর জন্য দো'আ করলে মৃত মুমিন ব্যক্তি উপকৃত হবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪ 'জানাযা' অধ্যায় 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ। দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১১০)ঃ এক ব্যক্তি অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করেছিল। এখন সে তা পরিশোধ করতে চায়। কিন্তু ঐ ব্যক্তির পরিচয় জানে না বা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই। এমতাবস্থায় কিভাবে ঋণমুক্ত হবে?

-শেখ মুহাম্মাদ আউয়াল হোসায়েন
সাং- আনতা, দোহার, ঢাকা।

উত্তরঃ আত্মসাৎকৃত অর্থ মালিকের নিকট পৌঁছানোর যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হবে। মালিককে না পেলে তার ওয়ারিছদের নিকট পৌঁছাতে হবে। যদি তাও সম্ভবপর না হয়, তাহ'লে মালিকের নামে আল্লাহ্র রাস্তায় ছাদাক্বাহ করতে হবে। সাথে সাথে কৃত অন্যায়ের জন্য একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র দরবারে তওবা করবে। আল্লাহ বলেন, 'যদি কেউ অন্যায় করার পর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান' *(মায়েদাহ ৩৯; দ্রঃ ডিসেম্বর ২০০২ প্রশ্নোত্তর ২২/৯২)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১১১)ঃ মসজিদে পুরুষ ও মহিলাদের মিলিত জামা'আত হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে পর্দার মধ্যে মেয়েরা থাকেন। কিন্তু তাদের সম্মুখস্থ প্রথম কাতারের মহিলা বরাবর অংশটি পুরুষেরা খালি রেখে দাঁড়ান। এইভাবে কাতার করা ঠিক হবে কি?

-শামসুল হুদা

সারাংপুর (কমিশনারপাড়া)
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ এভাবে সামনের কাতার খালি রেখে কাতার করা ঠিক হবে না। বরং সামনের কাতার পূর্ণ করতে হবে, অতঃপর দ্বিতীয় কাতার, এই নিয়মে ধারাবাহিকভাবে কাতার পূর্ণ করতে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সামনের কাতার পূর্ণ কর। তারপর পরবর্তী কাতার এবং অসম্পূর্ণ কাতার সবশেষে করবে' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১০৯৪ 'ছালাত' অধ্যায়, 'কাতার সমান করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১১২)ঃ জনৈকা মহিলার শরী'আত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পাদনের পর একটি সন্তান হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে স্বামী স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। চার বছর পর খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, স্বামী প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই দ্বিতীয় বিবাহ করেছে। ফলে উক্ত মেয়ের অভিভাবক জনৈক ইমাম ছাহেবকে ডেকে এনে মেয়ের সম্মতি নিয়ে স্বামীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিয়ে উক্ত মজলিসেই মহিলাকে অন্যত্র বিবাহ দিয়েছে। এই তালাক ও বিয়ে কি শরী'আত সম্মত হয়েছে?

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (খোকা)
নজরমামুন, চৌধুরাণী, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ উক্ত তালাক ও বিয়ে কোনটাই শরী'আত সম্মত হয়নি। কারণ কোন মহিলা তার স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। বরং মেহিলা স্বামীর বন্ধনে না থাকতে চাইলে সে 'খোলা' করে নিবে। এরপর এক হায়েয (ঋতু) 'ইদ্দত' পালন করে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। ছাবিত ইবনু ক্বায়েসের স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশক্রমে 'মোহর' ফেরত দানের বিনিময়ে নিজেকে স্বামীর নিকট থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৪ 'খোলা' ও তালাক্ব' অনুচ্ছেদ)*। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে উক্ত মহিলা যতদিন থাকবে, ততদিন ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(বিস্তারিত দ্রঃ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'তালাক ও তাহলীল' পুস্তিকা)*।

এক্ষণে করণীয় হবে এই যে, সামাজিক অথবা সরকারী দায়িত্বশীলদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষোক্ত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে এবং মহিলাকে নির্ধারিত 'মোহর' পরিশোধ করতে হবে *(বুখারী ২/৮০৫ পৃঃ)*। অতঃপর স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর সাথে থাকবে, অথবা তার থেকে 'খোলা' করে নিয়ে এক মাস ইদ্দত পালনান্তে অন্যত্র বিয়ে করবে।

প্রশ্নঃ (৩৩/১১৩)ঃ মানুষকে বাঘে খেয়ে নিলে বা কবর দেওয়া না হ'লে তাদের শাস্তি বা শাস্তি কোথায় হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাসীবুল ইসলাম
বহরমপুর (নিমতলা), মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ যে দেহ নিয়ে মানুষ চলাফেরা করে, এটি হ'ল জড় দেহ। কবর বা কবর আযাবের জন্য মানুষের জড় দেহ বা মাটির বানানো কবর শর্ত নয়। আল্লাহ যেভাবে খুশী মানুষের দেহের বা আত্মার উপরে শান্তি বা শাস্তি দিতে পারেন। কবর আযাবের বিষয়টি সম্পূর্ণ অদৃশ্য জ্ঞানের বিষয়। আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'কবরের আযাব সত্য' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮ 'ঈমান' অধ্যায়)*। এ বিষয়ে মানবীয় জ্ঞানের প্রবেশাধিকার নেই। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপরে নিঃসংকোচে আমাদের ঈমান আনতে হবে। অহেতুক সন্দেহ-সংশয়ের দোলাচলে পড়ে ইহকাল ও পরকাল হারানোর পিছনে কোন যুক্তি নেই *(দ্রষ্টব্যঃ ফেব্রুয়ারী '০৩, প্রশ্নোত্তর ৩৯/১৮৪; দরসে কুরআন 'কবরের কথা' জুন ২০০০)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১১৪)ঃ ১০/১৫ বছর পূর্বে কবর ছিল। ঐ স্থানসহ জমি ক্রয় করেছি ও সেখানে ঘর বেঁধেছি। এখন ঘর কি ভেঙ্গে ফেলতে হবে?

-শেখ মুহাম্মাদ আবদুর রউফ
দক্ষিণ বারহা, দোহার, ঢাকা।

উত্তরঃ ঘর ভাঙতে হবে না এবং সেখানে ঘর বাঁধায় ও বসবাস করায় কোন গোনাহ হবে না। কবরে কিছু না পাওয়া গেলে সেখানে সবকিছু করা যায়। যদি মাটি খুঁড়তে গিয়ে হাঁড় পাওয়া যায়, তাহ'লে তা অন্যত্র (বা কোন কবরস্থানে) দাফন করে দিবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১; মাজমূ'আ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২০৮ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২৬; জুন ২০০৩ প্রশ্নোত্তর ২৯/৩২৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১১৫)ঃ জুম'আর দিন ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আগত মুছল্লীদের নেকী লিখতে থাকে। খুৎবার আযান শুরু হওয়ার সাথে সাথে তারা লেখা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু যে মসজিদে এক আযান হয়, সেখানে আযানের সাথেই খুৎবা শুরু হয়। আমি আযানের পর মসজিদে গেলে তো ফেরেশতা তার খাতা গুটিয়ে নিবেন। এক্ষণে আমি উক্ত ছওয়াব পাব কি?

-মুহাম্মাদ মমিনুল ইসলাম
শিমুলবাড়ী (বারকোনা), সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছে জুম'আর দিন যারা সকাল সকাল মসজিদে আসে, তাদের জন্য বিশেষ ছওয়াবের কথা বলা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৮৪; তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৮৮ 'ছালাত' অধ্যায়)*। আর শেষোক্ত আয়াত দ্বারা আযানের সাথে সাথে জুম'আয় যাওয়ার চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে যারা যাবে, তারা আগে যাওয়ার নেকী পাবে। শেষে যারা যাবে, তারাও নেকী পাবে। তবে আগে যাওয়া লোকদের সমান নেকী পাবে না। অতএব আযানের পূর্বেই মসজিদে যেতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৬/১১৬)ঃ ইসলামে আদৌ কোন ব্যাংকিং ব্যবস্থা আছে কি? বাংলাদেশে যে ইসলামী ব্যাংক রয়েছে, সেগুলি সূদী ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত। এদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নযরে পড়ে না। সুতরাং টাকা পয়সা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সূদী ব্যাংকে রাখা যাবে কি? অন্যথায় বিকল্প পথ আছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আরিফ আহমাদ
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ ইসলামে ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে, যাকে বলা হয় 'মুযারাবা'। এর অর্থ হ'লঃ এক জনের পুঁজি, অন্য জনের পরিশ্রম এবং উভয়ে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মুনাফা ভাগ করে নিবে' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, বুলূগুল মারাম হা/৮৫২, ২৬৭ পৃঃ; হাদীছটি মওকূফ ছহীহ 'ক্বিরায' অনুচ্ছেদ; ছান'আনী, সুবুলুস সালাম হা/৮৫২)*। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলি লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলে এবং সেই লভ্যাংশ সঞ্চয়ীদের মধ্যে বন্টন করে দেয় বলে জানা যায়, যা শরী'আত সম্মত। সুতরাং টাকা-পয়সা সূদবিহীন ব্যাংকগুলিতে রাখা উচিৎ। কেবলমাত্র নিরুপায় অবস্থায় সূদী ব্যাংকে টাকা রাখা যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, তা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। তবে তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়লে সেটা স্বতন্ত্র কথা' *(আন'আম ১১৯; দ্রষ্টব্যঃ অক্টোবর'০২ প্রশ্নোত্তর ৫/৫; এপ্রিল/০৩ প্রশ্নোত্তর ১১/২৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১১৭)ঃ কোন বালেগা মহিলা যদি তার প্রকৃত অভিভাবককে বাদ দিয়ে অন্য কোন লোককে অভিভাবক বানিয়ে বিবাহ করে, তাহ'লে কি উক্ত বিবাহ জায়েয হবে?

-মুহাম্মাদ মোয়াযযেম হোসায়েন
জগন্নাথপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ অভিভাবকের বিষয়ে নাবালিকা, সাবালিকা বা বিধবা মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। সাবালিকা বা বিধবা মহিলার ক্ষেত্রে কেবল তার সম্মতি শর্ত। সুতরাং 'অলী' ব্যতীত বিবাহ করলে কিংবা অভিভাবক অন্যকে দায়িত্ব না দিলে, সে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, 'অলী ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩০, হাদীছ ছহীহ, 'বিবাহে অভিভাবক ও নারীর অনুমতি গ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করেছে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল...' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩১, হাদীছ ছহীহ; এ মর্মে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ইরওয়া হা/১৮৪১ ও ১৮৪৪, ৬/২৪৮ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২০১ পৃঃ)*। সুতরাং অলী নিজে থেকে অথবা অলী অন্যকে অনুমতি দিলে বিবাহ শুদ্ধ হবে, নচেৎ বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি তারা সহবাস করে, তবে স্ত্রীকে মোহর দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। যদি ঝগড়ার সৃষ্টি হয়, তবে সরকার অলী হবে [ও ফায়ছালা করবে] *(ঐ, মিশকাত হা/৩১৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১১৮)ঃ আযানের সময় কোন কোন মসজিদে 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' ডানে একবার বামে একবার অনুরূপভাবে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' ডানে একবার ও বামে একবার বলে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-হাফেয আব্দুছ ছামাদ
চৌডালা, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ 'হাইয়া আলাছ ছালাহ'-এর জন্য ডান দিকে দু'বার এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর জন্য বামদিকে দু'বার মুখ ফিরাতে হবে। আবু জুহায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বেলাল (রাঃ)-কে তাঁর দু'কানে দু' আঙ্গুল রেখে ডাইনে ও বামে মুখ ফিরাতে দেখেছি *(আহমাদ, তিরমিযী, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ইরওয়া হা/২৩০ ও ২৩৩)*। ইমাম নববী এই পদ্ধতিকে বিশুদ্ধতম বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৯)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেছেন, ডাইনে দু'বার 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' ও বামে দু'বার 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার বিষয়টি 'হাদীছের শাব্দিক অর্থের নিকটবর্তী' *(নায়লুল আওত্বার ২/১১৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১১৯)ঃ হাদীছে আছে ৩০ ও ৩৩ বয়সী নারী-পুরুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর কম-বেশী বয়সী নারী-পুরুষ জান্নাতবাসী হবে কি-না?

-মুহাম্মাদ ইউনুস আলী
কাজীপুর (মিলিটারীপাড়া), গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ জান্নাতবাসী সকলেই ৩০ বা ৩৩ বছর বয়সী হবেন। তারা কেশ ও শ্মশ্রু বিহীন এবং সুরমায়িত চক্ষু বিশিষ্ট হবেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৩৯ 'জান্নাত ও জান্নাত বাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*। উল্লেখিত ছহীহ দলীল দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতবাসী নারী-পুরুষ সকলেই ৩০ বা ৩৩ বছর বয়সী হবেন ও সকলে সমবয়সী হবেন *(তাফসীরে ইবনে কাছীর সূরা ওয়াক্বি'আহ ৩৭ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য; বিস্তারিত দেখুন, দরসে কুরআন 'জান্নাতের বিবরণ' সেপ্টেম্বর ২০০০ইং)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১২০)ঃ আদম (আঃ) নাকি আরশের পায়ায় লেখা কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' দেখে বলেন, আল্লাহ তুমি আমাকে 'মুহাম্মাদ' নামের অসীলায় মাফ করে দাও, তখন আল্লাহ তাকে মাফ করেন। একথা কি ঠিক?

-আলহাজ্জ আবুল হোসায়েন
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(সিলসিলা যঈফা হা/২৫; দ্রঃ 'প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ' আত-তাহরীক, মে ২০০০, পৃঃ ২২)*।